ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

মে ২০১৮ উন্নয়নমূলক মাসিকপত্রিকা ₹ ২২

পুষ্টি

পোষণ অভিযান : অপুষ্টি দূর করতে সরকারের নতুন সংকল্প
রাকেশ শ্রীবাস্তব

অপুষ্টি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য পরিষেবার ভূমিকা
প্রেমা রামচন্দ্রন

বিশেষ নিবন্ধ

খাদ্য সুরক্ষা থেকে পুষ্টি সুরক্ষার অভিমুখে যাত্রা
এম. এস. স্বামীনাথন

ফোকাস

অপুষ্টি রোধে কী কী করণীয় ?
শমিকা রবি

অন্যান্য নিবন্ধ

উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকাঠামো বিকাশে গুরুত্ব
হিরণ্ময় রায়

আর্থ-সামাজিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করবে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি
চরণ সিং

দশম DefExpo উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

গত ১১-১৪ এপ্রিল জল, স্থল ও আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা-সমূহের প্রদর্শনী, DefExpo India আয়োজিত হয় চেন্নাইয়ে। দশম ডেফএক্সপো উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ভারতের ক্ষমতা তুলে ধরা হয় এখানে। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবারের প্রতিরক্ষা প্রদর্শনীর ট্যাগলাইন ছিল 'India: The Emerging Defence Manufacturing Hub' অর্থাৎ, 'ভারত: প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের শিল্পতালুক'। তুলে ধরা হয় সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ প্রস্তুত ও সরবরাহ করার নিরিখে ভারতের বলিষ্ঠ সরকারি ক্ষেত্র ও ক্রমবর্ধমান বেসরকারি শিল্প তথা অতিক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রের সম্ভাবনা ও ক্ষমতা।

১৫৪-টি বিদেশি সংস্থা-সহ অংশগ্রহণ করে ৬৭০-টিরও বেশি প্রতিরক্ষাক্ষেত্রের শিল্পসংস্থা (defence firms)। Tata, L&T, Kalyani, Bharat Forge, Mahindra, MKU, DRDO, HAL, BEL, BDL, BEML, MDL, GRSE, GSL, HSL, MIDHANI, Ordnance Factories-এর মতো ভারতীয় সংস্থার পাশাপাশি অংশ নেয় Lockheed Martin, Boeing (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), Saab (সুইডেন), Airbus, Rafael (ফ্রান্স), Rosonboron Exports, United Shipbuilding (রাশিয়া), BAE Systems (যুক্তরাজ্য), Sibat (ইসরায়েল), Wartsila (ফিনল্যান্ড), Rhode & Schwarz (জার্মানি) প্রভৃতি।

নিজের উদ্বোধনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে এই অনুকূল পরিবেশে "Make in India and Make for India" বাস্তবায়িত করার শ্রেষ্ঠ সময় এখন। তিনি বলেন যে দেশ ও দেশবাসীর সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি ভারত শান্তিরক্ষার প্রতিও সমানভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। আর সেই জন্য কৌশলগতভাবে স্বাধীন প্রতিরক্ষা শিল্পতালুক (strategically independent defence industrial complex) প্রতিষ্ঠা করা সহ, আমাদের সশস্ত্রবাহিনীকে সব ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জামে ভূষিত করতে আমরা প্রস্তুত। 'Innovation for Defence Excellence', প্রতিরক্ষায় উৎকর্ষের জন্য উদ্ভাবন সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। এই প্রকল্পে সারা দেশ জুড়ে Defence Innovation Hub গড়ে তোলা হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন কেন্দ্র সরকারের সংস্কারমূলক পদক্ষেপগুলির দৌলতে প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে জন্য ম্যানুফ্যাকচারিং-এর লাইসেন্স, defence offset, রপ্তানির জন্য ছাড়পত্র, ম্যানুফ্যাকচারিং-এ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ও সরবরাহের প্রক্রিয়া আরও সহজ হয়েছে। এই সব ক্ষেত্রে নিয়মকানুন, কর্মপদ্ধতিতে স্বচ্ছতা বাড়িয়ে, এগুলিকে আরও শিল্পবান্ধব করা হয়েছে। ❑

মে, ২০১৮

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

উপ-অধিকর্তা : **খুরশিদ এ. মালিক**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

● এই সংখ্যায় ৩

● এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

● পোষণ অভিযান : অপুষ্টি দূর করতে সরকারের নতুন সংকল্প — রাকেশ শ্রীবাস্তব ৫

● অপুষ্টি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য পরিষেবার ভূমিকা — প্রেমা রামচন্দ্রন ৯

● অনুপুষ্টি সংক্রান্ত অপুষ্টি : অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া — মিতালি পালধি ১৫

● পুষ্টি নিরাপত্তা : গণবণ্টন ব্যবস্থার ভূমিকা — পুল্লেইয়া ডুডেকুলা ২২

বিশেষ নিবন্ধ

● খাদ্য সুরক্ষা থেকে পুষ্টি সুরক্ষার অভিমুখে যাত্রা — এম. এস. স্বামীনাথন ২৭

ফোকাস

● অপুষ্টি রোধে কী কী করণীয়? — শমিকা রবি ৩০

অন্যান্য নিবন্ধ

● উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকাঠামো বিকাশে গুরুত্ব — হিরণ্ময় রায় ৩৪

● আর্থ-সামাজিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করবে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি — চরণ সিং ৩৯

● প্রসঙ্গ সামাজিক অন্তর্ভুক্তি : একটি পর্যালোচনা — ভি. শ্রীনিবাস ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

● জানেন কি? — যোজনা ব্যুরো ৪৭

● যোজনা ক্যুইজ — সংকলন : রমা মণ্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৪৯

● যোজনা নোটবুক — —ওই— ৫০

● যোজনা ডায়েরি — —ওই— ৫২

● উন্নয়নের রূপরেখা — দ্বিতীয় প্রচ্ছদ

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

যোজনা
পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

উন্নয়নের চাবিকাঠি পুষ্টি নিরাপত্তা

ভারতের জনসংখ্যা ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ছিল ১ দশমিক ২ বিলিয়ন। আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হতে চলেছে ভারত। সেসময় এদেশের আনুমানিক জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন। বর্তমান হিসাব অনুযায়ী, সংখ্যাটা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ। কাজেই, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাটা ভারতের সামনে এক মস্ত চ্যালেঞ্জ। এক সুস্থসবল কর্মীবাহিনী যেকোনও জাতির বিকাশের পূর্বশর্ত। এই সত্য উপলব্ধি করেই জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত মান উন্নত করার বিষয়টি সবসময় বিশেষ অগ্রাধিকার পেয়ে এসেছে। ভারতীয় সংবিধানের ৪৭নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র তার জনসাধারণের পুষ্টির স্তর এবং জীবনযাপনের মান উন্নত করা তথা জনস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানকে প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে গণ্য করবে।

ভারতের নীতিপ্রণেতারা স্বাস্থ্য ও খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করাকে সবসময় অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছেন। একের পর এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন নীতি এবং বহুমুখী রণকৌশল গ্রহণ করা হয়েছে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জনসাধারণের পুষ্টিবিধানের মান এবং খাদ্য সুরক্ষার উন্নতিসাধনে। এজন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের সংস্থানও করা হয়।

শহর ও গ্রামাঞ্চল, উভয় জায়গাতেই সুষ্ঠু প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার নাগাল যাতে সব শ্রেণির মানুষের নাগালে পৌঁছে যায়, সেই বিষয়টির উপর ব্যাপক গুরুত্ব দিয়ে এসেছে সরকার। এর ফলস্বরূপ, দুর্ভিক্ষ বা আকাল এবং তীব্র খাদ্য সংকটের পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কা আর নেই বটে, তবে দেশের কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় বছরের কোনও কোনও সময় খাদ্য সংকট আজও নিয়মিত ঘটনা। জনসংখ্যার সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে পুষ্টিবিধানের মানের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। একই সাথে, অপুষ্টি এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস বা অনুপুষ্টির অভাবজনিত কেসও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।

প্রসূতি ও শিশুদের অপুষ্টিজনিত সমস্যা জাতীয় স্তরে জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত এক বড়ো মাথাব্যাথার কারণ এবং তা বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের কাছে নীতিগতভাবে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। ভারতে বর্তমানে জনসংখ্যাভুক্ত পাঁচ বছরের কমবয়সি শিশুদের মধ্যে ৪ কোটিরও বেশি বাচ্চার সঠিক দৈহিক বাড়বৃদ্ধি হয়নি আর ১ কোটি ৭০ লক্ষ শিশু চরম অপুষ্টির শিকার। সঠিক পরিমাণে সুষম খাদ্য না খেলে অথবা শরীরে অতি প্রয়োজনীয় অনুপুষ্টি বা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টসের অভাব ঘটলে মানুষের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে, এই পরিস্থিতিকেই বলে অপুষ্টি। গোটা দেশে অঞ্চলভেদে খাদ্যের জোগানের মধ্যে বৈষম্য নজরে পড়ে। আর এত বড়ো দেশে মানুষের খাদ্যাভ্যাসেও বিস্তর ফারাক রয়েছে। এই দুইয়ের ফলস্বরূপ অপুষ্টির মাত্রাভেদ ঘটে। শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামের দিকে অপুষ্টির হার বেশ বেশি। এই পরিস্থিতি অঞ্চল ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা স্থির করার দাবিকে জোরদার করে। পাশাপাশি স্থানীয় স্তরে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানো-সহ মানবসম্পদ খাতে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে।

জাতীয় পুষ্টি মিশন (National Nutrition Mission বা NNM) চালু করার ঘোষণা এই দিশায় এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য এই মিশনের আওতায় ব্যাপক আর্থিক সহায়সম্পদ-সহ একটি কেন্দ্রীয় নোডাল এজেন্সি গঠন করা হয়েছে। পুষ্টি মিশন খাতে তিন বছর সময়পর্বের জন্য মোট খরচের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৯ হাজার কোটি টাকার বেশি। মিশনের মূল রণকৌশল হল বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এতে করে রাজ্য, জেলা এবং স্থানীয় স্তরের প্রশাসনকে নিজেদের অগ্রাধিকার বা প্রয়োজনের ভিত্তিতে কর্মসূচিতে রদবদল ঘটানোর অধিকার দেওয়া হয়েছে। ফলত এক মজবুত নজরদারি, দায়বদ্ধতা ও প্রোৎসাহন কাঠামোর মাধ্যমে স্থানীয় স্তরেই সমস্যা সমাধান সম্ভবপর হবে। লক্ষ্যমাত্রা কী, তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সহকারে এই কর্মসূচিতে অপুষ্টি, রক্তাল্পতা এবং কম ওজনের শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনা কমানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর দৌলতে ১০ কোটিরও বেশি মানুষ উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মানুষকে সুষম খাদ্যগ্রহণে অভ্যস্ত করে তুলতে তাদের খাদ্যাভ্যাসে বদল আনা জরুরি। একাজ সরকারের হস্তক্ষেপ এবং ব্যাপক হারে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব নয়। দেশের সমস্ত রাজ্যকে পর্যায়ক্রমে জাতীয় পুষ্টি মিশনের ছত্রচ্ছায়ায় নিয়ে আসার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ২০১৭-১৮ সালে ৩১৫-টি জেলা, ২০১৮-১৯ সালে ২৩৫-টি জেলা এবং ২০১৯-২০ সালে বাদবাকি সবকয়টি জেলা চলে আসবে মিশনের আওতায়। পুষ্টি মিশনে জোরটা মূলত দেওয়া হচ্ছে সমন্বয়সাধনের উপর, যাতে করে নজরদারির কাজটা আরও ভালোভাবে সম্পন্ন করা যায় তথা রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে তাদের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে উৎসাহিত করে তোলা সম্ভব হয়। এধরনের সুস্পষ্ট অপারেটিং রোডম্যাপ থাকার দৌলতে জাতীয় পুষ্টি মিশন সম্ভবত সরকারের এযাবৎকালীন সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মসূচি প্রতিপন্ন হতে চলেছে।

সুস্থসবল নাগরিকেরা তখনই রাষ্ট্রের বিকাশে অবদান রাখতে পারবে, যখন কিনা পর্যাপ্ত পরিকাঠামো এবং সুযোগসুবিধার মেলবন্ধন ঘটবে তার সাথে। কাজেই একদিকে সরকার সুস্থসবল ভারত গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, অন্যদিকে আমনাগরিকদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে ব্যাপক কর্মোদ্যোগ হাতে নিয়েছে। এর সাথে মজবুত পরিকাঠামো সৃষ্টিতে নজরের বিষয়টি যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি স্বচ্ছ ভারত, স্কিল ইন্ডিয়া এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মতো মিশনের আকারে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির দৌলতে ভারত নিঃসন্দেহে বিশ্বের মানচিত্রে অচিরেই সামনের সারিতে উঠে আসবে। ❑

পোষণ অভিযান : অপুষ্টি দূর করতে সরকারের নতুন সংকল্প

রাকেশ শ্রীবাস্তব

এদেশের মানবসম্পদের সম্ভাবনার চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার সম্ভবপর হলে তবেই বিশ্বের দরবারে ভারত মহাশক্তিধর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে। এজন্য সবচেয়ে আগে দেশ থেকে অপুষ্টি নির্মূল করার উপর নজর দিতে হবে। যাতে করে আগামী প্রজন্ম শারীরিক দিক থেকে সুস্থসবল ও সেরা মানের বুদ্ধিমত্তার আকর হয়ে ওঠে। তথা তাদের দৌলতে কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সুনিশ্চিত হয়।

মানুষ যে অপুষ্টির শিকার হন, তার পেছনে কোনও নির্দিষ্ট একটি কারণকে দোষারোপ করা অর্থহীন, বলা যেতে পারে বেশ কয়েকটি ক্ষতিকর কার্যকারণের সূত্রেই একসময় অপুষ্টি বাসা বাঁধে শরীরে। এবং বিষয়টি সম্পর্কে কম-বেশি আমরা সকলেই অবগত। অপুষ্টির নাগপাশ যাতে স্থায়ীভাবে আরও জাঁকিয়ে বসে তার জন্য অনুঘটকের কাজ করে এইসব ফ্যাক্টর বা কার্যকারণ। ফলত, পরের পর প্রজন্ম ধরে আমরা নিজেদের মানবসম্পদের সম্ভাবনাকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ। এদেশের মানবসম্পদের সম্ভাবনার চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার সম্ভবপর হলে তবেই বিশ্বের দরবারে ভারত মহাশক্তিধর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে। এজন্য সবচেয়ে আগে দেশ থেকে অপুষ্টি নির্মূল করার উপর নজর দিতে হবে। যাতে করে আগামী প্রজন্ম শারীরিক দিক থেকে সুস্থসবল ও সেরা মানের বুদ্ধিমত্তার আকর হয়ে ওঠে। তথা তাদের দৌলতে কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সুনিশ্চিত হয়। মেক ইন ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্কিল ইন্ডিয়ার মতো প্রকল্প বা কর্মসূচিগুলির মধ্যে যোগসূত্রকে মজবুত করে গড়ে তুলতে এই একটিমাত্র পদক্ষেপই আমাদের সক্ষম করে তুলবে।

চলতি বছরের ৮ মার্চ তারিখটিতে প্রধানমন্ত্রী রাজস্থানের ঝুনঝুন থেকে পুষ্টিবিধান বিষয়ক যে অভূতপূর্ব প্রকল্পটির সূচনা করেন চলতি ভাষায় তাকে বলা হচ্ছে পোষণ অভিযান আর পোশাকি নাম POSHAN (PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment) Abhiyaan। আমাদের দেশে শিশুদের মধ্যে কম দৈহিক বৃদ্ধি হার, অপুষ্টি, রক্তাল্পতা এবং জন্মের সময় সদ্যজাতের স্বাভাবিকের তুলনায় কম ওজন ইত্যাদি এক বড়ো মাথাব্যথার কারণ। এসব সমস্যার সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিতে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নির্ধারিত অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হবে। এছাড়াও বয়ঃসন্ধির কিশোরী, গর্ভবতী মহিলা ও স্তন্যদাত্রী মায়েদের দিকেও নজর দেওয়া হবে। অর্থাৎ, এক সর্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ও রণকৌশল নিয়ে অপুষ্টিজনিত সমস্যার মোকাবিলায় নামা হবে। এই সর্বাত্মক উদ্যোগের তাগিদ থেকেই আগামী তিন বছরের মধ্যেই সব কয়টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে পর্যায়ক্রমে এই কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হবে। ২০১৭-'১৮ সালে ৩১৫-টি জেলা, ২০১৮-'১৯ সালে ২৩৫-টি জেলা এবং ২০১৯-'২০ সালে বাদবাকি সবকয়টি জেলা চলে আসবে পোষণ অভিযানের আওতায়। এই কর্মসূচির দৌলতে ১০ কোটিরও বেশি মানুষ উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর আগে কখনও পুষ্টিবিধানকে দেশের সর্বোচ্চ স্তর থেকে এতটা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনায় আনা হয়নি।

[লেখক ভারত সরকারের মহিলা ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের সচিব। পুষ্টি, নারীকল্যাণ এবং বড়ো মাপের সরকারি কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতা ব্যাপক। ই-মেল : secy.wcd@nic.in]

কেন্দ্র এবং রাজ্য তথা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিভিন্ন মন্ত্রক বা দপ্তর অপুষ্টি হার হ্রাস করতে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে পৃথক পৃথকভাবে। অপুষ্টি সংক্রান্ত এধরনের যেকোনও প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা শীর্ষসংস্থা হল রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। কাজেই, দেশে সফলভাবে অপুষ্টি মোকাবিলার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে গেলে যাবতীয় রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির তরফে হাতে নেওয়া যাবতীয় প্রকল্প, উদ্যোগ, কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয়সাধন জরুরি। POSHAN এধরনের সর্বস্তরে গৃহীত প্রচেষ্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য আনার জন্য এক মঞ্চ গঠনের সুযোগ করে দিচ্ছে। ফলত, পুষ্টিবিধানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের উদ্যোগ এক সমন্বিত রূপ পেতে চলেছে। কেন্দ্রে সমন্বয়সাধনের কাজে সাফল্য পেতে গঠন করা হয়েছে পুষ্টি বিষয়ক জাতীয় পরিষৎ (National Council for Nutrition) এবং পোষণ অভিযানের জন্য নির্বাহী সমিতি (Executive Committee for POSHAN Abhiyaan)। পোষণ অভিযানের সঙ্গে জড়িত সমস্ত তরফের (stakeholders) থেকে বাছাই করে এই দুই সংস্থার সদস্যদের নিয়োজিত করা হয়েছে। একইভাবে, রাজ্য, জেলা এবং ব্লক স্তরে সমন্বয়সাধক কর্মপরিকল্পনায় পোষণ অভিযানের জন্য রূপায়ণ ও নজরদারির ব্যবস্থাপত্র বা পদ্ধতির বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ময়দানে নেমে সরাসরি হাতে-কলমে যারা কাজ করছেন সেই কর্মীবাহিনীর অংশগ্রহণের জন্য গ্রাম স্তরে সমন্বয়সাধক মঞ্চের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে গ্রাম স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যবিধান ও পুষ্টি (VHSN) দিবস।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং মহিলা সুপারভাইজারদের মতো সামনের সারির সরাসরি পরিষেবা প্রদানের সঙ্গে যুক্ত কর্মীবাহিনীকে এই অভিযানের আওতায় স্মার্টফোন দেওয়া হচ্ছে। এই কর্মকাণ্ডের

চিত্র-১
পোষণ অভিযানের বিভিন্ন অংশ বিশেষ

চিত্র-২
যেসমস্ত মন্ত্রক, দপ্তর ও তাদের গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয়সাধন করা হচ্ছে তার খতিয়ান

নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক	● অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবা ● প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনা ● বয়ঃসন্ধির কিশোরীদের জন্য প্রকল্প	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক	● জননী সুরক্ষা যোজনা (JSY) ● জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (NHM)
পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রক	● স্বচ্ছ ভারত মিশন	গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক	● মহত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প ● অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণ
ক্রেতা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবণ্টন মন্ত্রক	● গণবণ্টন ব্যবস্থা	পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক	● গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে এক অভিমুখে কাজ করতে চালিত করা
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক	আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক	বিদ্যালয় শিক্ষা, গ্রন্থাগার, মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর	নগরোন্নয়ন মন্ত্রক

চিত্র-৩
ICDS—সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন সফট্ওয়্যার

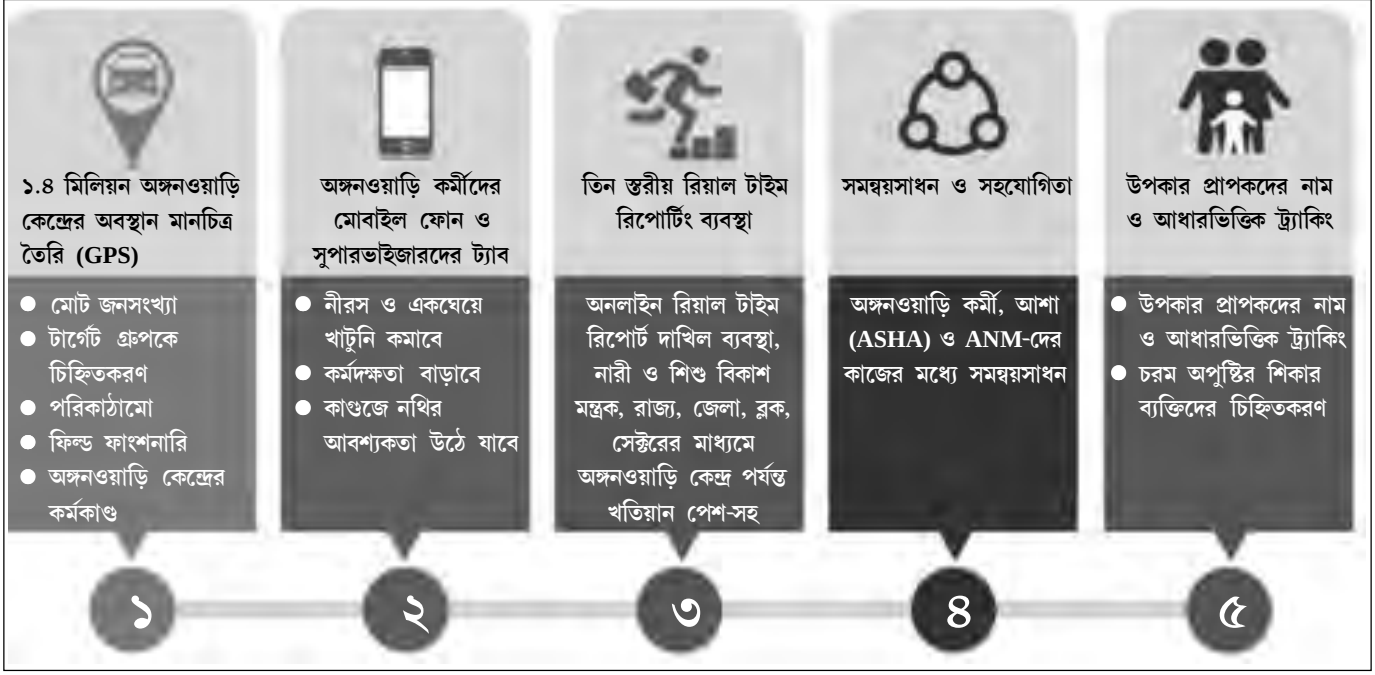

জন্যই এক বিশেষ সফট্ওয়্যার অ্যাপের উদ্ভাবন করা হয়েছে, যার পোশাকি নাম ICDS—Common Application Software। এই অ্যাপের মাধ্যমে ডেটা বা তথ্য-পরিসংখ্যান সংগৃহীত হবে। ফলত, যে পরিষেবা প্রদানের কথা, সেই পরিষেবা আদৌ জোগানো হয়েছে কি না নিশ্চিতভাবে তার খতিয়ান মিলবে। এবং প্রয়োজন মাফিক তৎক্ষণাৎ হস্তক্ষেপ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। সংগৃহীত ডেটা সঠিক স্থানকাল-সহ (Real time) এক ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে সরাসরি দেখতে পারবেন ব্লক, জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরের তত্ত্বাবধায়ক কর্মীরা। ফলত, নজরদারির কাজটা হবে নিশ্ছিদ্র। মোবাইল ডিভাইস জোগাড় ও তা বণ্টন করা এই প্রকল্পের একটা অংশ। উল্লিখিত অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের উদ্দেশ্য সংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের আওতায় পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থাকে আরও সুদক্ষ করে তোলা তথা নিশ্ছিদ্র নজরদারি চালিয়ে প্রয়োজন মাফিক যথাসময়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পুষ্টিবিধানের মানোন্নয়ন।

অকুস্থলেই ডেটা সংগ্রহের সংস্থান রয়েছে। ফলত, ICDS পরিষেবা প্রদান ও সেই পরিষেবা মোবাইল ফোন বা ট্যাবের মতো বৈদ্যুতিন ডিভাইসে সংশ্লিষ্ট সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে গ্রহণের দৌলতে উপকারভোগীর পুষ্টিজনিত মানের উপর কী প্রভাব পড়ছে সেই সমস্ত তথ্যই নিয়মিত ভিত্তিতে সংগ্রহের সুযোগ থাকছে। ওয়েবভিত্তিক ড্যাশবোর্ডে সঠিক স্থানকাল-সহ সেই তথ্য-পরিসংখ্যান রাজ্যগুলি এবং নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক উভয় তরফের কাছেই চোখের সামনে জ্বলজ্বল করবে। মূলত ICDS পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং কার্যকভাবে পুষ্টি মিশনের পরিকল্পনা ও বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যের কথা মাথায় রেখেই প্রযুক্তি ব্যবহারে এইসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অপুষ্টিজনিত সমস্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তা এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও শিকড় ছড়িয়ে দেয়। আর অপুষ্টির কারণ হিসাবে কোনও একক কারণ দায়ি নয়, অনেকগুলি কার্যকারণের সম্মিলিত ফলস্বরূপ অপুষ্টি বাসা বাঁধে মানুষের দেহে। একথা আগেই বলা হয়েছে। নিতান্ত শিশু ও ২ বছরের কমবয়সি বাচ্চাদের খাওয়াদাওয়া সংক্রান্ত যে নীতিনির্দেশিকা আছে (Infant & Young Child Feeding বা IYCF) তা যথাসম্ভব অনুসরণের অভ্যাস, পূর্ণ টিকাকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, শৈশবস্থার প্রথম পর্বের সঠিক মাত্রায় বিকাশ বা Early Childhood Development (ইউনিসেফ জন্ম থেকে ৮ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কে Early Childhood বলে চিহ্নিত করেছে; মানুষের জীবনে এই সময়কালে সবচেয়ে বেশি এবং দ্রুত বিকাশ ঘটে; এসময় সঠিক মাত্রায় আবেগ অনুভূতিগত ও দৈহিক বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ), Food Fortification (অর্থাৎ, ভিটামিন ও মিনারেলস বা খনিজদ্রব্যের মতো অনুপুষ্টি বা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস খাদ্যে যোগ করে পুষ্টি ঘাটতি মেটানো), কৃমিকীট নাশ, নির্মল পানীয় জল ও যথাযথ স্বাস্থ্যবিধান বা স্যানিটেশনের নাগাল, খাদ্যসামগ্রীতে বৈচিত্র্য আনা ইত্যাদি ধরনের আরও বেশ কিছু বিষয়ে নজর দিলে অপুষ্টিজনিত সমস্যার হাত থেকে রেহাই মেলা সম্ভব। কাজেই ব্যাহত দৈহিক বৃদ্ধি, কম ওজন ও অকাল মৃত্যুর সমস্যা, বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে, সমাধানে বিভিন্ন বিষয় ধরে ধরে ধারাবাহিকভাবে উদ্যোগ চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এবং সুষ্ঠুভাবে সেকাজ সম্পন্ন করতে তৃণমূল স্তরে সমন্বয়সাধন জরুরি। শেষ কথায় বলতে গেলে এই সমস্যার মোকাবিলা সম্ভব শুধুমাত্র

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে। পোষণ অভিযানে এই দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করেই এক পুষ্টিবিধান সচেতন সমাজ গঠনের প্রতি আমজনতার মধ্যে আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে বহুমুখী প্রচেষ্টার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। গৃহীত পন্থাপদ্ধতির মধ্যে পড়ছে পুষ্টি বিষয়ে সচেতন করে তোলার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীভিত্তিক অনুষ্ঠান আয়োজন, যাতে উপকারভোগী ও তাদের পরিবারকেও যুক্ত করা হচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে গণমাধ্যম, মাল্টিমিডিয়া ও হোর্ডিং, পোস্টারের মাধ্যমে প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছে। ICDS-এর তৃণমূল স্তরের কর্মীবাহিনী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং পুষ্টি বিধান ক্ষেত্রে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবক-দের মধ্যে সমন্বিতভাবে আগ্রহ জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। অর্থাৎ, লক্ষ্যটা স্পষ্ট, পুষ্টির প্রতি সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এক গণআন্দোলন গড়ে তোলা।

সার্বিক রূপায়ণের দায়িত্ব পালনের ভার নোডাল মন্ত্রক হিসাবে ন্যস্ত আছে নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের উপর, তবে যেমনটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, যে 'ভিসন' স্থির করা হয়েছে সেই অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রক (চিত্র-২ দ্রষ্টব্য) একজোট হয়ে কাজ করবে অপুষ্টি সমস্যা মোকাবিলায়। ভারতে এর আগে জাতীয় স্তরে অপুষ্টিজনিত সমস্যা মোকাবিলায় এত বেশি সংখ্যাক প্রকল্পকে কখনও শামিল করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর প্রতি ছয় মাস অন্তর কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখবে। রাজ্য স্তরেও একই ধরনের পর্যালোচনা করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। জেলা স্তরে প্রত্যেক জেলার জেলাশাসক একই পদ্ধতিতে পুষ্টিজনিত অগ্রগতির খতিয়ান পর্যালোচনা করে দেখবেন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে, প্রতি জানুয়ারি, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসের ১০ তারিখে। চতুর্থ জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষায় (National Family Health Survey বা NFHS-4) উঠে এসেছে যে গোটা দেশজুড়ে রাজ্য ভেদে এবং জেলা ভেদে অপুষ্টিজনিত চিত্রটিতে বিস্তর তারতম্য চোখে পড়ে। কাজেই প্রতিটি রাজ্য বা জেলার নিজস্ব নির্দিষ্ট সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা তৈরির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই কর্মপরিকল্পনা তৈরির সময় বিশেষভাবে নিজেদের সীমাবদ্ধতা এবং প্রতিবন্ধকতাগুলির কথা মাথায় রাখতে হবে রাজ্য বা জেলাগুলিকে। স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদে সেগুলিকে তারা কীভাবে কাটিয়ে উঠতে পারবে, সেসব বিশদে ঢোকাতে হবে এই কর্মপরিকল্পনায়। গোটা দেশের কাঁধের উপর অপুষ্টিজনিত সমস্যার যে বোঝা চেপে আছে তাতে কোনও অলৌকিক পরিবর্তন ঘটবে বলে আশা করতে শুরু করার আগে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রস্তুতি সেরে ফেলাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎকৃষ্টতর পরিষেবা জোগাতে যাতে আগ্রহী হন সেজন্য পোষণ অভিযানে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মতো সামনের সারির কর্মীবাহিনীর জন্য ইনসেনটিভ বা পুরস্কার প্রদানের সংস্থান রাখা হয়েছে। এছাড়াও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, আশা কর্মী ও ANM-রা একজোটে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে সক্ষম হলে তাদের জন্য দলবদ্ধভাবে পুরস্কার জিতে নেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে যারা দ্রুত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে তাদের জন্যও রয়েছে ইনসেনটিভের বন্দোবস্ত। আর যেসমস্ত রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, ব্লক বা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ঢিমেতালে কাজ করে চলবে, তাদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সহায়তাদানের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের যোগ্য করে তোলা হবে।

ভারত যদি তার ১৩০ কোটি মানব-সম্পদের জনবিন্যাসগত সুবিধার থেকে মুনাফা ওঠাতে চায় তবে দেশকে এই বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে নিহিত সম্ভাবনার যথাসম্ভব সদ্ব্যবহারে নজর দিতে হবে। একাজে দেশকে সাহায্য করতে পোষণ অভিযান আমাদের সকলকে এক ছাতার নিচে নিয়ে এসেছে। এই অভিযানের সঙ্গে জড়িত সব তরফের দায়বদ্ধতা ও দায়িত্ব পালনের সূত্রেই সেই অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণ সম্ভব।❑

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধ

উদয়ের পথে ভারত

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

যোজনা (বাংলা)-এ প্রকাশিত নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকদের কেমন লাগছে সে সম্পর্কে মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। ই-মেল মারফত অথবা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের মতামত তথা আগামী দিনে আর কী ধরনের লেখাপত্র এই পত্রিকায় দেখতে চান তা জানাতে পারেন।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

অপুষ্টি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য পরিষেবার ভূমিকা

প্রেমা রামচন্দ্রন

দেশের মানুষের পুষ্টিবিধান সংক্রান্ত চিত্রটির উপযুক্ত পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সাধারণভাবে, প্রতিটি মানুষের, বিশেষত শিশু, কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী, প্রসূতি এবং প্রবীণদের পুষ্টিবিধানের বিষয়টিতে নিয়মিত লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্র এখনও এজন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত নয়। কিন্তু যথাসম্ভব আগে রোগ নির্ণয়, প্রয়োজনীয় পরামর্শ, অপুষ্টির মোকাবিলা, সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠার আগে অসংক্রামক রোগের চিকিৎসা শুরু করা— এসবের জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

স্বাধীনতার সময় ভারতের সামনে পুষ্টি সংক্রান্ত দু'টি সমস্যা খুবই তীব্র আকার ধারণ করে। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা, খাদ্য উৎপাদনের চরম ঘাটতির ফলস্বরূপ ব্যাপক অনশনের সম্ভাবনা, খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থায় খামতি, এসব তো ছিলই; পাশাপাশি দারিদ্র্যের ফলে দেশের এক বিরাট অংশের মানুষ ধারাবাহিকভাবে অপুষ্টিতে ভুগছিল এবং খাদ্য নিরাপত্তার অভাবও ছিল প্রকট। একেকটি অঞ্চলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু, অসহায় নাগরিকদের সীমাহীন দুর্দশার কাহিনী সংবাদপত্রের শিরোনামে ঠাঁই পেত নিয়মিত। কারণ, বিষয়গুলি সহজেই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। কিন্তু এসবের অন্তরালে যে সর্বগ্রাসী মারাত্মক ব্যাধিটি লুকিয়ে ছিল তা হল পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে 'অপুষ্টি'। এর ফলে রোগভোগ এবং তার থেকে মৃত্যুর সংখ্যা বুভুক্ষাজনিত মৃত্যুর সংখ্যার থেকে আসলে অনেক বেশিই ছিল। অপুষ্টি এবং অসুস্থতার এই জোড়া আঘাত সইতে হয়েছিল সব বয়সের মানুষকে। দেশের নাগরিকদের গড় আয়ু ছিল মাত্র ৩৫ বছর। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মানবসম্পদের ভূমিকা এবং মানবসম্পদের যথার্থ উন্নয়নে স্বাস্থ্য, খাদ্য এবং পুষ্টিবিধানের প্রয়োজনীয়তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন সংবিধান প্রণেতারা। ভারতীয় সংবিধানের ৪৭তম ধারা অনুযায়ী, জনস্বাস্থ্য, দেশের নাগরিকদের পুষ্টিবিধান এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন রাষ্ট্রের অবশ্যপালনীয় কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুমুখী উদ্যোগ নেয় সরকার।

এজন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে ধারাবাহিকভাবে নীতি ও কর্মসূচি প্রণীত হতে থাকে। প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজের লক্ষ্যমাত্রাও স্থির করে এগোতে থাকে সরকার। জাতীয় স্তরে সমীক্ষার মাধ্যমে এই কাজে অগ্রগতি যাচাইয়ের উদ্যোগও হাতে নেওয়া হয়।

গত চার দশক ধরে চালানো জাতীয় স্তরের সমীক্ষাগুলিতে দেখা যাচ্ছে, অপুষ্টি, এসংক্রান্ত রোগভোগ এবং মারাত্মক সংক্রমণজনিত কারণে মৃত্যুর সংখ্যা ধীর গতিতে হলেও ধারাবাহিকভাবে কমছে। পুষ্টিবিধান এবং সার্বিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতির দিকগুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কাজেই স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা পদক্ষেপের দরুন পুষ্টি সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। এর উলটোটাও অবশ্য সত্যি। গত দু' দশক যাবৎ বরং 'অতিপুষ্টি'-র প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। সংক্রামক নয় এমন রোগের (NCD) প্রকোপও ব্যাপক বেড়েছে। অতিপুষ্টির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অনেকেই সচেতন নন। স্থূলতার বিষয়টিকে অনেকেই সেভাবে গুরুত্ব দেন না। সংক্রামক নয় এমন ব্যাধিগুলির লক্ষণ প্রথমে চোখে পড়ে না। জটিলতা বাড়লে তবেই রোগীরা চিকিৎসকের কাছে যান। মেদবহুলতার সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সচেতনা বৃদ্ধি এবং কর্মসূচির প্রণয়ন আশু প্রয়োজন। অন্যদিকে, সংক্রামক

[লেখক বর্তমানে Director, Nutrition Foundation of India, নয়াদিল্লি। প্রাক্তন পরামর্শদাতা (স্বাস্থ্য, পুষ্টিবিধান ও পরিবার কল্যাণ), যোজনা কমিশন। ই-মেল : premaramachandran@gmail.com, nutritionfoundationofindia@gmail.com]

নয় এমন সব রোগে (NCD) আক্রান্তদের স্বাভাবিক পুষ্টিবিধানও সমান জরুরি। এই দ্বৈত ক্ষেত্রে সার্বিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়েই এই নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

নিতান্ত শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি প্রবণতা হ্রাস

এখনও স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়নি এমন শিশুদের মধ্যে পুষ্টি এবং সুস্বাস্থ্যের অভাবের বিষয়টি বহুচর্চিত। অপুষ্টির ফলে বাড়ে রোগ সংক্রমণের প্রকোপ। আবার রোগ সংক্রমণ অপুষ্টিজনিত সমস্যাকে আরও ঘোরতর করে তোলে।

অপুষ্টির শিকার শিশু বার বার সংক্রামক রোগের শিকার হলে এবং যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা না হলে মৃত্যু অস্বাভাবিক নয়। কাজেই, এখনও স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়নি এমন শিশুদের পুষ্টিজনিত সমস্যা মোকাবিলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীভুক্ত শিশুদের প্রতিদিনের খাবারদাবারে বহু ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংস্থান হয় না। এই খামতি পূরণ করতে সমন্বিত শিশু বিকাশ পরিষেবা (Integrated Child Development Services) বা ICDS-এর আওতায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তৈরি করা পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্য বা food supplement সরবরাহের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ICDS-কর্মসূচিতে আরও যে কাজটি করা হয়ে থাকে তা হল শিশুদের ওজন

চিত্র-১
ICDS-এর পরিব্যাপ্তি (NFHS-4)

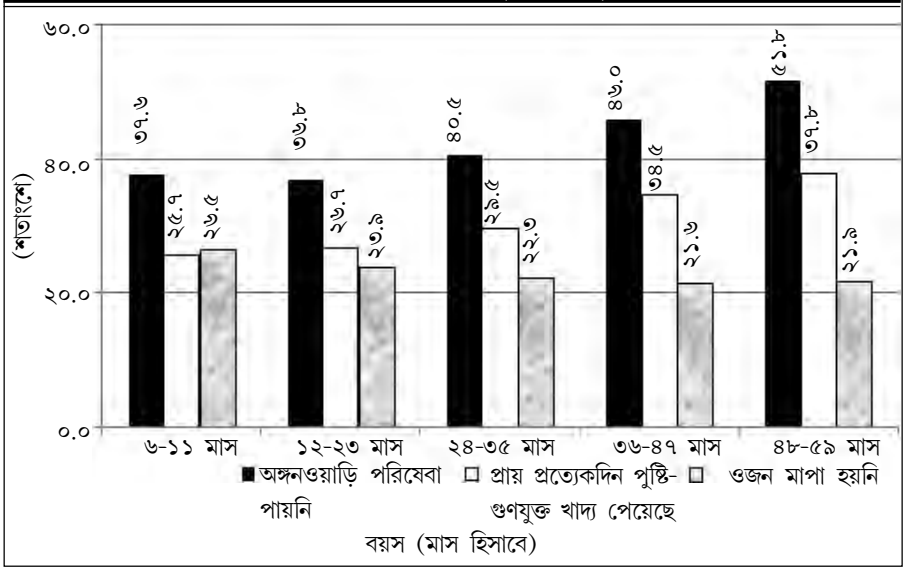

পরীক্ষা করে দেখা। এক্ষেত্রে পুষ্টির অভাব ঘটছে কি না তা অনেক আগেই বুঝে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব। ICDS-এর সূচনা হয়েছিল সেই সত্তরের দশকে। কিন্তু তা সর্বজনীন রূপ পায় এই শতকের প্রথম দশক যাবৎ। ICDS-এর আওতায় পুষ্টি-বিধানের জন্য বিশেষ পুষ্টিগুণযুক্ত খাদ্য (food supplements) সরবরাহ এবং শিশুদের নিয়মিত স্বাস্থ্য ও ওজন পরীক্ষা—এই দু'টি দিককেই ধারাবাহিকভাবে ক্রমপ্রসারিত করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু চতুর্থ জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষায় (NFHS-4) দেখা যাচ্ছে, ২০১৫ সালেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়নি (চিত্র-১ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র-২
নিতান্ত শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি (NNMB-র সমীক্ষা)

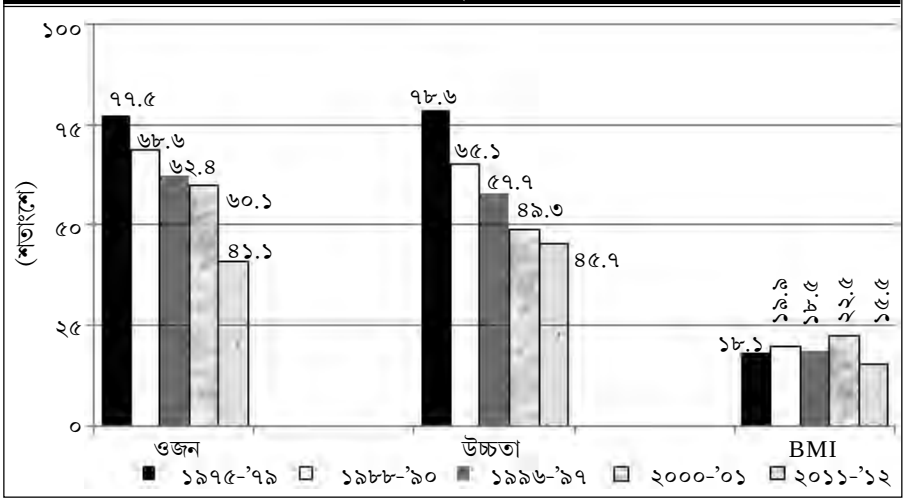

জাতীয় পুষ্টি বিষয়ক নজরদারি সংস্থা (National Nutrition Monitoring Bureau—NNMB)-র সমীক্ষা অবশ্য বলছে, যে ICDS-এর পরিব্যাপ্তি প্রয়োজনের তুলনায় এখনও অনেক কম হলেও নিতান্ত শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির রমরমা ধারাবাহিকভাবে কমছে (চিত্র-২ দ্রষ্টব্য)। NFHS 2, 3 এবং 4 থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যের সময়পর্বের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য (চিত্র-৩ দ্রষ্টব্য)। এই সময়ে এক বছরের কমবয়সি শিশুদের মৃত্যুর হার (Infant Mortality Rate বা IMR) এবং ৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের মৃত্যুর হার (Under Five Mortality Rate বা U5MR) দু'টোই কমেছে (চিত্র-৪ দ্রষ্টব্য)। আগে U5MR বেশি হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল রোগ সংক্রমণ। ১৯৭০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে তার হ্রাস সম্ভবপর হয়েছে সার্বিক স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসার এবং বিভিন্ন ধরনের টিকাদান কর্মসূচির ফলে। সংক্রমণজনিত রোগের প্রতিরোধ ও সময়োপযোগী চিকিৎসা শিশুদের শক্তিক্ষয় এবং পুষ্টিজনিত খামতি—দুই-ই কমাতে পারে। কাজেই, স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসার গত চার দশকে স্কুলে ভর্তির বয়স হয়নি এমন নিতান্ত শিশুদের অপুষ্টি সংক্রান্ত সমস্যা বেশ কিছুটা যে কমিয়েছে তা উল্লেখ করতেই হয়।

চিত্র-৩
নিতান্ত শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি (NFHS-2, 3, 4 ও RSOC)

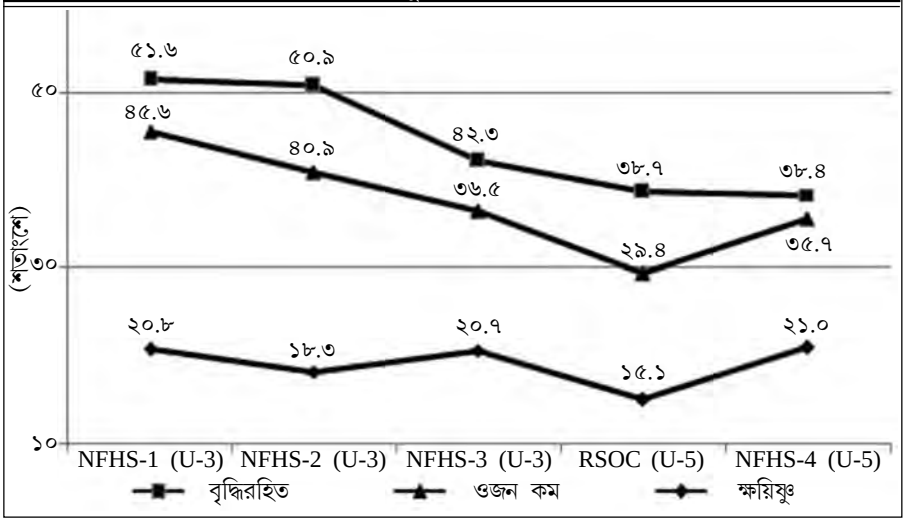

চিত্র-৪
শিশুমৃত্যুর হার (IMR ও U-5MR)

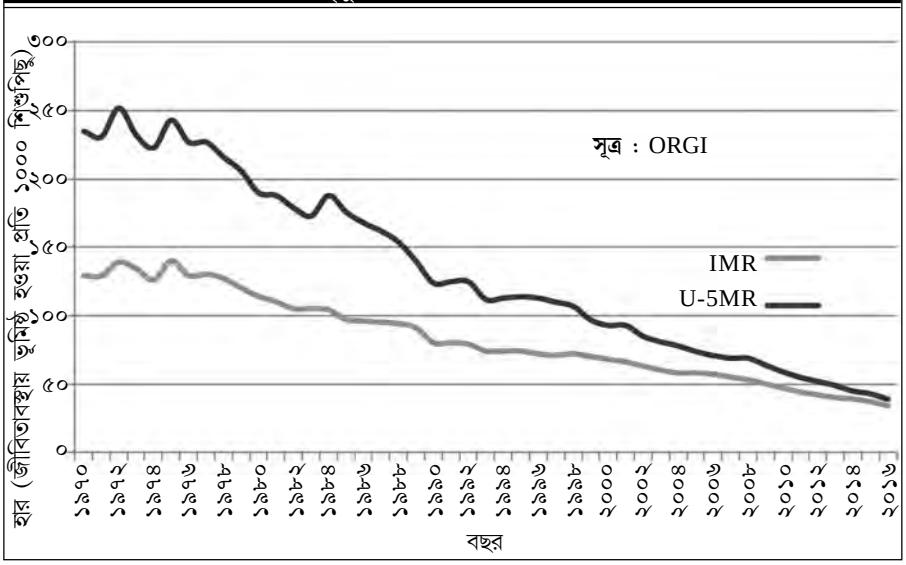

তিনটি বিষয়কে বিবেচনায় রেখে। উচ্চতা, ওজন এবং ওজন ও উচ্চতার অনুপাত বা Body Mass Index (BMI)। এই BMI প্রাপ্তবয়স্কদের পুষ্টিবিধানের পরিমাপের সূচক হিসেবে অনেকদিন ধরেই স্বীকৃত। কিন্তু শিশুদের ক্ষেত্রে BMI সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিমাপক ২০০৬ (০-৫ বছর) এবং ২০০৭ (৫-১৮ বছর) এই দুই বছরের জন্যই শুধু পাওয়া গেছে। এই পরিমাপকের নিরিখে NFHS-4-এ প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে দেখলে ৫ বছরের কমবয়সি শিশুদের মাত্র ১৮.৪ শতাংশ অপুষ্টির শিকার হিসেবে চিহ্নিত হয়। আর ২.৬ শতাংশ অতিপুষ্টির সমস্যায় আক্রান্ত (চিত্র-৫ দ্রষ্টব্য)। এদেশের বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, অতিপুষ্টির সমস্যায় আক্রান্ত ৫ বছরের কমবয়সি শিশুরা তাদের শৈশব এবং কৈশোরে মেদবহুলতায় ভোগে। প্রাপ্তবয়সে তাদের উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা (hypertension) বা মধুমেহ (ডায়াবেটিস) দেখা দেওয়ার প্রবণতা খুবই বেশি। আজকের দিনেও, এদেশে শিশুদের পুষ্টিবিধান সংক্রান্ত পর্যালোচনায় BMI-এর প্রয়োগ এবং প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে সচেতনতা সেভাবে গড়ে ওঠেনি। উচ্চতা এবং ওজনের নিরিখে BMI-এর সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় পুষ্টিবিধান সংক্রান্ত নির্দেশিকা চিত্র-৬, চিত্র-৭ এবং চিত্র-৮-এর মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

চিত্র-৫
শিশুদের মধ্যে BMI-এর নিরিখে পুষ্টিবিধান সংক্রান্ত পর্যালোচনা (NFHS-4)

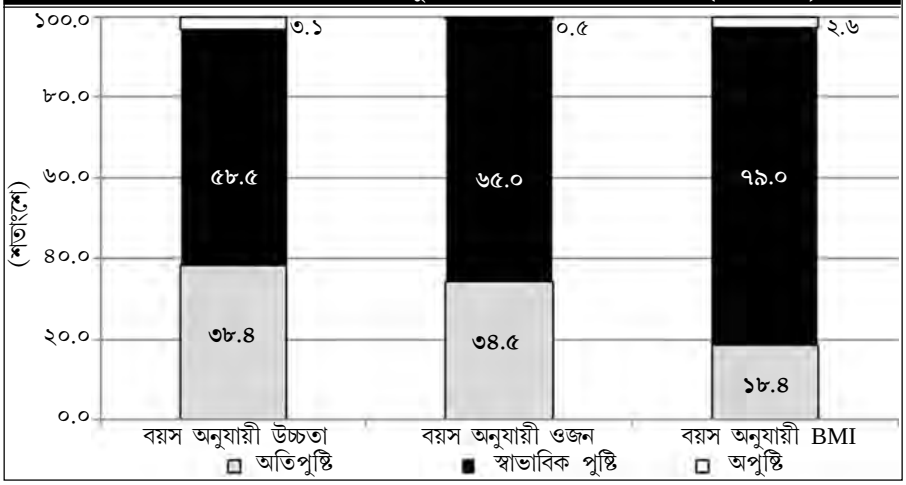

প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে শৈশবে প্রয়োজনীয় পুষ্টির সংস্থান

ভারতের শিশুরা সাধারণভাবে নাতিদীর্ঘ এবং জন্মের সময় থেকেই তাদের ওজন থাকে কম। আসলে জন্মের সময় ওজন কম হলে পরবর্তীকালে দৈহিক বৃদ্ধির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য। এইসব শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি কৈশোরেও কম হয়। এজন্যই দেশের শিশুদের অর্ধেকই স্বাভাবিক বৃদ্ধিরহিত বা 'Stunted' বর্গে পড়ে যায়। পুষ্টিবিধানের প্রশ্নে কোন দেশ কতটা এগিয়েছে তা নির্ণয় করা হয় মূলত

শিশুদের মধ্যে বয়স অনুযায়ী BMI-এর সাপেক্ষে নির্দেশিকা

চিত্র-৬

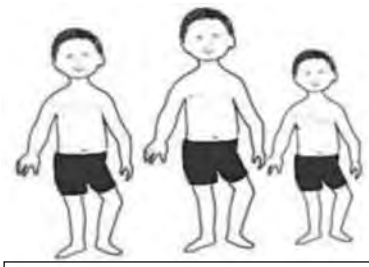

স্বাভাবিক BMI—বাড়তি পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই

চিত্র-৭

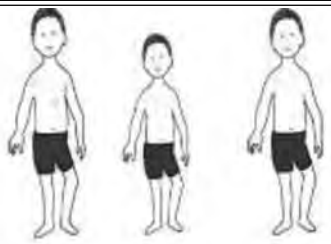

কম BMI (রোগা)—খোরাকি বাড়িয়ে সংক্রমণ কমাতে হবে

চিত্র-৮

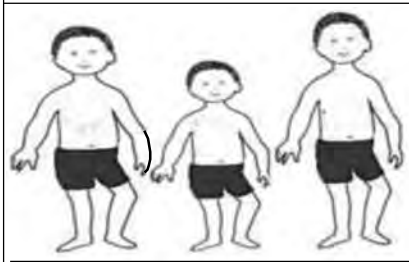

বেশি BMI (মোটা)—বাড়াতে হবে শারীরিক সচলতা

চিত্র-৯
পুরুষদের মধ্যে অতিপুষ্টি (NNMB সমীক্ষা)

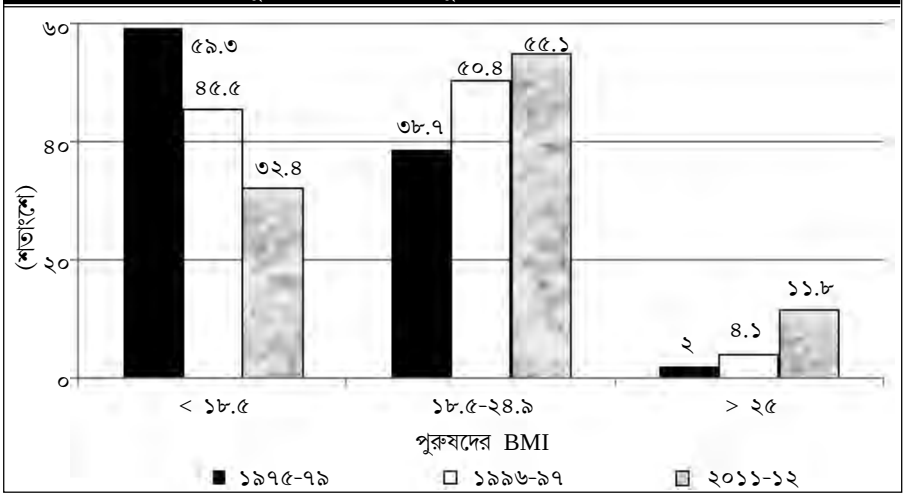

ভিটামিনের অভাবজনিত অন্ধত্ব নিবারণ

গত শতকের ষাটের দশকে দেশের দরিদ্র পরিবারগুলির সামনে খাদ্যসংক্রান্ত নিরাপত্তার অভাব এবং বুভুক্ষার সমস্যা অত্যন্ত প্রকট ছিল। পুষ্টিকর খাবার সেভাবে না জোটায় শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির সমস্যা ছিল অত্যন্ত তীব্র। ভিটামিন এ-জনিত অপ্রতুলতায় ভোগা ছিল খুবই সাধারণ এক ব্যাপার। বড়ো পরিবারগুলির শিশুরা প্রায়শই শ্বাস সংক্রমণ বা হামের মতো রোগে আক্রান্ত হ'ত। এসব রোগের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে তো ছিলই না, শহরেও তা ছিল অত্যন্ত নড়বড়ে। আগে থেকে অপুষ্টির শিকার শিশুরা হামের মতো রোগের কবলে পড়লে এবং তার যথাযথ চিকিৎসা না হলে 'Keratomalacia'-র মতো রোগ দেখা দিতে পারে। এদেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল খুবই বেশি। অনেকেই অপুষ্টিজনিত কারণে দৃষ্টিশক্তি হারাতেন। জাতীয় পুষ্টি-বিধান সংস্থা বা 'National Institute of Nutrition'-এর সমীক্ষায় দেখা গেছে ১ থেকে ৩ বছর বয়সি শিশুদের জন্য ৬ মাস অন্তর ভিটামিন-এ (২,০০,০০০ একক)-এর ব্যবস্থা করলে Xerophthalmia রোগের সম্ভাবনা ৮০ শতাংশ কমে যায়। সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হয় গত শতকের সত্তরের দশকে (১ থেকে ৫ বছরের শিশুদের ৬ মাস অন্তর Massive Dose Vitamin-A Supplementation বা দেশে MDVAS চালু করা হয়)। কিন্তু এই কর্মসূচির আওতায় আসে ১০ শতাংশেরও কম শিশু। যাই হোক, আশির দশকে Keratomalacia-এ আক্রান্তের সংখ্যা অনেক কমে যায়। পরের দশকে দেশের বড়ো হাসপাতালগুলি থেকে ভিটামিন এ-এর অভাবে দৃষ্টিশক্তি হারানোর কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

চিত্র-১০
মহিলাদের মধ্যে অতিপুষ্টি (NNMB সমীক্ষা)

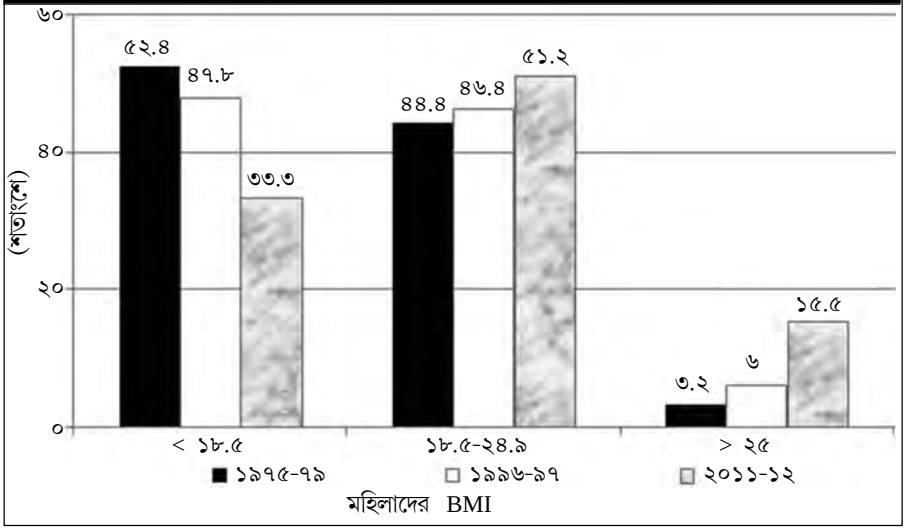

বড়ো মাপের সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুযায়ী, MDVAS-এর আওতায় থাকা শিশুর অনুপাত এখনও কম। কিন্তু গ্রাম ও শহরাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিকাঠামো এখন আগের তুলনায় বেশ কিছুটা ভালো। টিকাকরণ ও সংক্রামক রোগের চিকিৎসার সুযোগও বেড়েছে। পুষ্টিবিধানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে স্বাস্থ্য পরিষেবা কতটা সদ্‌র্থক ভূমিকা নিতে পারে তা Keratomalacia নির্মূল হওয়ার বিষয়টি থেকেই স্পষ্ট।

জনস্বাস্থ্যের উপর আয়োডিনযুক্ত লবণের প্রভাব

গত শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই আয়োডিনের অভাবজনিত কারণে শারীরিক অসুস্থতার (IDD) বিষয়টি দেশের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বড়ো সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। এই সমস্যাটির চরিত্র একুট আলাদা। জল, মাটি কিংবা খাবারদাবারে পর্যাপ্ত আয়োডিনের অভাব একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসরত সব মানুষের শরীর স্বাস্থ্যের উপরই প্রভাব ফেলতে পারে। এখানে নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ভূমিকা প্রাসঙ্গিক নয়। সন্তানসম্ভবা নারীদের শরীরে আয়োডিনের অভাব থেকে গর্ভপাত বা ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে পারে। তা না হলেও, ভূমিষ্ঠ শিশু শারীরিক বা মানসিক দিক থেকে সমস্যায় ভুগতে পারে। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে আয়োডিনের অভাব থাইরয়েডের সমস্যা ডেকে আনতে পারে। এসব রুখতে, সার্বিকভাবে লবণকে আয়োডিনযুক্ত করার উদ্যোগ বিশেষভাবে কার্যকর এক পন্থা। এবং তা ব্যয়বহুলও নয়।

আগে মনে করা হ'ত, আয়োডিনের অভাবজনিত শারীরিক সমস্যা বা IDD কেবলমাত্র দেশের হিমালয়সন্নিহিত অঞ্চলগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেসব অঞ্চলে এই সমস্যা বেশি, সেখানে আয়োডিনযুক্ত লবণের জোগান বাড়াতে ১৯৬২ সালে হাতে নেওয়া হয় 'National Goitre Control Programme'। পরের দুই দশকে একাধিক গবেষণা ও সমীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব অঞ্চলে আয়োডিনযুক্ত

চিত্র-১১
মহিলাদের পুষ্টিবিধান সংক্রান্ত অবস্থানে বয়সের প্রভাব

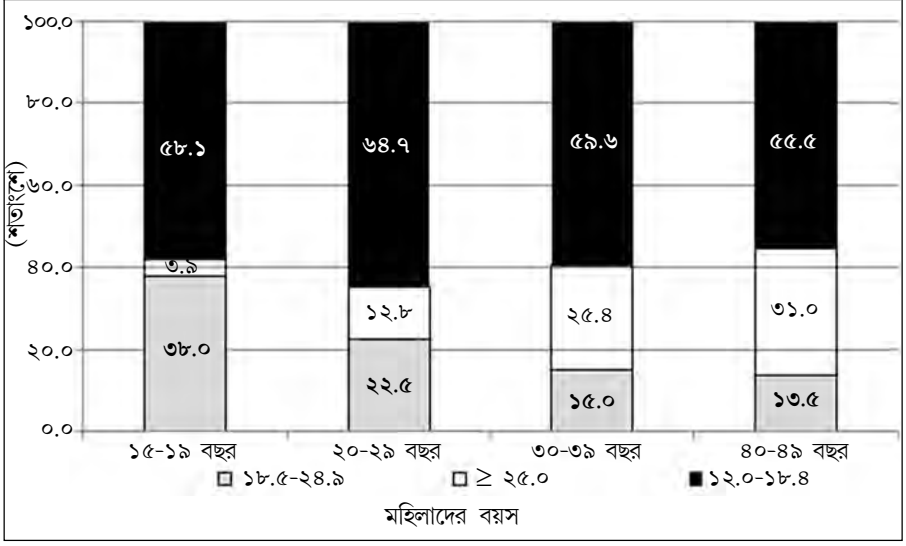

লবণের ব্যবহার বেড়েছে, সেখানে শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি বা মানসিক বিকাশ থমকে যাওয়ার প্রবণতা কম। ৬ থেকে ১২ বছরের শিশুদের মধ্যে থাইরয়েডের রোগের প্রকোপও কমের দিকে। আশির দশকে একাধিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতের সব রাজ্যেই IDD সমস্যাযুক্ত অঞ্চল রয়েছে। এরপর ১৯৯২ সালে চালু হয় জাতীয় আয়োডিন অভাবজনিত সমস্যা মোকাবিলা কর্মসূচি বা National Iodine Deficiency Disorders Control Programme (NIDDCP)। এর লক্ষ্য ছিল দেশের প্রতিটি পরিবারে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার নিশ্চিত করা। কিন্তু পরের পনেরো বছরেও যথোপযুক্ত আয়োডিনসমৃদ্ধ লবণ ব্যবহৃত হয় এমন পরিবারের সংখ্যা ৫০ শতাংশের নিচেই রয়ে গেল। এর কারণ দেশের উপকূল এলাকায় IDD সমস্যা কম থাকা এবং সেজন্য ওইসব এলাকার বাসিন্দাদের আয়োডিনসমৃদ্ধ লবণের গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাব। এরা কম দামের আয়োডিনবিযুক্ত লবণের ব্যবহারেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন। ২০০৭ সালে মানুষের ব্যবহার্য লবণ আয়োডিনযুক্ত হওয়া বাধ্যতামূলক বলে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়।

চিত্র-১২
সময়ের সাপেক্ষে মহিলাদের BMI (NFHS-2, 3 ও 4)

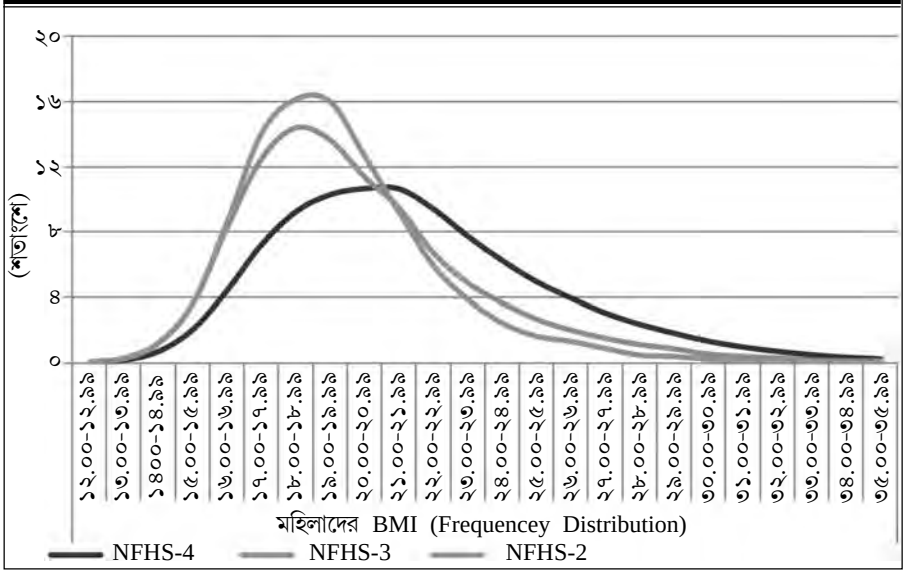

পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমে আয়োডিনযুক্ত লবণের গুণাগুণ সম্পর্কে শুরু হয় জোরদার প্রচার। তা ফলপ্রসূ হয় বিশেষভাবে। NHS-4-এ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালে দেশের ৯০ শতাংশ পরিবারেই আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার হচ্ছে বলে জানা যায়। লবণ আয়োডিনযুক্ত করার এই অভিযান দেশের মানুষের পুষ্টিবিধানের পাশাপাশি শিশুদের মানসিক বিকাশ কম হওয়া এবং IDD সম্পর্কিত শারীরিক সমস্যার মোকাবিলায় যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, তা অনস্বীকার্য।

প্রাপ্তবয়স্কদের পুষ্টিবিধান এবং স্বাস্থ্যসম্পর্কিত দ্বৈত সমস্যা

গত তিন দশকে মানুষের জীবনযাত্রায় যন্ত্রের ভূমিকা অনেক বেড়েছে। পরিবহণ, পেশা, গৃহস্থালির কাজ, সবক্ষেত্রেই একথা খাটে। ফলে কমে গেছে শারীরিক পরিশ্রম। এক জায়গায় বসে থেকে কাজ করতেই এখন অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ অভ্যস্ত। খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ কিছুটা কমেছে। কিন্তু, তা শারীরিক শ্রম লাঘবের জন্য খাদ্যগ্রহণ যতটা কমে যাওয়া উচিত ততটা নয়। ফলে চড়চড়িয়ে বাড়ছে অতিপুষ্টি ও মেদবহুলতার সমস্যা। জাতীয় পুষ্টিবিধান নজরদারি সংস্থা বা 'National Nutrition Monitoring Bureau' (NNMB)-র সমীক্ষা অনুযায়ী, গত চার দশকে পুরুষ এবং নারী, উভয়ের ক্ষেত্রেই অতিপুষ্টির সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। অতিপুষ্টির সমস্যা সবচেয়ে বেশি হারে বেড়ে যায় নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে ২০১২ সাল, এই সময়পর্বের মধ্যে (চিত্র-৯ এবং চিত্র-১০ দ্রষ্টব্য)। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে এই সমস্যা তীব্রতর। NFHS-4 থেকে জানা যাচ্ছে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অতিপুষ্টির সমস্যাও প্রবলতর হয় (চিত্র-১১ দ্রষ্টব্য)। মহিলাদের একটা বড়ো অংশ বিষয়টি সম্পর্কে উদাসীন। NCD সম্পর্কেও সচেতনতার অভাব রয়েছে অনেকটাই। স্থূলতা এবং মেদবহুলতার সমস্যা মোকাবিলায় পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে প্রত্যেকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে অতিপুষ্টি প্রতিরোধে তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া জরুরি।

অনেকেরই ধারণা, মহিলাদের ক্ষেত্রে BMI-এর পরিবর্তন অনেক কম। কিন্তু, আসলে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের ক্ষেত্রে BMI বেড়েছে। অতিপুষ্টিজনিত কারণে BMI বেশি এমন মহিলার অনুপাত বৃদ্ধি ঘটেছে (চিত্র-১২ দ্রষ্টব্য)। যাদের BMI ১৮.৫-এর কম, তাদের আরও পুষ্টি প্রয়োজন। যাদের পুষ্টি স্বাভাবিক তাদের আরও স্থূল হয়ে ওঠা ঠেকানো দরকার। দরকার শারীরিক সচলতা। প্রতিদিন অন্তত আধঘণ্টা হাঁটা বা শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়োজন। গণমাধ্যমে এবিষয়ে প্রচার দরকার।

সারসংক্ষেপ

অপুষ্টি, সংক্রমণ এবং প্রসূতি ও নবজাতকদের শারীরিক সমস্যার দ্রুত ও কার্যকর মোকাবিলা ভারতের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নীতি ও কর্মসূচির অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। এইসব সমস্যার বেশিরভাগই লক্ষণভিত্তিক এবং বহুল পরিচিত। অসুস্থ মানুষের জন্য চিকিৎসার সুব্যবস্থা হলে অপুষ্টি বা সংক্রমণের বিপদ আপনাআপনিই কমবে। কমে যাবে মৃত্যুর হার। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা তাই বলে।

বিগত দু'দশকে বরং অতিপুষ্টি এবং তার সঙ্গে জড়িত নানা ধরনের অসংক্রামক ব্যাধির সমস্যা মাথা চাড়া দিয়েছে। যেহেতু অতিপুষ্টির বিষয়টি প্রাত্যহিক জীবনযাপনে সরাসরি প্রভাব ফেলে না, সেজন্যই হয়তো এদেশের বেশিরভাগ মানুষ বিষয়টি নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন নন। তারা বুঝতে পারেন না যে, মেদবহুলতা অসংক্রামক নানা রোগের (NCD) আগমনবার্তা বয়ে আনে। এইসব রোগের লক্ষণ প্রথম দিকে ধরা পড়ে না। পরে জটিলতা বাড়লে তবেই মানুষ চিকিৎসার কথা ভাবেন। অসংক্রামক ব্যাধি বা NCD-র সমস্যা কমাতে জীবনচর্যায় পরিবর্তন প্রয়োজন। আগামী বছরগুলিতে অপুষ্টি এবং অতিপুষ্টি দু'টি সমস্যার মোকাবিলাতেই দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রকে দক্ষ হয়ে উঠতে হবে।

এক্ষেত্রে দেশের মানুষের পুষ্টিবিধান সংক্রান্ত চিত্রটির উপযুক্ত পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সাধারণভাবে, প্রতিটি মানুষের, বিশেষত শিশু, কিশোর-কিশোরী, অন্তস্বত্ত্বা, প্রসূতি এবং প্রবীণদের পুষ্টিবিধানের বিষয়টিতে নিয়মিত লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্র এখনও এজন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত নয়। কিন্তু যথাসম্ভব আগে রোগ নির্ণয়, প্রয়োজনীয় পরামর্শ, অপুষ্টির মোকাবিলা, সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠার আগে অসংক্রামক রোগের চিকিৎসা শুরু করা—এসবের জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। প্রাথমিকভাবে, কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

- মানুষজন যাতে তাদের বর্তমান জীবনচর্যায় স্বাভাবিক পুষ্টি বজায় রাখতে পারেন তা নিশ্চিত করা। তাদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পর্যালোচনা।
- অপুষ্ট বা অতিপুষ্টদের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া। তাদের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শদান। শারীরিক সচলতা। প্রয়োজনে এদের কাছে পুষ্টিকর আহার্য পৌঁছে দেওয়া। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ।
- অসুস্থদের পুষ্টি সংক্রান্ত সমস্যা খুঁজে বের করা। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পুষ্টিবিধান। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ।

পুষ্টিবিদ এবং চিকিৎসকরা অপুষ্টি, অতিপুষ্টি এবং তার সঙ্গে যুক্ত রোগের মোকাবিলায় সবচেয়ে বড়ো চলিকাশক্তি। স্বাস্থ্য এবং পুষ্টিবিধান সংক্রান্ত পরিষেবার মধ্যে সমন্বয় দেশের মানুষের স্বাস্থ্য ও প্রয়োজনীয় পুষ্টিবিধানের প্রশ্নে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

অনুপুষ্টি সংক্রান্ত অপুষ্টি : অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া

মিতালি পালধি

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাদ্য উৎপাদনকারী দেশ হওয়া সত্ত্বেও অপুষ্টিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যার নিরিখে বিশ্বে ভারতের স্থান বেশ ওপরের দিকে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি ও উন্নয়নের মান চোখে পড়ার মতো হলেও দেশকে যারা এগিয়ে নিয়ে যাবেন, অর্থাৎ আমজনতা, তাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সার্বিক বিকাশের যে ছবি বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে আসে, তা আমাদের আদপেই আশ্বস্ত করে না। সবুজ বিপ্লবের সুবাদে পর্যাপ্ত কৃষি উৎপাদন, গণবন্টন ব্যবস্থা, খাদ্য সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, নানা নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি জনগণের জন্য থাকলেও সামগ্রিকভাবে দেশের মানুষের পুষ্টির মান এখনও বেশ হতাশাজনক; বিশেষত, মহিলা ও শিশুদের মধ্যে।

সম্প্রতি প্রকাশিত হল 'Global Hunger Index' (GHI 2017)। প্রতিবেদনটি ১৩০ কোটি মানুষের দেশ ভারতের পক্ষে বেশ অস্বস্তিকর। ওয়াশিংটন ডি সি ভিত্তিক 'International Food Policy Research Institute'-এর তৈরি করা এই প্রতিবেদনে ১১৯-টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান শততম। যেখানে চিন ২৯, নেপাল ৭২, মায়ানমার ৭৭, শ্রীলঙ্কা ৮৪ এবং বাংলাদেশ ৮৮-তম স্থানে রয়েছে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাদ্য উৎপাদনকারী দেশ হওয়া সত্ত্বেও অপুষ্টিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যার নিরিখে বিশ্বে ভারতের স্থান বেশ ওপরের দিকে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি ও উন্নয়নের মান চোখে পড়ার মতো হলেও দেশকে যারা এগিয়ে নিয়ে যাবেন, অর্থাৎ আমজনতা, তাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সার্বিক বিকাশের যে ছবি বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে আসে, তা আমাদের আদপেই আশ্বস্ত করে না। সবুজ বিপ্লবের সুবাদে পর্যাপ্ত কৃষি উৎপাদন, গণবন্টন ব্যবস্থা, খাদ্য সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, নানা নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি জনগণের জন্য থাকলেও সামগ্রিকভাবে দেশের মানুষের পুষ্টির মান এখনও বেশ হতাশাজনক; বিশেষত, মহিলা ও শিশুদের মধ্যে। রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বা 'Food & Agricultural Organisation' (FAO)-এর প্রতিবেদনে (২০০৯) জানা গিয়েছিল, বিশ্বের প্রায় ২০০ কোটি মানুষ রাতে অভুক্ত অবস্থায় ঘুমোতে যান। আর এদের ৬০ শতাংশের বাস ভারত-সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে।

স্বাধীনতা পূববর্তী সময়ের মতো দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর এখন আমাদের কাছে স্মৃতিমাত্র। ভারতীয়দের গড় আয়ুষ্কাল বা 'Life Expectancy' এখন ৬৭.৯ বছর (Human Development & SRS, 2010-14) এবং গত পঞ্চাশ বছরে শিশুমৃত্যুর হারও কমে প্রায় অর্ধেক হয়েছে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের সাফল্য চমকপ্রদ। বিশ্বের বেশ কয়েকটি পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রের অন্যতম ভারত। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-ষষ্ঠাংশ মানুষের বাস ভারতে। অনুপুষ্টির অভাবে গোটা বিশ্বে যে ২০০ কোটি মানুষ ভুগছেন, তাদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের বাস এদেশে।

দেশে বিস্তৃত গণবণ্টন ব্যবস্থা ও খাদ্য সুরক্ষা আইনের সুবাদে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা অনেক মানুষই মোটামুটিভাবে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য পাচ্ছেন। কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। শুধু খাদ্যশস্যের জোগান পুষ্টি নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করে না। ক্যালরি আমরা পাই 'ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট', যেমন প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট থেকে। বর্তমানে অধিকাংশ ভারতীয়ের খাবারে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টের ঘাটতি কিছুটা কমলেও, যে সমস্যা আমাদের ভাবাচ্ছে, তা হল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস বা অনুপুষ্টির (ভিটামিন ও মিনারেল বা খনিজ পদার্থের) অভাব।

[লেখক পুষ্টিবিদ তথা National Vice-President, Indian Dietetic Association। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের আওতাধীন খাদ্য ও পুষ্টি পর্ষদের প্রাক্তন Grade-I Demonstration Officer। ই-মেল : palodhimitali@gmail.com]

সারণি-১
জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে বিভিন্ন অনুপুষ্টির অভাব ও জীবন চক্রে তার প্রভাব

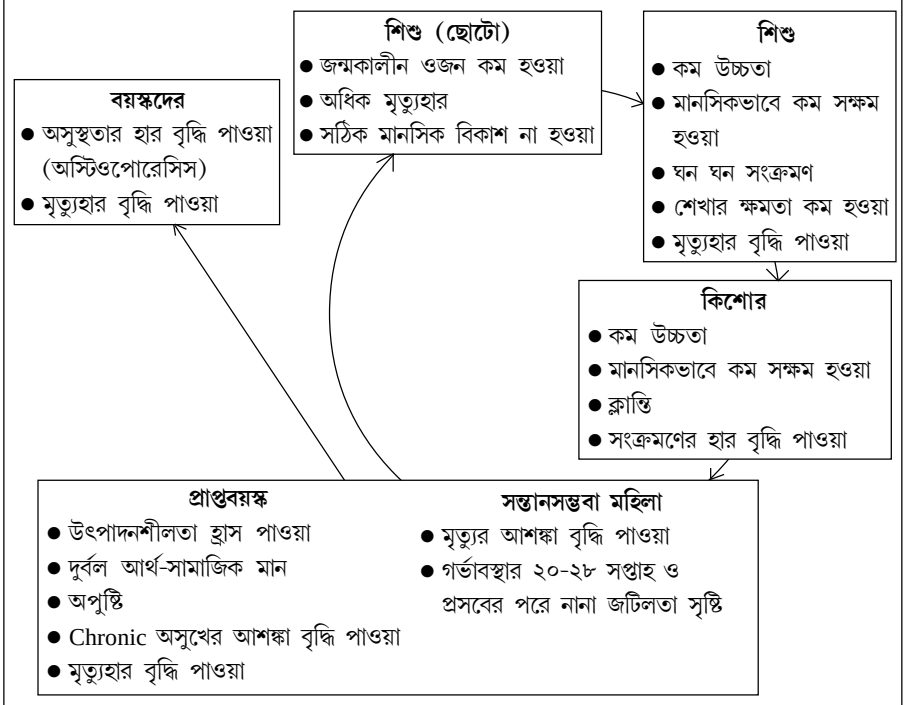

উৎস : ACC/SCN (2000) [Addressing the Challenge of Hidden Hunger]

এইসব মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস শরীরে নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কো-এনজাইম হিসাবে অংশ নেয়। প্রত্যক্ষভাবে শরীরে এনার্জি প্রোডাকশন বা ক্যালরি উৎপন্ন করতে না পারলেও, ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টগুলিকে তাদের কাজ সঠিকভাবে করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ, ভিটামিন ও মিনারেল বা অনুপুষ্টি উপাদান-গুলির অভাবে শরীরে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টগুলি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় না ও শরীরে সঠিক পুষ্টির প্রক্রিয়া ব্যহত হয়।

আমাদের শরীরে অনুপুষ্টি উপাদানগুলির প্রয়োজন হয় খুবই স্বল্প মাত্রায়। অর্থাৎ, মিলিগ্রাম, মাইক্রোগ্রাম বা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিটে। খাদ্যে অনুপুষ্টির অভাব হলে, শরীরে বিপাকীয় প্রক্রিয়া (metabolism) যেমন ব্যাহত হয়, তেমনই শরীরের 'defence mechanism' বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নানা রোগ সংক্রামণের আশঙ্কা বাড়ে। তার অর্থ, সঠিক পুষ্টি পেতে হলে খাদ্য সুষম হতে হবে, তাতে প্রতিটি ব্যক্তির শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস যেমন থাকবে, তেমনই থাকবে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টসও। সমস্যা হচ্ছে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস বা অনুপুষ্টির অভাবের বিষয়টি খুব সহজে ধরা পড়ে না। বিষয়টিকে পুষ্টি বিজ্ঞানীরা সুপ্ত ক্ষুধা বা "hidden hunger" বলে অভিহিত করেছেন। UNICEF-এর প্রাক্তন ডেপুটি এক্সিকিউটিভ, কুলচন্দ্র গৌতম এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "The hidden hunger due to micronutrient deficiency does not produce hunger as we know it. You might not feel it in the belly, but it strikes at the core of your health and intality." পৃথিবীর বহু দেশেই অনুপুষ্টির সমস্যা বা hidden hunger-কে জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে দেখা হয়। পুষ্টি সংক্রান্ত গবেষণায় দেখা গেছে, অনুপুষ্টির অভাব শুধু শারীরিক ক্ষতি করে তাই নয়, মানুষের উৎপাদনশীলতা, বৌদ্ধিক উৎকর্ষ ও কর্মক্ষমতার ওপরও বিরূপ প্রভাব ফেলে; তাতে কর্মদিবস নষ্ট হয়; পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। তাই পৃথিবী জুড়ে অপুষ্টির অভাবজনিত সমস্যা বা সুপ্ত ক্ষুধার সমস্যাকে পুষ্টিবিদরা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছেন। কারণ, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশই এর শিকার, বিশেষত মহিলা ও শিশুরা। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকের ২০১৬ সালের প্রতিবেদন জানাচ্ছে, ভারতের মোট জনসংখ্যার ৭০ ভাগই প্রতিদিন তাদের যে পরিমাণ অনুপুষ্টির প্রয়োজন, পান তার অর্ধেকেরও কম। সারা বিশ্বে যে প্রায় ২০০ কোটি মানুষ ভিটামিন ও মিনারেলস-এর বা অনুপুষ্টির অভাবে ভুগছেন, তাদের অর্ধেকই এদেশেই বাস করেন। সুতরাং খুব স্বাভাবিক ভাবে এদেশে অনুপুষ্টির অভাবজনিত অসুখগুলি; যেমন রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া, ভিটামিন 'এ'-র অভাবজনিত অসুখ, আয়োডিনের অভাবজনিত শারীরিক সমস্যার প্রকোপ যথেষ্ট বেশি। ভারতীয়দের খাবারে মূলত যেসব অনুপুষ্টির অভাব থাকে, তা হল, আয়রন বা লৌহ, ভিটামিন এ, ফোলিক অ্যাসিড, ভিটামিন বি-১২ ও ভিটামিন ডি।

এ তো গেল খাদ্যে অনুপুষ্টির অভাবের বিষয়। তবে খাদ্যে অনুপুষ্টির অভাব ছাড়াও আরও অনেকগুলি বিষয় আছে, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শরীরে অনুপুষ্টি গ্রহণ করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে; অর্থাৎ অনুপুষ্টিগুলি বিশেষ বিশেষ কারণে খাদ্যের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে পারে না বা শরীরে যাওয়ার পর সেগুলির সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় না। এই সব আনুষঙ্গিক বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পানীয় জল, পরজীবী সংক্রমণ, সঠিক স্যানিটেশন ব্যবস্থা, সঠিক রন্ধন পদ্ধতি, এরকম আরও অনেক কিছু। ভারতে যেসব অনুপুষ্টির অভাব প্রধানত দেখা যায় সেগুলিকে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে :

● **ভিটামিন এ** : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা 'ভিটামিন এ'-র অভাবজনিত (VAD) সমস্যা সম্বন্ধে জানিয়েছে যে, অনেক সময় "শরীরে ভিটামিন এ-এর অভাবজনিত লক্ষণ বা "Clinical Xeropthalmia" বা বাহ্যিক অন্য কোনও লক্ষণ দেখা না গেলেও শরীরে এর অভাবজনিত অন্যান্য সমস্যা দেখা যেতে পারে। খাদ্যে ভিটামিন এ ঘাটতি থাকলে

সারণি-২
রক্তাল্পতার ক্ষতিকারক পরিণতি

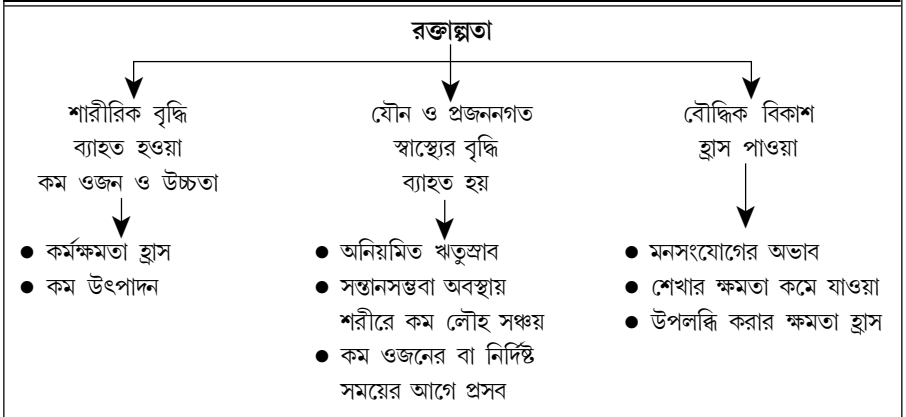

সূত্র : Guidinles for control of anaemia. পৃষ্ঠা সংখ্যা ১।

প্রথমেই লিভারে সঞ্চিত ভিটামিন এ নানা শারীরবৃত্তীয় কাজে লাগে। ভিটামিন এ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুপুষ্টি উপাদান, যা স্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সুস্থ চোখের জন্য ভিটামিন এ অতি জরুরি এবং কম আলোয় দেখার জন্য অতি প্রয়োজনীয়। শরীরে এর মাত্রা কমে গেলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ভিতরের Epithelial Cells বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে সংক্রমণ হতে পারে। ফলে, শ্বাসতন্ত্র, মহিলাদের প্রজননযন্ত্রে সংক্রমণ হয়; সন্তানসম্ভবা মহিলাদের ক্ষেত্রে মূত্রনালীতে সংক্রমণ (UTI) হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেহেতু ভিটামিন এ শরীরের immune system বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে; তাই এর অভাবে শরীরে নানা ধরনের সংক্রমণ দেখা দেয়।

যেমন ভাইরাল, প্যারাসাইটিক (পরজীবী) ও ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ; ডায়েরিয়া, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ (ARI), হাম ও যক্ষ্মা বা টিউবারকুলোসিস প্রভৃতি। এছাড়াও শরীরে রক্ত তৈরি করতেও সাহায্য করে ভিটামিন এ। বিভিন্ন Diet Survey-তে দেখা গেছে যে আমাদের দেশে ছোটো শিশু, কিশোরী ও সন্তানসম্ভবা মহিলারা তাদের খাদ্য থেকে দৈনিক প্রয়োজন অনুসারে ভিটামিন এ পান না। এদের মধ্যে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টের অভাব যেমন লক্ষিত হয়, তেমনই ভিটামিন এ ছাড়াও অন্যান্য অনুপুষ্টির অভাবও দেখা যায়। ভারতে অন্য অনেক অনুপুষ্টির অভাবের মতো ভিটামিন 'এ'-র অভাবও যথেষ্ট প্রকট।

ভিটামিন এ-এর clinical অভাবজনিত অসুখগুলি, বিশেষত চোখের বিটা স্পট, জেরোসিস ও অন্ধত্ব অনেকটা হলেও কমেছে; কিন্তু Sub-clinical ভিটামিন এ-র অভাব যথেষ্টই রয়েছে। ফলে, আপাতদৃষ্টিতে বাহ্যিক রোগলক্ষণ দেখা না গেলেও শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকার সমস্যা রয়েই যাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভিটামিন 'এ'-এর অভাবজনিত সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনা করে একে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছে। ভিটামিন এ-র অভাবজনিত কারণে অন্ধত্ব আগের তুলনায় হ্রাস পেলেও সামগ্রিকভাবে এর সমস্যা কমেনি। প্রধানত 'এখনও স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়নি' এমন শিশু, সন্তানসম্ভবা ও প্রসূতি মহিলারা এর শিকার। ভারতে 'এখনও স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়নি এমন' স্তরের ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ শিশু Sub-clinical 'ভিটামিন এ'-র অভাবে ভোগে।

● **আয়রন বা লৌহের অভাব জনিত রক্তাল্পতা** : অনুপুষ্টির সমস্যার মধ্যে যে সমস্যাটি আমাদের দেশের পক্ষে সব থেকে উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে তা হল অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা। এর প্রভাব শুধুমাত্র মানুষের শরীরের ওপরেই নয় দেশের উন্নয়নের ওপরেও পড়ে। ভারতে ১৫-৪৯ বছর বয়সের মহিলাদের ৫৩.১ শতাংশ, সন্তানসম্ভবা মহিলাদের ৫০.৩ শতাংশ, ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সের শিশুদের ৫৮.৪ শতাংশ ও ১৫ থেকে ৪৯ বছরের পুরুষদের ২২.৭ শতাংশ রক্তাল্পতায় ভুগছেন। (সূত্র : NFHS-4, 2015-16) অর্থাৎ, ভারতে প্রতি দ্বিতীয় শিশুটি রক্তালপতার শিকার।

আগে ধারণা ছিল, শুধুমাত্র অপেক্ষাকৃত কম উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের বা আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অনগ্রসর শ্রেণির মানুষজনের মধ্যেই রক্তাল্পতার প্রকোপ সব থেকে বেশি। বর্তমানে দেখা গেছে উন্নত দেশের মানুষেরাও এর প্রকোপ থেকে মুক্ত নন। যেকোনও বয়সেই রক্তাল্পতা দেখা যায়; তবে শিশু, কিশোরী ও মহিলাদের মধ্যে এর প্রকোপ সব থেকে বেশি। জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত যেসব সমস্যা আমাদের রীতিমতো সংকটের মুখে দাঁড় করিয়েছে এবং ভাবাচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হল, রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া। রক্তাল্পতার কারণগুলি বেশ জটিল এবং দীর্ঘদিন ধরে সন্তানসম্ভবা মহিলা, প্রসূতি মহিলা ও শিশুদের জন্য National Anaemia Control Programme বা জাতীয় রক্তাল্পতা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চালানো সত্ত্বেও এর প্রকোপ কমেনি। আমাদের শরীরে রক্ত তৈরি করতে যে পুষ্টি ও অনুপুষ্টি অপাদানগুলির প্রয়োজন হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রোটিন, লৌহ, ফোলিক অ্যাসিড (Folic Acid), ভিটামিন বি$_{১২}$, ভিটামিন সি ও আরও কিছু অনুপুষ্টি উপাদান। আমাদের দেশে প্রধানত খাদ্যে লৌহের অভাব, পাচন তন্ত্র বা Gastrointestinal Tract-এ খাদ্যের লৌহ শোষিত হওয়ার সমস্যা, শরীর থেকে নানা অসুখের জন্য লৌহ বেরিয়ে যাওয়া, পরজীবী সংক্রমণ, (যেমন কৃমি, ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট ও হ্যালিকোব্যাকটর পাইলোরি), শরীরে কম আয়রন বা লৌহের সঞ্চয় (শিশুদের ক্ষেত্রে) ও অতিরিক্ত লৌহের চাহিদা (সন্তানসম্ভবা/প্রসূতি অবস্থায়) এরকম অনেকগুলি কারণের জন্য রক্তাল্পতা হয়ে থাকে। রক্তাল্পতা শরীরে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে।

অ্যানিমিয়ার কারণে নানা রকম সমস্যা দেখা যায়, এনার্জি মেটাবলিজম বা বিপাক-ক্রিয়ার ওপরেও রক্তাল্পতার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। মানুষ অল্প পরিশ্রমে ক্লান্তিবোধ করে। কর্মক্ষমতাও কমে যায়। যার ফলে উৎপাদনশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবে দেশের

উৎপাদনশীলতার ওপরই রক্তাল্পতা বিরূপ প্রভাবে ফেলে। ফলে দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বিকাশ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। এছাড়া শরীরের immunity হ্রাস পাওয়ায় বার বার সংক্রমণও হয়ে থাকে। ভারতে রক্তাল্পতার কারণে মাতৃমৃত্যুর হার ও কম ওজনের শিশু (জন্মকালীন ওজন ২.৫০০ কেজির কম হওয়া) ভূমিষ্ঠ হওয়ার হার যথেষ্ট বেশি। মহিলাদের মধ্যে মাসিক ঋতুস্রাবের কারণে পুরুষদের তুলনায় রক্তাল্পতা বেশি হয়। সন্তানসম্ভবা অবস্থায় মহিলাদের শরীরে আয়রন বা লৌহের চাহিদা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়, কারণ গর্ভস্থ ভ্রূণের চাহিদা মাকেই জোগান দিতে হয়। সারা পৃথিবীতে যত মা মারা যান, তার ২০ শতাংশের বেশি রক্তাল্পতার কারণে। এছাড়াও আরও যে সমস্যা দেখা যায়, তা হল, প্রথমত, অ্যানিমিয়ার কারণে কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ায় রোজগার ও বাড়িতে খাদ্য সুরক্ষার বিষয়টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয়ত, গর্ভাবস্থায় তীব্র রক্তাল্পতার কারণে ভ্রূণের শরীরে অক্সিজেন কম পৌঁছায়; ফলে গর্ভে তার বৃদ্ধি কম হয়। ওজনও বাড়ে না; এমন কি মৃত্যুও হতে পারে।

● **আয়োডিন** : আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুপুষ্টি উপাদান হল আয়োডিন। আমাদের শরীরে থাইরয়েড গ্লান্ডের দু'টি হরমোন T_3 ও T_4 তৈরি করার অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হল আয়োডিন। যদিও মানুষের শরীরে খুবই কম মাত্রায় আয়োডিন প্রয়োজন হয়; শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশে, শক্তি বা Energy তৈরিতে, কার্বোহাইড্রেটের বিপাক প্রক্রিয়ায় আয়োডিন সক্রিয় ভূমিকা নেয়। আয়োডিনের অভাবে হাইপোথাইরয়েডের সমস্যা, শারীরিক ও মানসিক অসুবিধা, গর্ভপাত বা মৃত শিশুর জন্ম, গলগণ্ড (গয়টার), শিশুর জড়বুদ্ধি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সত্যি কথা বলতে জীবনের একেবারে শুরু থেকে Intrauterine Life বা মাতৃগর্ভ থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে আয়োডিনের প্রয়োজন হয়। মায়ের গর্ভাবস্থায় আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা থাকলে শিশুর শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এদের আই কিউ-ও ১০ থেকে ১৫ পয়েন্ট কম থাকে। আয়োডিনের অভাব হলেই যে সবসময় গলগণ্ড দেখা দেবে এমন নয়; তবে এর অভাবে শারীরিক দুর্বলতা, খসখসে শুকনো শুকনো চামড়ার সমস্যা হয় ও শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যেতে পারে। ৩২৫-টি জেলায় করা National Sample Survey-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২৬৩-টি জেলায় এর প্রকোপ খুব বেশি। ভারতে ৭ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ এই সমস্যায় ভুগছেন (Govt. of India, Annual Report 2010, M/o Health & Family Welfare)।

● **জিঙ্ক** : একটি অতি প্রয়োজনীয় অনুপুষ্টি উপাদান। শরীরে প্রয়োজনীয় প্রায় ৩০০-টি এনজাইম বা উৎসেচকের প্রয়োজনীয় উপাদান হল জিঙ্ক। শরীরে প্রোটিনের বিপাক প্রক্রিয়ায় অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করে থাকে তা। অগ্ন্যাশয় বা প্যানক্রিয়াস নিঃসৃত ইনসুলিন (যা রক্তে শর্করার সঠিক মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল জিঙ্ক। গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে জিঙ্কের অভাবে মাতৃগর্ভে শিশুর বৃদ্ধি কম হয়। সময়ের আগেই প্রসব ও কম ওজনের শিশু জন্মানোর আশঙ্কা থাকে। এবং সেই শিশু যে অপুষ্টিগ্রস্ত হবে তা বলাই বাহুল্য। জিঙ্কের অভাবে শিশুদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে। ক্ষতস্থান সারতে দেরি হয়, ক্ষিদে কম হয় ও জিভের স্বাদ গ্রন্থির সমস্যার কারণে খাদ্যের স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা কমে যায়। দেখা গেছে শরীরে জিঙ্ক কমে গেলে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়, বিশেষত আর্থিকভাবে দুর্বল দেশগুলিতে। একাদশ "International Symposium on Trace Element"-এ একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জিঙ্ক পরিপূরক হিসাবে খাদ্যের সঙ্গে ব্যবহার করে ডায়েরিয়া, নিমোনিয়ার মতো অসুখ কমানো যায়, এবং ৬৮ শতাংশ মৃত্যুহার কমানো যায় কম ওজনের শিশুদের ক্ষেত্রে (R.E. Black Zinc Deficiency, Infectious Disease and Mortality in the Developing World, Journal of Nutrition, 2003)।

এছাড়াও আরও কতগুলি ভিটামিনের সমস্যা আমাদের রীতিমতো ভাবাচ্ছে। এগুলি হল ভিটামিন B Complex Group-এর ফোলিক অ্যাসিড ও রাইবোফ্লাভিন। রক্ত তৈরিতে ফোলিক অ্যাসিডের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি এখন অনেকেই জানেন। ফোলিক অ্যাসিডের অভাবে রক্তের লোহিত কণিকার পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। এছাড়া Neural Tube-এর জন্মগত ত্রুটি দেখা যায়। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে ফোলিক অ্যাসিডের অভাব রক্তে Serum Homocysteine-এর মাত্রা বাড়ায় এবং এটি হৃদরোগের আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে। Modifiable ও Non-modifiable নানা ঝুঁকির কারণে এমনিতেই ভারতীয়দের মধ্যে হৃদরোগের আশঙ্কা বেশি, তার সঙ্গে ফোলিক অ্যাসিডের অভাব সেই আশঙ্কাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। (Micronutrient Security for India, Indian National Science Academy, April 2011)।

সত্যি কথা বলতে, ভারতের মতো দেশে যেখানে নানা ধরনের শাকসবজি, ফলমূল ও নানা পুষ্টিগুণে ভরপুর খাবার পাওয়া যায়, সেখানে খাদ্যে অনুপুষ্টির অভাব খুব সাধারণ ঘটনা নয়। আসলে আমাদের খাদ্যাভ্যাস, নানা খাবার সম্পর্কে ভুল ধারণা এসবই সঠিক পুষ্টি পাওয়ার পক্ষে প্রতিকূল অবস্থা তৈরি করে। Cereal-based diet, অর্থাৎ শস্য জাতীয় খাবার, যা আমাদের মূল খাদ্য— তা যথেষ্ট পরিমাণে Energy বা ক্যালরি জোগালেও অনুপুষ্টি উপাদান জোগাতে পারে না। তাছাড়া এতে প্রচুর ফাইটেট ও অক্সালেট জাতীয় উপাদান থাকায় অনেক অনুপুষ্টি উপাদান শরীরে শোষিত হতে বাধা পায়। বিজ্ঞানসম্মত রান্নার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জল, পরজীবী জীবাণু সংক্রমণ। ক্রয়ক্ষমতা, নানা ধর্মীয় অনুশাসন এসবই প্রভাব ফেলে খাদ্যাভ্যাসের ওপর।

অনুপুষ্টি সংশ্লিষ্ট অপুষ্টি ও অর্থনৈতিক ক্ষতি

পুষ্টি সংক্রান্ত সমস্যার ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে এর দরুন আমাদের মানবসম্পদের

সারণি-৩
রক্তাল্পতা চিহ্নিতকরণে রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা

বয়স	রক্তাল্পতা নেই	অল্প রক্তাল্পতা	মাঝারি রক্তাল্পতা	তীব্র/গুরুতর রক্তাল্পতা
৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সের শিশু	≥ –১১	১০–১০.৯	৭–৯.৯	<৭
শিশু (৫-১১ বছর)	≥ ১১.৫	১১–১১.৪	৮–১০.৯	<৮
কিশোর (১২-১৪ বছর)	≥ ১২.০	১১–১১.৯	৮–১০.৯	<৮
মহিলা (১৫ বছর বা তার বেশি)	≥ ১২.০	১১–১১.৯	৮–১০.৯	<৮
সন্তানসম্ভবা মহিলা	≥ ১১	১০–১০.৯	৭–৯.৯	<৭
পুরুষ	≥ ১৩	১১–১২.৯	৮–১০.৯	<৪

সূত্র : Haemoglobin concentration for the diagnosis of anaemia and assessment of severity, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

ও অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাপ করার চেষ্টা হয়েছে। Alexander J. Stein ও Matin Qaim তাদের নিবন্ধ "The Human and Economic Cost of Hidden Hunger"-এ এবিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের বিভিন্ন পরিসংখ্যানের উল্লেখ করেছেন। বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসাব অনুসারে, আয়রন বা লৌহের ঘাটতি, আয়োডিনের ঘাটতি ও ভিটামিন 'এ'-র ঘাটতির দরুন উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যে আর্থিক ক্ষতি হয়, তার পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP-র ৫ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। বিকাশশীল দেশগুলিকে বিভিন্ন রোগের দরুন সামগ্রিক ভাবে যে আর্থিক দায়ভার বহন করতে হয়, তার ২.৪ শতাংশ বহন করতে হয় লৌহের অভাবজনিত রক্তাল্পতা, আয়োডিনের ঘাটতি ও ভিটামিন 'এ'-র ঘাটতির জন্য (Murray & Lopez)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুসারে, মৃত্যুহার বেশি এমন দেশগুলিকে বিভিন্ন রোগ ও অসুখের কারণে যে দায়ভার বহন করতে হয় তার ৯ থেকে ১০ শতাংশের জন্যই দায়ি লৌহের ঘাটতিজনিত রক্তাল্পতা, 'ভিটামিন এ'-র ঘাটতি ও জিঙ্কের ঘাটতি।

অনুপুষ্টির ঘাটতি বাবদ ব্যয়ের পরিমাণকে চিহ্নিত করতে দু'টি প্রধান দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করা যেতে পারে। প্রথমটি অসুস্থতার দরুন ক্ষতি সংক্রান্ত সমীক্ষা—যাকে আর্থিক খরচ এবং কখনও কখনও শ্রমিকের উৎপাদন-শীলতার ক্ষতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। দ্বিতীয়টি, Disability Adjusted Life Years (DALY) ভিত্তিক হিসাব। এতে সমাজের কল্যাণ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হল বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে তা পরিমাপের চেষ্টা করা হয় এবং দৃষ্টি বা নজর দেওয়া হয় রোগ বাবদ দায়ভারের নিরিখে মানব সম্পদের ক্ষতির ওপর। Stein ও Qaim শুধু ভারতের "সুপ্ত ক্ষুধা" সংক্রান্ত মানবসম্পদ ও আর্থিক ক্ষতির হিসাব করেছেন। এই হিসাব দেখাচ্ছে লৌহ ঘাটতিজনিত রক্তাল্পতা এবং জিঙ্ক, 'ভিটামিন এ' ও আয়োডিন ঘাটতির জন্য ৯৩ লক্ষ DALY নষ্ট হয়। এটি ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP)-কে ০.৮ থেকে ২.৫ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দেয়। ২০১৪-এ ভারতের GDP-র ভিত্তিতে টাকার অঙ্কে এই ক্ষতির পরিমাণ ১ কোটি ৬৫ লক্ষ থেকে ৫ কোটি ১৭ লক্ষ মার্কিন ডলার। সব ধরনের অনুপুষ্টির ঘাটতির দরুন অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশকে উল্লেখযোগ্য আর্থিক ক্ষতিস্বীকার করতে হয় এবং অনুপুষ্টির এরকম ঘাটতির কারণে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP ০.৭-২ শতাংশ পর্যন্ত কম হতে পারে।

Micronutrient Initiative ও UNICEF (2008) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, অনুপুষ্টির ঘাটতির দরুন ভারতের GDP হ্রাস পেয়েছে ১ শতাংশ, এবং আফগানিস্তানে তা ২.৩ শতাংশ। ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ঘাটতির কারণে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং GDP ২-৩ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায় (বিশ্ব ব্যাঙ্ক, ২০০৬)। প্রতি বছর সারা বিশ্বে এই ক্ষতির মোট পরিমাণ ১.৪ লক্ষ কোটি থেকে ২.১ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার হতে পারে (FAO, ২০১৩)।

রক্তাল্পতার কথা বিশেষভাবে বলতে গেলে, এই সমস্যা শুধু মানুষের স্বাস্থ্যই নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপরেও বিরূপ প্রভাব ফেলে। রক্তাল্পতা বিশ্বে শারীরিক অক্ষমতার দ্বিতীয় প্রধান কারণ। প্রতি বছর পৃথিবীতে ১০ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ি এই রক্তাল্পতা। আর এইসব মৃত্যুর ৭৫ শতাংশই ঘটে আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের ক্রমবিন্যাস অনুসারে ১৫-৪৪ বছর বয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে লৌহের অভাবজনিত রক্তাল্পতার DALY সংশ্লিষ্ট ক্ষতির দ্বিতীয় প্রধান কারণ।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আয়রনের অভাবজনিত রক্তাল্পতা ব্যাপক শারীরিক ও বৌদ্ধিক ক্ষতিসাধন করে। এতে, প্রতি বছর GDP-র ক্ষতি ৪ শতাংশ বেশি; ফলত, ব্যাহত হয় সামাজিক ও আর্থিক বিকাশ। GDP-র শতাংশ হিসাবে দেখা হলে, ভারতে এই ক্ষতির পরিমাণ GDP-র ১.১৮ শতাংশ। মার্কিন ডলারের অঙ্কে দক্ষিণ এশিয়ায় এই ক্ষতির পরিমাণ চমকে ওঠার মতো। মিলিতভাবে ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের বার্ষিক এই ক্ষতি ৪২০ কোটি মার্কিন ডলার।

মানবসম্পদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের ওপর বিরূপ প্রভাবের পাশাপাশি অন্য একটি দিকও স্বাভাবিকভাবে উঠে আসে, তা হল পুষ্টির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে ভালো রকম return বা সুফল আমরা পাব। Copenhagen Expert Panel-এর বরাবরের অভিমত, পুষ্টির জন্য উদ্যোগ প্রকৃতপক্ষেই সাশ্রয় সূচক। ২০০৮-এ এই প্যানেল শিশুদের জন্য ভিটামিন ও জিঙ্ক পরিপূরক এবং লৌহ ও আয়োডিন ফর্টিফিকেশন ও বিভিন্ন বায়োফর্টিফিকেশনকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সেরা পাঁচটি বিনিয়োগের মধ্যে রেখেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, লবণে আয়োডিন যুক্ত করায় দেখা গেছে, এ বাবদ লগ্নি করার বিনিময়ে আমাদের লাভ ও উপকারের অঙ্ক ৮১

মার্কিন ডলার (Hoddinott, Rosegrant and Toreo—2012, adopted from "Addressing the Challenge of Hidden Hunger")। স্পষ্টতই, অনুপুষ্টির ঘাটতি দূর করতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগকে আপাতদৃষ্টিতে পরিমাণে খুব বেশি মনে হলেও এবাবদ বিনিয়োগ না করলে যে মূল্য আমাদের চোকাতে হবে তার পরিমাণ অনেক অনেক বেশি।

অনুপুষ্টির অভাব প্রতিরোধে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

সাধারণভাবে অনুপুষ্টির অভাবে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—অনুপুষ্টির পরিপূরণ (Supplementation), Food fortification Biofortification ও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন। তবে অনুপুষ্টির অভাবের গুরুত্ব বিবেচনা করে অনুপুষ্টির অভাব প্রতিরোধে বেশ কয়েকটি জাতীয় কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। অনুপুষ্টির পরিপূরণ করার মধ্যে আমাদের দেশে যেসমস্ত কর্মসূচি চলে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

● **Vitamin A Supplementation Programme :** ভারতে ১৯৭০ সাল থেকে "National Prophylaxis Programme against Nutritional Blindness" চালু করা হয়েছে শিশুদের মধ্যে ভিটামিন এ-র অভাবজনিত সমস্যা প্রতিরোধ করার জন্য। এতে প্রতিটি শিশুকে ICDS কেন্দ্রের মাধ্যমে ৯-টি ভিটামিন এ খোরাক দেওয়ায় ৯ মাস থেকে ৫ বছর বয়স অবধি। ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রালয় এই কর্মসূচিটি চালু করে। প্রথম ডোজটি দেওয়া হয় শিশুর ৯ মাস বয়সে ১০০,০০০IU এবং ৮-টি ডোজ দেওয়া হয় ৬ মাস অন্তর ২০০,০০০IU করে। দেখা গেছে, Vit A Prophylaxis কর্মসূচির জন্য আমাদের দেশে ভিটামিন এ-র অভাবজনিত অন্ধত্ব অনেকটাই কমানো সম্ভব হয়েছে।

● **জাতীয় রক্তাল্পতা পরিপূরণ কর্মসূচি (National Nutritional Anaemia Prophylaxis programme) :** রক্তাল্পতার গুরুত্ব ও এর বিপদের কথা বিবেচনা করে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রালয় এই কর্মসূচি শুরু করে ১৯৭০ সালে। এই কর্মসূচিতে দেশব্যাপী ৬ মাস থেকে ৫ বছরের শিশুদের আয়রন ফোলিক অ্যাসিড (IFA), সিরাপ/ট্যাবলেট; স্কুলে পড়ুয়া শিশুদের, কিশোরী কন্যা, সন্তানসম্ভবা মহিলা ও প্রসূতি মহিলাদের ১০০ দিনের জন্য আয়রন ও ফোলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট দেওয়া হয়। যদিও রক্তাল্পতা ও তদ্‌জনিত সমস্যা পুরোপুরি কমানো যায়নি; কিন্তু ২০১৫-১৬ সালের National Family Health Survey 4-এর প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, শিশুদের মধ্যে রক্তাল্পতার হার ৫৮.৪ শতাংশ, যা ২০০৫-০৬ সালের NFHS 3-তে ছিল ৬৯.৪ শতাংশ; ১৫-৪৯ বছরের মহিলাদের মধ্যে ৫৩.১ শতাংশ, যা আগে ছিল ৫৫.২ শতাংশ; সন্তানসম্ভবা মহিলাদের ৫০.৩ শতাংশ, NFHS 3-তে তা ছিল ৫৭.৯ শতাংশ এবং ১৫-৪৯ বছরের সমস্ত মহিলাদের মধ্যে ৫৩ শতাংশ, যা আগে ছিল ৫৫.৩ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে, দশ বছর ধরে অ্যানিমিয়া দূরীকরণ কর্মসূচি চালিয়ে যাবার পরেও আমরা অ্যানিমিয়াকে সেভাবে কমাতে পারিনি। ভারত সরকার National Iron Plus Initiative কর্মসূচি শুরু করেছে এবং সমস্যাটিকে "Life Cycle Approach" বা জীবনচক্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হচ্ছে।

● **National Iodine Deficiency Disorders Control Program :** অনুপুষ্টিজনিত অপুষ্টি প্রতিরোধে আরও একটি জাতীয় স্তরের কর্মসূচি এটি। আয়োডিনের অভাবজনিত গলগণ্ড অসুখ প্রতিরোধের জন্য, ১৯৬২ সালে ভারত সরকার জাতীয় গয়টার নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চালু করে (NGCP)। পরে ১৯৮৬ এবং ১৯৯২ সালে তা পুনর্গঠিত হয় এবং এখন তা National Iodine Deficiency Disorder Control Programme (NIDDCP) নামে পরিচিত। আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা প্রতিরোধে যেসব কার্যাকলাপ হাতে নেওয়া হয়েছে, তা হল সারাদেশে আয়োডিন fortified লবণ সরবরাহ করা। আয়োডিনযুক্ত লবণের প্রভাব সম্বন্ধে জানা। বিভিন্ন জেলায় জেলায় গলগণ্ডের প্রকোপ সমীক্ষা করে দেখা। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা। PFA Act অনুসারে লবণে আয়োডিনের মাত্রা নির্ধারিত করা হয়েছে উৎপাদন স্তরে ৩০ পার্টস পার মিলিয়ন (ppm) এবং ব্যবহারের পর্যায় ১৫ (ppm)। বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে যাতে এই লবণ সন্তানসম্ভবা মহিলা, শিশুদের, কিশোরী মেয়েদের কাছে পৌঁছায়। সম্প্রতি National Institute of Nutrition, হায়দ্রাবাদ-এর সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে Double Fortified লবণ, যা আয়রন বা লোহা ও আয়োডিনযুক্ত। অর্থাৎ এই লবণ রক্তাল্পতা ও আয়োডিনের অভাবজনিত অসুখ প্রতিরোধে সক্ষম। আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার সম্পর্কে মানুষের মধ্যে কিছুটা হলেও সচেতনতা এসেছে। NFHS 4 (2015-16)-র প্রতিবেদন দেখাচ্ছে, ৯৩.১ শতাংশ বাড়িতে আয়োডিন-যুক্ত লবণ ব্যবহৃত হচ্ছে যা আগের NFHS 3, ২০০৫-'০৬, অনুযায়ী ছিল ৭৬.১ শতাংশ। তবে এটা বিবেচনার বিষয় যে, মানুষ আয়োডিনযুক্ত লবণ কীভাবে ব্যবহার করছে, কীভাবে রাখছে, রান্নায় কখন দিচ্ছে—এরকম বেশ কিছু বিষয়ের জন্য তারতম্য হতে পারে, অনেকটাই।

দেখা গেছে, খোলা এবং স্বচ্ছ পাত্রে, আগুনের পাশে আয়োডিনযুক্ত লবণ রাখলে আয়োডিনের পরিমাণ কমে যায়। পাত্রের ঢাকা খুলে লবণ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

খাদ্য সমৃদ্ধকরণ (Food Fortification)

ভিটামিন ও মিনারেলস (অনুপুষ্টির) অপুষ্টি প্রতিরোধে Food Fortification সব থেকে কার্যকরী উপায়। Codex Alimentarius-এর মতে, খাদ্য সমৃদ্ধকরণ বা "Food Fortification" হল কোনও এক বা একের অধিক পুষ্টি উপাদান মিশ্রিত করা, যেসব পুষ্টি উপাদানগুলি যে খাদ্যে স্বাভাবিকভাবে থাকতেও পারে বা নাও

থাকতে পারে। ২০০৮ সালে Copenhagen Consensus-এ নোবেল পুরস্কারবিজয়ী বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, পৃথিবীর অপুষ্টিগ্রস্ত মানুষদের ৮০ শতাংশের জন্য আয়োডিনযুক্ত লবণ, "ভিটামিন এ" ক্যাপসুল, ও আয়রন সমৃদ্ধ ময়দার মাধ্যমে অনুপুষ্টি জোগাতে খরচ হবে ৩৪ কেজি ৭০ লক্ষ মার্কিন ডলার। এই লগ্নির সুবাদে যত মৃত্যু এড়ানো যাবে, যে পরিমাণ আয় বাড়ানো যাবে এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা বাবদ ব্যয় কমানো যাবে, তা থেকে পাওয়া যাবে ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার। Copenhagen Consensus-এ পরবর্তী পর্যায়গুলি অনুপুষ্টি জোগাচ্ছে এক কার্যকর উপায় হিসাবে Fortification বা সমৃদ্ধকরণের গুরুত্বের কথা বারবার উল্লেখ করেছে। এটি মানবসম্পদের বিকাশে অত্যন্ত সদর্থক অবদান জোগাবে একথা জোর দিয়েই বলা হয়েছে। বর্তমানে ভারতে অনুপুষ্টি জনিত অপুষ্টি প্রতিরোধে Fortification বা খাদ্য সমৃদ্ধকরণের বিষয়টির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। Food Safety Standard Authority of India (FSSAI)-এ বিষয়ে ব্যয়সাশ্রয়কারী পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০১৬-র অক্টোবরে Global Fortification Recommendations অনুযায়ী, বিভিন্ন খাদ্য, যেমন দুধ, আটা, চাল, তেল ও ডবল ফর্টিফায়েড লবণ উৎপাদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে নানা রাজ্য বিভিন্ন ডেয়ারি দুধে ভিটামিন 'এ' ও 'বি' মেশাতে শুরু করেছে। উত্তর ভারতে সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গেছে (Large Scale Food Fortification in India, October 2017, FSSAI) ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' সমৃদ্ধ দুধ শিশুদের নিয়মিত খাওয়ালে তাদের ডায়েরিয়া ১ শতাংশ, নিমোনিয়া ২৬ শতাংশ, জ্বর ৭ শতাংশ কম হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার (সমাজ কল্যাণ দপ্তর) ও Micronutrient Initiatives-এর উদ্যোগে দার্জিলিং-এ আয়রন বা লৌহ সমৃদ্ধ আটা (গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে) জোগান দিয়ে কিশোরী কন্যা, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, সন্তানসম্ভবা মহিলা ও প্রসূতি মহিলাদের মধ্যে রক্তাল্পতা কমানো গিয়েছে। এরকম বহু গবেষণাই জানাচ্ছে যে. পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ বিভিন্ন খাদ্যবস্তু, যা মানুষ প্রতিদিন খান, তা জোগান দিতে পারলে অনুপুষ্টির ঘাটতি কমানো যায়। তবে তার সঙ্গে আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ, যেমন কৃমি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ বা "Deworming", পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থা ইত্যাদি সুনিশ্চিত না করতে পারলে অপুষ্টি দূরীকরণ সম্ভব নয়।

খাদ্যনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি

● **খাদ্যাভাসে বৈচিত্র্য যোগ :** খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন অনুপুষ্টিজনিত অপুষ্টি প্রতিরোধে অনেকটাই সাহায্য করে। আমাদের দেশে বহু জানা-অজানা শাকসবজি, ফল পাওয়া যায়, যাতে নানা প্রয়োজনীয় অনুপুষ্টি উপাদান থাকে। কিন্তু এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণে বা বহু ভুল ধারণা থাকার জন্য মানুষ ওইসব শাকসবজি বা ফল খান না। শুধু শাকসবজি ও ফলই নয়, আমাদের দেশে বহু মিলেট (রাগী, জোয়ার, বাজরা) পাওয়া যায়, যা ক্যালসিয়াম, আয়রন সমৃদ্ধ এবং এর উৎপাদনও সহজ; কারণ রুক্ষ মাটিতে চাষ করা সম্ভব। উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে এই সমস্ত খাদ্যবস্তুর প্রক্রিয়াকরণ করা যেতে পারে এবং সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচিকে যেমন ICDS, Midday meal এসবে পরিপূরক আহার হিসাবে দেওয়া যেতে পারে।

রক্তাল্পতা ও অন্যান্য অনুপুষ্টিজনিত ধারাবাহিক সমস্যা দূরীকরণে অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্যগ্রহণ করা অতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এর জন্য প্রয়োজন অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন ও সঠিক পদ্ধতি বা প্রণালী মেনে খাদ্য তৈরি করা, যাতে পুষ্টিগুণ নষ্ট না হয়। দ্বিতীয়ত, খাদ্য বণ্টনের বিষয়টিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরিবারে যারা অসহায় অর্থাৎ শিশু, মহিলা ও বয়স্করা, তাদের পাত্রে সঠিক খাবার বণ্টন (Intrafamily Food Distribution)। সুতরাং এক্ষেত্রে খাদ্য উৎপাদনের বিষয়টির ওপরেও নজর দেওয়া দরকার। যেসব বিষয়ে জোর দেওয়া উচিত তা হল—জন্ম থেকে ৬ মাস পর্যন্ত শিশুকে "শুধুমাত্র মায়ের দুধ" খাওয়ানো যাতে মায়ের দুধ থেকে শিশু লৌহ ও ভিটামিন পায়; ৬ মাসের পর থেকে আয়রন সমৃদ্ধ পরিপূরক আহার দেওয়ার সঙ্গে স্থানীয়ভাবে লভ্য ফল ও শাকসবজি, যা শিশুর শরীরে লৌহ, ভিটামিন সি ও বিটাক্যারোটিন (Vit A)-এর জোগান দিতে পারে।

☐ স্থানীয়ভাবে লভ্য আমলকি, পেয়ারা, লেবু এসব খাওয়া যা ভিটামিন সি জোগাবে; সুতরাং খাদ্যের লৌহ সহজে শরীরে শোষিত হবে।

☐ অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ, এসব খাওয়া যাতে লৌহের সঙ্গে সঙ্গে ভিটামিন সি থাকে। অঙ্কুরিত করলে Phytates, Oxalates। এসবের পরিমাণ কমে যায় ফলে লৌহ সহজে শোষিত হয়।

☐ সম্ভব হলে বাড়িতে মুরগি/হাঁস পালন (গ্রামের দিকে) যাতে প্রাণীজ খাদ্য লভ্য হয়।

● **পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা :** এই বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। সর্বস্তরে পুষ্টি শিক্ষা সম্প্রসারিত করা একান্ত প্রয়োজন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রশাসক, পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারকদের ও পুষ্টি ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার।

২০১৭ সালে নীতি আয়োগ পুষ্টি সম্পর্কিত যে ৫ বছরের কর্মপন্থা তৈরি করেছে, তাতে ২০২২ সালের Vision রাখা হয়েছে "কুপোষণ মুক্ত ভারত", অর্থাৎ অপুষ্টি মুক্ত ভারত। এতে রক্তাল্পতা ১/৩ শতাংশ কমানোর এবং ৩ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের কম ওজন বিষয়টি প্রতি বছর ৩ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আগামী পাঁচ বছরের জন্য বেশ কিছু কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে চাই সবার সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ। তবে অর্থনৈতিকভাবে দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সমস্ত রকমের অপুষ্টি, তা ম্যাক্রো বা মাইক্রো যাই হোক না কেন, সেই খাতে বাজেট বরাদ্দ আরও বাড়াতে হবে। বাজেট বাড়াতে হবে শিক্ষা খাতে এ বিষয়ে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল রাজনৈতিক নেতাদের সদিচ্ছা।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পুষ্টি নিরাপত্তা : গণবণ্টন ব্যবস্থার ভূমিকা

পুল্লেইয়া ডুডেকুলা

পুষ্টির ঘাটতি আজও সবদেশে বড়ো মাপের এক সমস্যা। উদীয়মান বৃহৎ অর্থনীতিগুলির মধ্যে, এখন ভারতের বিকাশ হার সবচেয়ে বেশি। অপুষ্টি কিন্তু ভারতের সামনেও এক মস্ত বোঝা। পরিবারে আয় বাড়লেও, অপুষ্টির ভূত দিব্যি ঘাড়ে জাঁকিয়ে বসে আছে। বেশি ভুক্তভোগী আমাদের মায়েরা। টাকাকড়িটাই সব নয়, অনেক ক্ষেত্রে বদ খাদ্যাভাস্যের মাশুল গুণছি আমরা। এ লেখায় আছে, সমস্যার তত্ত্বতালাশ এবং সঙ্কট ঘোচানোর কিছু নিদান।

জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনের মূল লক্ষ্য, গণবণ্টন ব্যবস্থা বিস্তারের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা। অবশ্য, এর সুবাদে পুষ্টি নিরাপত্তায় কত দূর এগোনো যাবে, তা নির্ভর করছে সস্তায় মেলা খাদ্যশস্যের ব্যাপারে মানুষজন কতটা সাড়া দিচ্ছে তার উপর। পরিবারের ভোগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে, গণ বা সরকারি বণ্টন ব্যবস্থার (পিডিএস) ভরতুকির দু'টি সম্ভাবনা থাকে। পরিবারগুলি পর্যাপ্ত ক্যালরি ভোগ সুনিশ্চিত করা, খাবারের গুণমান বাড়ানো ও পরিবারের লোকদের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষায় অর্থব্যয়-সহ তাদের বিভিন্ন চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার নিয়ত চেষ্টা করে যায়। খাবারের রকমফেরের কদর বোঝা পরিবার, সস্তা খাদ্যশস্য কিনতে পেরে খরচ কমায়। বাঁচানো টাকায় ফল, দুধ এবং পারলে মাছ, মাংস, ডিমের মতো খাদ্য কিনতে পারে (আয় প্রভাব)। যেসব পরিবারে অন্যান্য ভোগের চাহিদা প্রবল, তারা ভরতুকিতে মেলা খাদ্যশস্য কিনে, সাশ্রয় হওয়া টাকাকড়ি সেইসব ভোগের চাহিদা মেটানোর পিছনে খরচ করতে পারে (পরিবর্ত বা বিকল্প প্রভাব)। কোন প্রভাবটি বেশি জোরালো তা নিয়ে তথ্যাদি জোগাড়ের দরকার।

বিশ্ব পুষ্টি প্রতিবেদন ২০১৭ অনুসারে, পুষ্টির উন্নতি ও সেইসঙ্গে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে গত ক'দশকে বিশ্ব উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও, পুষ্টি আজও সব দেশে বড়ো মাপের এক সমস্যা।

প্রতিবেদনটির মতে, অপুষ্টি ভারতের উপর এক মস্ত বোঝা। এদেশে বাচ্চা জন্ম দেওয়ার বয়সের (প্রজননক্ষম) মেয়েদের অর্ধেকের বেশি ভোগে অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতায়। ভারত সমেত ১৪০-টি দেশের হাল খতিয়ে দেখে, ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিন ধরনের অপুষ্টি সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। মা, শিশু ও কমবয়সিদের পুষ্টি এবং খাবারদাবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অসংক্রামক রোগবালাইয়ে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য দেশগুলির লক্ষ্যমাত্রা এবং তাদের অঙ্গীকার পূরণে যেসব দেশের সরকারের কাজকর্মের হদিশ রাখা এই প্রতিবেদনের আওতায় পড়ে। পুষ্টির সবরকম ঘাটতি ঘোচাতে, সরকার ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির কাজের বোঝা কিছুটা সহজ এবং হাল্কা করাই এর লক্ষ্য। বিশ্ব পুষ্টি প্রতিবেদনটি, ভারতের জাতীয় পুষ্টি রণকৌশলের অঙ্গ হিসেবে, পুষ্টি ঘাটতি ও স্থূলতা বা মুটিয়ে যাওয়ার জোড়া সমস্যা মোকাবিলার দিকে গুরুত্ব দিয়েছে।

ভারতে গণবণ্টন ব্যবস্থা

ভরতুকি দেওয়া দামে ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত, কোটি কোটি গরিব লোককে খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক জিনিস জোগানই, এই ব্যবস্থার কাজ। প্রায় লাখ পাঁচেক ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে, বছরে ৪০ হাজার কোটি টাকার বেশি পণ্য বণ্টন করা হয় ১৯ কোটির মতো পরিবারকে। বিশ্বে এধরনের বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে, ভারতেরটাই সম্ভবত বৃহত্তম। পিডিএস হল, গরিব মানুষের জন্য ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা

[লেখক শিক্ষক, শ্রীরামকৃষ্ণ ডিগ্রি কলেজ (স্বশাসিত), নানদিয়াল, কুর্নুল জেলা, অন্ধ্রপ্রদেশ।। ই-মেল : pullaiahapril20@gmail.com]

ব্যবস্থা। এর কেন্দ্রীয় দায়িত্ব ভারত সরকারের ক্রেতা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবণ্টন মন্ত্রকের। খাদ্যশস্য কেনা, মজুত, পরিবহণ ও রাজ্যগুলির বরাদ্দ ঠিক করা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত তা গ্রাহককে বণ্টনের ভার রাজ্য সরকারের। এই দোকানগুলিতে পাওয়া যায় চাল, গম, চিনি ও কেরোসিন-সহ বিভিন্ন জিনিস।

কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের অনুরোধক্রমে, পুষ্টি নিরাপত্তার সুষ্ঠু রূপায়ণে পিডিএসের ভূমিকা খতিয়ে দেখত আগেকার মূল্যায়ন কার্যালয়। এখন এ দায়িত্বে আছে উন্নয়ন নজরদারি ও মূল্যায়ন কার্যালয় (ডেভালপমেন্ট মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন অফিস)। উপকৃতদের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পিডিএস কতটা কার্যকর হচ্ছে, তার তত্ত্বতালাশ করাই এর লক্ষ্য। দানাশস্যের পাশাপাশি অন্যান্য খাদ্যশস্য, খাদ্য এবং খাদ্য-বহির্ভূত খাতে ব্যয়, খাদ্য বাবদ খরচ/ভোগের ধাঁচ ইত্যাদির উপর আয় পরিবর্তনের প্রভাব ইত্যাদিও খতিয়ে দেখা হয়।

গত দু'দশকে দেশে বিকাশ হার বেড়েছে অনেকটা। কমেছে গরিবি। অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে তাল রেখে, পুষ্টির ক্ষেত্রে কিন্তু ততটা উন্নতি হয়নি। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য অনুসারেও, ১৯৯৩-৯৪ এবং ২০১১-১২-এর মধ্যে গ্রাম ও শহর দু'ক্ষেত্রেই মাথাপিছু দানাশস্য ভোগ কমেছে। পিডিএস দেশের অন্যতম বড়ো খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি। গরিবদের জন্য অনেকটা ভরতুকি দিয়ে সস্তায় চাল-গম, চিনি, কেরোসিন সরবরাহ করে পুষ্টির ঘাটতি মেটানোই এর লক্ষ্য। স্বাধীনতার পর গোড়ার দিককার বছরগুলিতে খাদ্য ঘাটতির প্রেক্ষিতে, সবার জন্য এই কর্মসূচি শুরু হয়। শহরাঞ্চলের দিকে বেশি নজর দেওয়ায়, এই কর্মসূচির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার দরুন, পরে ১৯৯৭-এর জুনে কর্মসূচিটিকে আরও বেশি কার্যকর করার জন্য চালু হয় উদ্দীষ্ট গণবণ্টন ব্যবস্থা (টিপিডিএস)। খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির গড়মান (স্ট্যান্ডার্ড)-এর উন্নতির জন্য বেশ কম দামে গরিবদের খাদ্যশস্য জোগানই এর লক্ষ্য। পিডিএস সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার দিকে গুরুত্ব দিয়েছে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনও। ভরতুকি দিয়ে কম দামে গরিবদের খাদ্যশস্য জোগানোয় অপুষ্টি কমবে বলে আশা করা হয়। সেইসঙ্গে এর ফলে, কমবে কম ওজনের শিশুর সংখ্যা।

আয়, খাদ্য ও পুষ্টির ধাঁধা

দেশের পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য, আমরা অবশ্যই নির্ভর করি জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা ২০০৫-০৬-এর উপর (ইন্টার-ন্যাশনাল ইনসটিটিউট ফর পপুলেশন সায়েন্সেস অ্যান্ড ম্যাকরো ইন্টারন্যাশনাল, ২০০৭)। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা ১, ২ ও ৩, ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অব নিউট্রিশান (ন্যাশনাল নিউট্রিশান মনিটরিং ব্যুরো, ২০১২), ন্যাশনাল কাউন্সিল অব অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চ এবং মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, গরিবি কমলেও, কম ওজনের শিশুর অনুপাত কিন্তু কমেছে নেহাত সামান্য (থোরাট ও দেশাই, ২০১৬)।

জাতীয় নমুনা সমীক্ষা অনুসারে, এসময়ে গরিবি ক্রমাগত কমা সত্ত্বেও, দানাশস্য খাওয়ার পরিমাণ কমে যাওয়াটা এক মস্ত ধাঁধা। ক্যালরি ভোগের পরিমাণও কমেছে। ডিটন ও দ্রেঁজ (২০০৯) বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, বেশি রোজগেরে লোকদের মধ্যে এটা বেশি দেখা যায়। কম কায়িক খাটাখাটুনি ও সে কারণে কম ক্যালরির চাহিদা হয়তো এজন্য দায়ি।

উদ্দীষ্ট সরকারি বণ্টন ব্যবস্থা (টিডিপিএস)

এখন পিডিএস কার্ড (রেশন কার্ড) আছে অধিকাংশ পরিবারের। ২০০৪-০৫-এ কার্ড না থাকা পরিবার ছিল ১৯ শতাংশ। ২০১১-১২-এ তা কমে দাঁড়ায় ১৪ শতাংশ। কার্ড না পাওয়ার পিছনে, সবচেয়ে বড়ো কারণ আমলাতান্ত্রিক ঝুটঝামেলা। ২০০৪-০৫-এ বিপিএল বা অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা (এএওয়াই) কার্ডধারী পরিবার ছিল ৩৬ শতাংশ। তা ২০১১-১২-এ বেড়ে হয় ৪২ শতাংশ। মূলত অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কর্মসূচির পরিসর বাড়ানোর দৌলতে এটা সম্ভব হয়েছে। গরিবদের বিপিএল বা এএওয়াই কার্ড পাওয়ার কথা। এতে কিন্তু অনেক জল মিশেছে। তেন্ডুলকর কমিটির কথায়, বিপিএল কার্ডধারীদের মাত্র ২৯ শতাংশ গরিব। বাদবাকি ৭১ শতাংশ গরিব নয়। অন্যদিকে, এপিএল কার্ডধারীদের মধ্যে প্রায় ১৩ শতাংশ গরিব। ৮৭ শতাংশের অবস্থা সচ্ছল। অর্থাৎ, গরিব নয় এমন বহু মানুষ বিপিএল কার্ড পেয়েছে এবং কিছু গরিবের ভাগ্যে বিপিএল কার্ড জোটেনি।

টিডিপিএস-এর সাফল্য

ন্যায্য মূল্যের দোকান (রেশন দোকান) থেকে জিনিসপত্র কেনাকাটা করা পরিবারের সংখ্যা বেড়েছে ঢের। ২০০৪-০৫-এ রেশনের খাদ্যশস্য কিনেছিল প্রায় ২৭ শতাংশ পরিবার। ২০১১-১২-এ তা বেড়ে হয় ৫২.৩ শতাংশ। এই সময়কালে, সব বর্গের কার্ডধারীরাই গণবণ্টন ব্যবস্থার সুবিধা আগের চেয়ে বেশি সদ্ব্যবহার করেছে। প্রায় সব বিপিএল ও এএওয়াই কার্ডধারী রেশনের চাল-গম কিনেছে। এপিএল কার্ডধারীদের ৩২ শতাংশও এই চাল-গম নেয়। রেশনের চাল-

গম বিক্রি বাড়লেও, মোট খাদ্যশস্য বিক্রিতে কিন্তু পিডিএসের অংশভাক মোটামুটি একই আছে।

শুধু খাদ্যশস্য কেন, রেশনের কেরোসিন বিক্রিবাটাও বেড়েছে। ৭৯ শতাংশ কার্ডধারী রেশনের কেরোসিন কেনে। রান্নার জ্বালানি হিসেবে কেরোসিন ব্যবহারের পরিমাণ অবশ্য যৎসামান্য। কাঠকুটো, এলপিজি-র পাশাপাশি কেরোসিন জ্বালিয়ে রান্না সারে প্রায় ২৮ শতাংশ পরিবার।

গলদ কমানো

২০০৪-০৫ এবং ২০১১-১২-র মধ্যে পিডিএস-এ নাম বাদ পড়ার ক্ষেত্রে ভুলচুক কমানো গেলেও, নাম ঢোকানোর বেলায় কিন্তু ত্রুটিবিচ্যুতি বেড়েছে। এর কারণবশত, গরিবি কমা ও কার্ড বিলির সংখ্যা কিছু বাড়া, দু'ধরনের ভুলই অবশ্য এখনও ভূরিভূরি রয়ে গেছে। নাম তোলার বেলায় গলতি বেড়েছে সব অঞ্চলেই। দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে নাম ঢোকানোর ক্ষেত্রে গলদ সবচেয়ে বেশি। নাম কাটার বেলায় ভুল কমছে, তবে ভুলভালের বেশিরভাগটা হচ্ছে হতদরিদ্রদের ক্ষেত্রে।

টিডিপিএসের কার্যকারিতা বিশ্লেষণের উপায়

সকলের খাদ্য নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য টিডিপিএস সেরা পথ কিনা তা যাচাইয়ে, খাদ্যে ভরতুকির সুযোগ পাওয়া এবং না পাওয়া পরিবারগুলির মধ্যে তুলনা করে দেখাটা গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য এক্ষেত্রে পরিবারগুলির আয় সমান থাকা দরকার। তবে পরিবারের আয়পত্তরের বিষয়ে তেমন তথ্যাদির অভাবহেতু এটা বেশ কঠিন কথা। ভারত মানব উন্নয়ন সমীক্ষা ১ এবং ২-এ পারিবারিক আয় ও ভোগব্যয়ের কিছু তথ্য আছে। তা থেকে ভোগের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে দেখা সম্ভব।

খাইখরচায় বিপিএল/ এএওয়াই-এর ভূমিকা

উপরে বলা পদ্ধতি, বিপিএল ও এএওয়াই কার্ড পাওয়া এবং না পাওয়া পরিবারগুলির ভোগের ধরনধারণে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখিয়ে দেয়। একটা নির্দিষ্ট আয়ের স্তরে, এপিএল পরিবারগুলির তুলনায়, বিপিএল ও এএওয়াই পরিবারগুলি রেশন দোকান থেকে বেশি খাদ্যশস্য কেনে। বিপিএল ও এএওয়াই পরিবারগুলি ভরতুকিপ্রাপ্ত খাদ্যশস্য কেনার অধিকারী বলে এটা স্বাভাবিক। খোরাকি বাবদ খরচ, অন্যদের তুলনায় এসব পরিবারগুলির কম। বিপিএল ও এএওয়াই পরিবারগুলি দুধ-ঘি, ফলমূল, মাছমাংসের মতো দামি খাদ্যের চাইতে, সস্তার খাদ্যশস্য থেকে তাদের ক্যালরির প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করে। আয় বাড়তে থাকায়, এপিএল পরিবারগুলি একঘেয়ে ভাত-রুটির বদলে, তাদের খাবারদাবারে আনে রকমফের।

আয় কমা-বাড়ার ক্ষেত্রে খাইখরচে টিডিপিএসের ভূমিকা

আয় বাড়লে বা কমলে দু'ধরনের পরিবারের খাদ্য বাবদ খরচ ও খাদ্য ভোগ-এর মধ্যে ফারাক হয়। ভরতুকি দেওয়া খাদ্যশস্য মিলুক বা না মিলুক, টাকাকড়ির টানাটানিতে ভোগা পরিবারগুলিতে, খাইখরচ খুব একটা কমে না। তারা অন্য খরচাপাতিতে রাশ টেনে অবস্থা সামলায়। তবে রোজগার বাড়া পরিবারে খাদ্যের জন্য ব্যয় যায় বেড়ে। এথেকে মালুম করা যায়, খাওয়ার খরচ এক ঝঞ্ঝাটে ব্যাপার। বিপিএল বা এএওয়াই কার্ড থাকা পরিবারের তুলনায়, না থাকা পরিবার, আয় বেড়ে গেলে, খাদ্যের পিছনে বেশি খরচ করে। আয় বেশ বাড়লে, সব রকম পরিবারে খাদ্যশস্য বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পায়। বিপিএল বা এএওয়াই কার্ডহীন পরিবারগুলিতে এই ব্যয় বৃদ্ধি কার্ডধারীদের তুলনায় কম।

জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন, ২০১৩

মানুষকে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা দিতে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন তৈরি হয় ২০১৩ সালে। সসম্মানে জীবন কাটাতে, মানুষকে কম দামে, পর্যাপ্ত পরিমাণ ভালো মানের খাদ্য জোগান নিশ্চিত করা এর লক্ষ্য। এই আইন, টিডিপিএসের আওতায়, গ্রামাঞ্চলের ৭৫ শতাংশ ও শহরে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত মানুষকে ভরতুকি দেওয়া দামে খাদ্যশস্য পাওয়ার অধিকার দিয়েছে। অর্থাৎ, দেশের দু'-তৃতীয়াংশ মানুষ পায় ভরতুকিপ্রাপ্ত খাদ্যশস্য। বিপিএল কার্ডধারীরা মাসে মাথাপিছু ৫ কেজি চাল/গম/মোটাদানার শস্য পায় যথাক্রমে ৩/২/১ টাকা কেজি দামে। একেবারে গরিব এএওয়াই কার্ড পাওয়া পরিবারগুলির জন্য ওই একই দামে মেলে মাথাপিছু মাসিক ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য।

পিডিএসে কড়া নজরদারি চাই। গ্রাম-শহর যেখানেই থাকুক, গরিবের খিদের জ্বালা মেটাতে ও তাদের কাছে খাদ্যশস্য জোগানোর জন্য, কম খরচের উপায় বের করতে হবে। এজন্য স্মার্ট কার্ড, ফুড ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড, ফুড স্ট্যাম্প ও বিকেন্দ্রীভূত খাদ্যশস্য সংগ্রহের মতো উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা কাজে লাগানোর সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখা দরকার।

এই আলোচনায় ফুটে উঠেছে টিডিপিএসের এক জটিল ছবি। একদিকে, ভরতুকি দেওয়া খাদ্যশস্য কেনার মানুষের অনুপাত বাড়ছে, অর্থাৎ টিডিপিএসের আওতায় আসছে প্রায় সব মানুষ। পক্ষান্তরে, দানাশস্য ভোগ বাড়ায়, পরিবারগুলির খাবারদাবারে অসমতার এক বিপজ্জনক তাৎপর্যও আছে। এদেশে সংক্রামক রোগের দাপট কমছে। কিন্তু হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, মধুমেহ (ডায়াবিটিস) ও কর্কট (ক্যান্সার)-এর মতো অসংক্রামক রোগ থাবা বাড়াচ্ছে। এমত পরিস্থিতিতে, সুষম খাবার না খাওয়াটা এক গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশেই বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মধুমেহ রুগি। শুধু কি তাই, এরোগের প্রকোপ বেড়েই চলেছে। সাধে কি আর ভারতকে বলা হয়, "বিশ্বের ডায়াবিটিক রাজধানী"। কারখানায় তৈরি প্যাকেটে মোড়া খাবার ও রিফাইণ্ড খাদ্যশস্যের দিকে ঝোঁক বাড়াটা, এর কিছুটা কারণ হতে পারে। পরিবারের আয় বাড়লে, সাধারণ ডালভাত আর মুখে রোচে না। রাগি, জোয়ার, ভুট্টার মতো মোটাদানার অথচ বেশ পুষ্টিকর শস্য মনে করা হয় নিকৃষ্ট। এদের আর ঠাঁই জোটে না মানুষের খাবারের পাতে। বিশেষত মেয়েরা জীবনভর ভোগে পুষ্টির অভাবে। কম ওজন, রক্তাল্পতা, অনুপুষ্টির অভাব, চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়, মেয়েদের এই পুষ্টি ঘাটতি। এর ফলে, প্রসবের সময় বিপত্তির ঝুঁকি বাড়ে, জন্মের সময় শিশুর ওজন থাকে কম, মায়ের স্তনে পর্যাপ্ত দুধের অভাব থাকে, প্রসবের পর রক্তক্ষরণের দরুন মৃত্যু হয়, প্রসূতি ও তার শিশুসন্তান হামেশা রোগবালাইয়ে ভোগে।❑

GET YOUR CAREER SECURED WITH TOP GOVERNMENT JOBS

IAS / IPS

Best Faculties From Delhi & Allahabad

Attend our Free seminar & Know How to become a Civil Servant? & avail special Discount through Scholarship Test.

Optional Subjects Available:

Geography / History / Sociology / Anthropology.

Our Faculties

History:	Parampreet Sir
Polity:	Tanvi Mam
Geog:	D.Chandra Sir
Eco:	S.K Jha Sir
Current:	C. Shekhar Sir

IAS / WBCS
Separately
Test Series
20 Test for Prelims
20 Test for Mains

WBCS

Special Batch for WBCS Mains

History	Amit Sen Sir
Polity	Nandan Dutta Sir
Geog	Moumita Mam
Eco	Joytirmoy Nag Sir
Current	Sourajit Sir
English	Kumar Gaurav Sir
G.A	Vijay Ram Sir
Reasoning	Bijoy Sir & Kamlesh Sir
Maths	Sanjeev Sir

- ✓ General and Separate batches for various competitive examinations.
- ✓ Batches completed on time.
- ✓ Doubt clearing sessions by individuals.
- ✓ Best study material and printed assignment on important topics.
- ✓ Regular seminar and motivational session with field experts and selected candidates.
- ✓ Provision for clean, cool drinking water and AC classrooms.
- ✓ Use of online and offline Mock Tests
- ✓ Library facilities for studies.

THE INSTITUTE TICS
Where selection is passion
(A Unit OF TICS EDUWORLD LLP)

Call: 8478053333 / 03340644654

Email: info@ticsias.com Web: www.ticsias.com

HO.TICS: 90/6-A, M.G. Road YMCA Building 2nd Floor Near College Street Kol-07

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

খাদ্য সুরক্ষা থেকে পুষ্টি সুরক্ষার অভিমুখে যাত্রা

এম. এস. স্বামীনাথন

খাদ্য সুরক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন থেকে সরে এসে আমাদের বরং পুষ্টি সুরক্ষার দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। সুষম খাদ্য, নিরাপদ নির্মল পানীয় জল, সুষ্ঠু শৌচ ব্যবস্থা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ইত্যাদি যদি ভৌত, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভাবে নাগাল পাওয়ার মতো সুবিধাজনক জায়গায় মানুষজন থাকেন, তবেই তার পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে বলে আমি মনে করি। এটাই আমার কাছে পুষ্টি নিরাপত্তার সংজ্ঞা। এছাড়াও ওষুধপত্রের মাধ্যমে নয় সঠিক মাত্রার সুষম খাবারদাবার গ্রহণের মাধ্যমেই পুষ্টি সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব, এই দৃষ্টিভঙ্গির উপরও আমি জোর দিয়ে এসেছি চিরকাল।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর থেকে আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল খাদ্য সুরক্ষা অর্জন। ইংরেজ শাসনকালে বাংলার সেই কুখ্যাত মন্বন্তর আমাদের দুঃস্বপ্নে বার বার ফিরে এসে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, দেশের মানুষের ক্ষুধানিবৃত্তিকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। ২০১৩ সালের জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনে পুষ্টি সুরক্ষার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি মানুষ যাতে সসম্মানে জীবন কাটাতে পারেন, সেজন্য সুলভ মূল্যে সঠিক গুণমানের পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের জোগান সুনিশ্চিত করতে এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়। তবে শুধুমাত্র খাদ্য নয়, আইনটিতে মানুষের গোটা জীবনচক্রে পুষ্টি নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তাকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সমান গুরুত্ব দিয়ে।

কৃষি, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য, এই তিন ক্ষেত্রের মধ্যে সার্বিক সমন্বয়সাধন করে দেশের প্রত্যেক মানুষকে খাদ্য নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কীভাবে সম্ভব, বর্তমান নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই। এজন্য খাদ্য এবং খাদ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, এই উভয় ধরনের বিষয়গুলির ওপরেই সমানতালে মনোযোগ দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যসাধনে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে তা নিয়ে এবার আলোচনায় ঢুকছি।

খাদ্য সুরক্ষা থেকে পুষ্টি সুরক্ষায় নজর

১৯৬৮ সালে রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বা FAO-তে নিজের বক্তৃতায় তথা "Global Aspects of Food Production" শীর্ষক আমার লেখা বই, দুই জায়গাতেই জোর দিয়ে বলেছি যে, শুধু খাদ্য সুরক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন থেকে সরে এসে আমাদের বরং পুষ্টি সুরক্ষার দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। সুষম খাদ্য, নিরাপদ নির্মল পানীয় জল, সুষ্ঠু শৌচ ব্যবস্থা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ইত্যাদি যদি ভৌত, অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে নাগাল পাওয়ার মতো সুবিধাজনক জায়গায় মানুষজন থাকেন, তবেই তার পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে বলে আমি মনে করি। এটাই আমার কাছে পুষ্টি নিরাপত্তার সংজ্ঞা। এছাড়াও ওষুধপত্রের মাধ্যমে নয়, সঠিক মাত্রার সুষম খাবারদাবার গ্রহণের মাধ্যমেই পুষ্টি সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব, এই দৃষ্টিভঙ্গির উপরও আমি জোর দিয়ে এসেছি তখন থেকেই। তারপর দীর্ঘ ৩০ বছর কেটে গিয়েছে। আর এত বছর পর দেখছি যে, পুষ্টি সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। কৃষি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এই তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে কেমন পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে, তা সবিস্তারে পেশ করার এক পরিকল্পনা নিয়েছে এম এস স্বামীনাথন রিসার্চ ফাউন্ডেশন বা MSSRF।

পুষ্টি সুরক্ষার প্রশ্নে প্রথমেই নজর দিতে হবে খাদ্যের পর্যাপ্ত জোগান, প্রোটিনের ঘাটতি মেটানো এবং লোহা, আয়োডিন, দস্তা, ভিটামিন এ ইত্যাদির মতো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা অনুপুষ্টির অভাব পূরণের দিকে। পুষ্টিবিধানের লক্ষ্যে যে বিশেষ চাষাবাদ পদ্ধতি (Farming System for Nutrition

[লেখক প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, এম.এস. স্বামীনাথন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চেন্নাই। ই-মেল : swami@mssrf.res.in]

—FSN) আমি উদ্ভাবন করেছি, তাতে এই বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীল সম্পর্ক গড়ে তোলার এক ব্যবস্থাপত্রের নিদান রয়েছে। সর্বোপরি, Biofortified গাছপালার (biofortification হল এমন এক পদ্ধতি, যার সাহায্যে খাদ্যশস্যের পুষ্টিগুণ বা পুষ্টিমূল্য বাড়ানো হয়, কৃষিবিদ্যাগত জ্ঞান, প্রথাগত উদ্ভিদ প্রজনন জ্ঞান বা আধুনিক জৈবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে) জেনেটিক উদ্যানের এক বিশ্বজোড়া গ্রিড গড়ে তুলতে পারলে, তা সুপ্ত ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঘোষণায় আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াবে। অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ওষুধপত্র ছাড়া শুধুমাত্র সঠিক খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস কতখানি সামর্থ্য রাখে, তা স্পষ্ট করতে মহারাষ্ট্রের থানে, উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর, ওড়িশার কোরাপুট এবং তামিলনাড়ুর কিছু এলাকার মতো অপুষ্টিতে ধুঁকতে থাকা, দেশের কয়েকটি অঞ্চলকে বেছে নিয়ে হাতে কলমে দেখাতে চলেছে MSSRF।

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ

প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের ১ থেকে ৭ তারিখ, এই সপ্তাহটিকে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ হিসাবে পালন করা হয়। সে সময় প্রচারাভিযানের অঙ্গ হিসাবে মানুষের জীবনে অপুষ্টির নেতিবাচক প্রভাব সম্বন্ধে, বিশেষ করে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের প্রসঙ্গ টেনে, সচেতনতা গড়ে তোলা হলে একটা কাজের কাজ হয়। হাতে কলমে কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে Biofortified গাছপালার জেনেটিক উদ্যানের এক জাতীয় গ্রিড গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে। এতে করে কৃষিক্ষেত্রের সাহায্যে পুষ্টি সংক্রান্ত নানা মূল সমস্যার, বিশেষ করে গরিবেরা যার ভুক্তভোগী, সুরাহা হবে। জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ, আমাদের সামনে দেশের জনসাধারণের পুষ্টিগত মানোন্নয়নের জন্য কার্যকর কর্মসূচি চালু করার এক চমৎকার সুযোগ এনে দিয়েছে।

জাতীয় পুষ্টি মিশনকে সফল করে তুলতে

দেশের বহু এলাকাতেই অপুষ্টির থাবা এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে তার জেরে বহু শিশু বুদ্ধিবৃত্তিগত দিক থেকে প্রতিবন্ধকতার শিকার হচ্ছে। এর সুরাহায় সরকার জাতীয় পুষ্টি মিশন নামে এক কর্মসূচি অনুমোদন করেছে। এই মিশন খাতে তিন বছরের জন্য বাজেট ধরা হয়েছে ৯ হাজার কোটি টাকা। তবে জাতীয় পুষ্টি মিশনকে সফল করে তুলতে হলে নিছক আর একটি নতুন কর্মসূচি হিসাবে নয়, কর্মকাণ্ডের রূপরেখা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যে তা পরিচালিত করা যাবে মিশনের আকারে। পুষ্টি মিশনের আওতাধীন বিবিধ ক্ষেত্রগুলির মধ্যে যোগসূত্র বজায় রেখে কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মিশন অধিকর্তা হিসাবে যাকে নিয়োগ করা হবে, একদিকে যেমন তাকে পর্যাপ্ত কর্তৃত্ব দিয়ে হবে, পাশাপাশি তার দায়বদ্ধতাও স্থির করে দিতে হবে। এর আগে চালু করা মিশনগুলি যে সফল হয়ে ওঠেনি, তার কারণ, মিশন বলতে যা বোঝায়, সেই ধারণাকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগানো যায়নি। এখন জাতীয় পুষ্টি মিশনকে সফল করে তুলতে হলে কিছু বিষয়ের উপর অবশ্যই নজর দিতে হবে। যার মধ্যে অন্যতম :

- খাদ্য সুরক্ষা আইনের সংস্থানগুলির সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে অপুষ্টিজনিত সমস্যা কাটিয়ে উঠতে উদ্যোগী হতে হবে, এবং মানুষের খাদ্যাভাসে বৈচিত্র্য আনতে ধান ও গমের পাশাপাশি ভুট্টা, জোয়ার ও বাজরার মতো তথাকথিত অকুলীন খাদ্যশস্যকে যোগ করতে হবে।
- সব মানুষের খাবারের থালায় যাতে পর্যাপ্ত প্রোটিনের জোগান নিশ্চিত করা যায়, সেজন্য ডাল শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দুগ্ধজাত ও পোলট্রিজাত সামগ্রী খাওয়ার অভ্যাস বাড়াতে হবে।
- Biofortified গাছপালার জেনেটিক উদ্যান তৈরি করে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা অনুপুষ্টির অভাবজনিত অপুষ্টি থেকে উদ্ভূত সুপ্ত ক্ষুধার সমস্যা থেকে নিস্তারের উদ্যোগ নিতে হবে।
- শস্যের ফলন পরবর্তী ব্যবস্থাপনার মান উন্নত করে খাদ্যসামগ্রীর গুণমানের ও তা গ্রহণ করা যে মানুষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরাপদ, সেই সুনিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

এসব শর্ত পালন ছাড়াও মিশনের আওতায় নির্মল পানীয় জল, শৌচব্যবস্থা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং পুষ্টি সম্পর্কিত সাক্ষরতার প্রসারের সংস্থান রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে। এছাড়াও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যারা নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন, পুষ্টিগত সমস্যার সুরাহায় কৃষিব্যবস্থাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে তারা দড় হন। এদের জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাহায্যে নিয়ে প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা দরকার। পুষ্টি মিশন কর্মকাণ্ডের জন্য সুষ্ঠু নজরদারির ব্যবস্থাপত্র জরুরি, যাতে করে গৃহীত পদক্ষেপগুলির প্রতিটির কার্যকারিতা যাচাই করে দেখা যায়। অর্থাৎ, 'মিশন'—এই শব্দটি শুধু প্রকল্পের নামের সঙ্গে যুক্ত করলেই চলবে না, গুরুত্বপূর্ণ হল রূপায়ণের পন্থাপদ্ধতিতে সুষম

পুষ্টিবিধানের বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে তাকে সত্য করে তুলতে হবে।

জাতীয় পুষ্টি মিশন

চলতি বছরের ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এক জাতীয় পুষ্টি মিশনের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের ৬৪০-টি জেলার সব কয়টিকেই এর আওতায় আনা হয়েছে। জাতীয় পুষ্টি মিশনের অভীষ্ট লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করতে হলে পাঁচটি বিষয়ে যথাযথ নজর দিতে হবে।

১। ২০১৩ সালের জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনের বিভিন্ন সংস্থানের কার্যকর ব্যবহারের দৌলতে ক্যালোরির ঘাটতি মেটানো।

২। প্রোটিনের ক্ষুধা চাহিদা মেটাতে ডালশস্য, দুগ্ধজাত ও পোলট্রিজাত খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন এবং খাদ্যভ্যাসে তার ব্যবহার বাড়ানো।

৩। Biofortified গাছপালার জেনেটিক উদ্যান গড়ে তুলে এবং পুষ্টি কর্মসূচির জন্য চাষাবাদ ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়ে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস বা অনুপুষ্টির ঘাটতির জেরে তৈরি সুপ্ত ক্ষুধার সমস্যা মেটানো।

৪। নির্মল পানীয় জল, শৌচব্যবস্থা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার নাগাল প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করা।

৫। অপুষ্টি নির্মূলের কলা ও বিজ্ঞান আয়ত্ত করেছেন, জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধে শামিল করতে এমন এক ক্যাডার বাহিনী গড়ে তোলা।

উল্লিখিত এই পাঁচটি ক্ষেত্রের রূপায়ণে ক্রমাগত জোর দিয়ে গেলে জাতীয় পুষ্টি মিশনের অভীষ্ট লক্ষ্য আমরা অবশ্যই অর্জন করতে পারব।❑

তথ্যসূত্র :

১। Swaminathan, M.S. and S.K. Sinha (1985). *Global aspects of Food Production.* Tycooly International Publishing Company, Dublin.

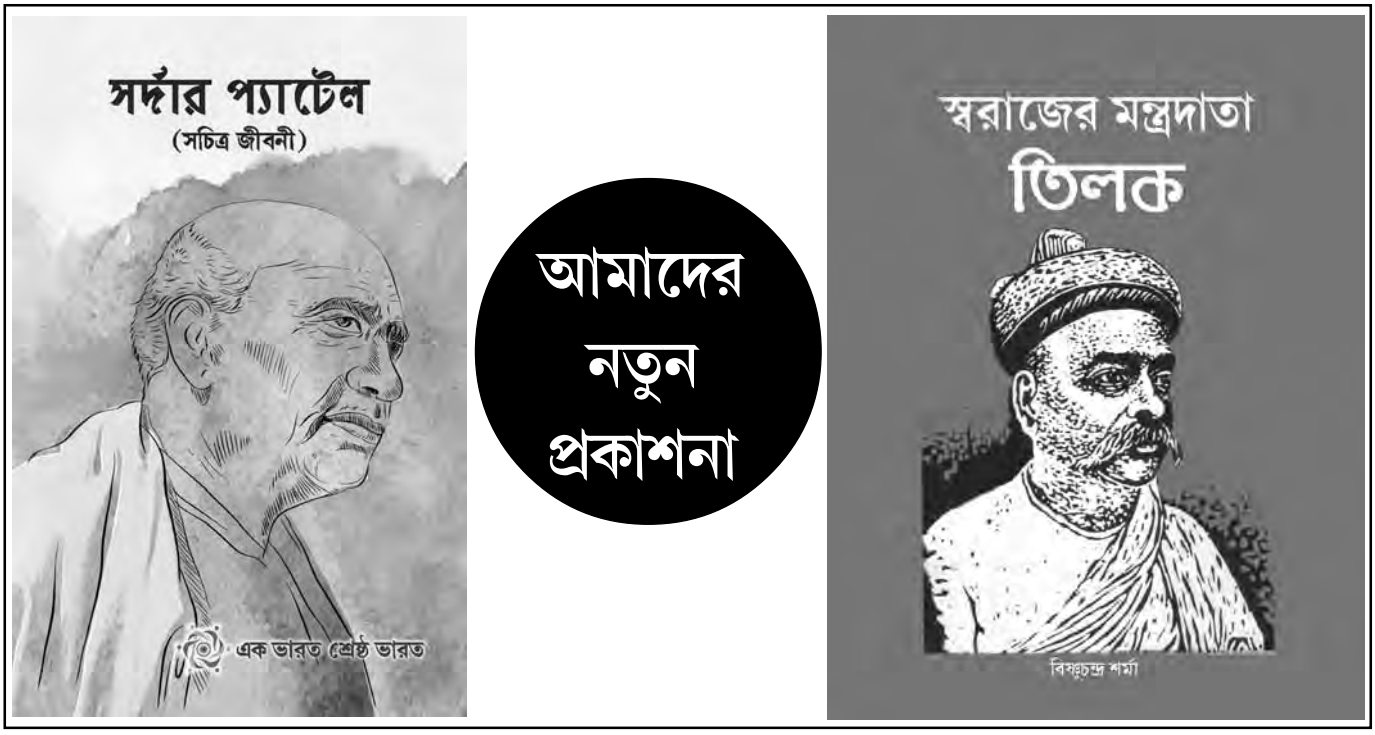

অপুষ্টি রোধে কী কী করণীয়?

শমিকা রবি

প্রসূতি মা ও শিশুদের অপুষ্টির চ্যালেঞ্জটি জাতীয় জনস্বাস্থ্যের নিরিখে উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। বিষয়টি এখন ক্ষমতাসীন সরকারের নীতিতে অগ্রাধিকার পাচ্ছে। ভারতে রয়েছে চার কোটিরও বেশি দৈহিকভাবে অপুষ্ট এবং ১ কোটি ৭০ লক্ষেরও বেশি শীর্ণতাকবলিত শিশু (অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর)। পুষ্টির ক্ষেত্রে দৈহিক গঠনানুসারী একাধিক মাপকাঠির ভিত্তিতে গত দশ বছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির আভাস থাকলেও এদেশে এখনও শিশু অপুষ্টির হার সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে। রাজ্যভেদে ব্যাপক তারতম্যের কারণে এই অসাম্য আরও যেন তীব্র হয়ে উঠেছে।

গত দুই দশকে ভারতের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে লক্ষণীয় উন্নতি ঘটলেও প্রসূতি মা ও শিশুদের অপুষ্টির চ্যালেঞ্জটি জাতীয় জনস্বাস্থ্যের নিরিখে উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। বিষয়টি এখন ক্ষমতাসীন সরকারের নীতিতে অগ্রাধিকার পাচ্ছে। ভারতে রয়েছে চার কোটিরও বেশি দৈহিকভাবে অপুষ্ট এবং ১ কোটি ৭০ লক্ষেরও বেশি শীর্ণতাকবলিত শিশু (অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর)। পুষ্টির ক্ষেত্রে দৈহিক গঠনানুসারী একাধিক মাপকাঠির ভিত্তিতে গত দশ বছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির আভাস থাকলেও এদেশে এখনও শিশু অপুষ্টির হার সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে। রাজ্যভেদে ব্যাপক তারতম্যের কারণে এই অসাম্য আরও যেন তীব্র হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে ভারতীয় শিশু ও মায়েদের পুষ্টিগত অবস্থায় উন্নতি ঘটাতে হলে জোর দিতে হবে স্থানীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রগুলি-সহ মানবসম্পদ ক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণ বিনিয়োগ করার উপর।

প্রসঙ্গত, ইতোমধ্যেই ঘোষিত জাতীয় পুষ্টি মিশনের কথা উল্লেখ করতে হয়, যার গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম। এই মিশনের মধ্যবর্তিতায় আর্থিক সম্পদবিশিষ্ট একটি নোডাল এজেন্সি গঠিত হয়েছে, যা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি প্রকল্পগুলির মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করবে এবং এগুলিকে অতিরিক্ত আর্থিক সংস্থান দেবে। এছাড়াও আলোচ্য নিবন্ধে অপুষ্টির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযানের অঙ্গ হিসাবে আরও কয়েকটি নীতিগত সংস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

নীতি নির্ধারকদের অবশ্যই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা মনে রাখা দরকার। (১) সরাসরি পদক্ষেপ গ্রহণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত বা অপুষ্ট দৈহিক গঠনের হার মাত্র ২০ শতাংশ কমানো সম্ভব। অন্যদিকে, পরোক্ষ পদক্ষেপের দ্বারা (উদাহরণস্বরূপ, নির্মল জল ও নিকাশি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ) অবশিষ্ট ৮০ শতাংশ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। (২) প্রসূতি মায়েদের অপুষ্টির কারণেই দুই বছর বয়স অবধি অপুষ্ট শিশুদের ৫০ শতাংশই গর্ভাবস্থাতেই অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। গর্ভধারণের প্রথম ১ হাজার দিনে পুষ্টির ঘাটতি থাকলে একটি শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথে অপ্রতিরোধ্য বিপদ আসতে পারে। এই প্রেক্ষিতেই গর্ভধারণ থেকে শুরু হয়ে প্রসবোত্তর দুই বছর সময়পর্বে পুষ্টি জোগানোর গুরুত্ব অনেকখানি।

পুষ্টির কয়েকটি জরুরি মাপকাঠি

ভারতের অপুষ্টি সূচকগুলি বিশ্বে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছালেও বিগত শতকের নব্বই দশকের গোড়া থেকে অবস্থা কিছুটা হলেও পালটাচ্ছে। NFHS বা জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষার সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানগুলি অনেকটা উৎসাহব্যঞ্জক।

কেন্দ্রীয় আনুকূল্যে পরিচালিত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি প্রকল্পের বাজেট-বরাদ্দ বিগত দুই বছরে ছাঁটাই করা হয়েছে।

[লেখক প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য; Director of Research, Brookings India তথা Senior Fellow of Goverance Studies, Brookings Institution। ই-মেল : sravi@brookingsindia.org]

সারণি-১
শিশুদের পুষ্টিগত অবস্থা

সূচক	শতাংশ*
দৈহিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত শিশু (পাঁচ বছরের কম)	৩৮.৭
ক্ষয়িষ্ণু শিশু (পাঁচ বছরের কম)	১৫.১
কম ওজনের শিশু (পাঁচ বছরের কম)	২৯.৪
রক্তাল্পতা আক্রান্ত শিশু (৬-৫৯ মাস)	৬৯.৫

সূত্র : Rapid Survey on Children (RSoC), 2014; [1]National Family Health Survey (NFHS-3), 2006.
অনুধাবনীয় : সংশ্লিষ্ট জনসংখ্যার শতাংশ*
এখানে লক্ষণীয় যে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা অনেক বেশি করে অপুষ্টির শিকার হন।

সারণি-২
মহিলা ও বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোরীদের পুষ্টিগত অবস্থা

সূচক	শতাংশ*
রক্তাল্পতায় আক্রান্ত প্রসূতি মহিলা (১৫-৪৯ বছর)	৫৮.৭
অপুষ্ট মহিলা (প্রজনন বয়ঃসীমার মধ্যে)	৩৩.৩
১৮ বছর হওয়ার আগেই বিবাহিত মহিলা (২০-২৪ বছর)	৩০.৩
গর্ভধারণের শুরুতে কম ওজনবিশিষ্ট ভারতীয় মহিলা	৪২.২

সূত্র : [1]National Family Health Survey (NFHS-3), 2006; [2]UNICEF, 2015; [3]Rapid Survey on Children (RSoC), 2014; [4]Coffey, 2014.
উল্লেখ্য : সংশ্লিষ্ট জনসংখ্যার শতাংশ*

সারণি-৩
পুষ্টি-নির্দিষ্ট পদক্ষেপ (আই.সি.ডি.এস. এবং এন.আর.এইচ.এম.[১])

সূচক	শতাংশ*
আই.সি.ডি.এস.-এর আওতায় সম্পূরক খাদ্য প্রাপ্ত মহিলা	৪০.৭
প্রসূতি মায়েরা (৩৬ মাস অবধি শিশুদের) যারা ৩+ প্রাক্‌প্রসব প্রাপ্ত	৬৩.৪
প্রাক্‌প্রসব চেকআপ বা স্বাস্থ্য পরীক্ষা	
পূর্ণ টিকাপ্রাপ্ত শিশু (১২-২৩ মাস)	৬৫.৩
অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র (এ.ডব্লিউ.সি.), যেগুলিতে বয়স্কদের ওজন মাপার যন্ত্র নেই	৪৮.৪

সূত্র : Rapid Survey on Children (RSoC), 2014.
উল্লেখ্য : সংশ্লিষ্ট জনসংখ্যার শতাংশ*

সারণি-৪
পুষ্টিগত অবস্থার ক্ষেত্রে রাজ্যভিত্তিক অসঙ্গতি

সূচক	গড় (শতাংশে)	শ্রেষ্ঠ অবস্থান	(শতাংশে)	সবচেয়ে খারাপ অবস্থান	(শতাংশে)
দৈহিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত শিশু (পাঁচ বছরের কম)	৩৮.৭	কেরালা	১৯.৪	উত্তরপ্রদেশ	৫০.৪
		গোয়া	২১.৩	বিহার	৪৯.৪
		তামিলনাড়ু	২৩.৩	ঝাড়খণ্ড	৪৭.৪
ক্ষয়িষ্ণু শিশু (পাঁচ বছরের কম)	১৫.১	সিকিম	৫.১	অন্ধ্রপ্রদেশ	১৯.০
		মণিপুর	৭.১	তামিলনাড়ু	১৯.০
		জম্মু ও কাশ্মীর	৭.১	গুজরাত	১৮.৭
কম ওজনবিশিষ্ট শিশু (পাঁচ বছরের কম)	২৯.৪	মণিপুর	১৪.১	ঝাড়খণ্ড	৪২.১
		মিজোরাম	১৪.৮	বিহার	৩৭.১
		জম্মু ও কাশ্মীর	১৫.৬	মধ্যপ্রদেশ	৩৬.১

সূত্র : Rapid Survey on Children (RSoC), 2014.
উল্লেখ্য : সংশ্লিষ্ট জনসংখ্যার শতাংশ*

ICDS বা সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ওই ছাঁটাই ২০১৫-১৬ সালের বরাদ্দ ১৫,৫০২ কোটি টাকা থেকে ২০১৬-১৭ সালে ১৪ হাজার কোটি টাকায় নেমে এসেছে। AWC বা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির অবকাশ রয়েছে (এগুলির প্রায় অর্ধেকের ওজন মাপার যন্ত্র নেই) এবং পাশাপাশি AWW বা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা টার্গেট গোষ্ঠীগুলিতে সম্পূরক পুষ্টি গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহিত করছে কিনা, তারও নজরদারি হওয়া আবশ্যক। বিদ্যালয়গুলিতে মিড-ডে-মিল প্রকল্প চালু করাকে সরকারের একটি সদর্থক পদক্ষেপ বলে মানতেই হয়। একাধিক ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রকল্পটির সার্থকতা প্রমাণিত হয়েছে। সর্বোপরি মিড-ডে-মিলের সংস্থান থাকায় বিদ্যালয় স্তরের শিশুদের শিক্ষাগত মানেরও উন্নতি হয়েছে।

বিদ্যমান নীতি কাঠামো

পুষ্টির ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদক্ষেপগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের আওতাধীন সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প বা ICDS এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন বা NHRM-এর কথা অবশ্যই উল্লেখ করতেই হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই দু'টি প্রকল্পেই গোষ্ঠী পর্যায়ের সংগঠনগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ICDS-এর আওতায় রয়েছে বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং সেগুলির কর্মীবৃন্দ। NHRM-এর আওতায় রয়েছে আশা বা Accredited Social Health Activists, যাদের কাজ হল প্রসূতি ও প্রসবোত্তর ল্যাকটেটিং মায়েদের এবং শিশুদের কাছে যাবতীয় ধরনের পুষ্টিগত সুযোগসুবিধা পৌঁছে দেওয়া।

প্রকল্পগুলির অনুপূরণের জন্য রয়েছে গণ-বণ্টন ব্যবস্থা। এর সাহায্যে দেশের দরিদ্র মানুষজনের এক বিরাট অংশ ভরতুকিপ্রাপ্ত হারে খাদ্যশস্য পেয়ে থাকেন। এছাড়া মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, গুজরাট ও কর্ণাটক এবং খুব সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডের মতো ছয়টিরও বেশি রাজ্যে ইতোমধ্যেই চালু হয়েছে

রাজ্য পুষ্টি মিশন। এখন একটি শিশুর জীবনের প্রথম এক হাজার দিনে সরাসরিভাবে যেসব সরকারি পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে তার এক রূপরেখা পাওয়া যাবে সারণি-৫-এ।

তিন বছর মেয়াদি ৯০৪৬.১৭ কোটি টাকার বাজেট সংস্থান-সহ জাতীয় পুষ্টি মিশনের কাজের সূত্রপাত ২০১৭-১৮ সালে। অপুষ্টি সমস্যার সমাধানকল্পে যাবতীয় প্রকল্পকে এই মিশনের অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়াও এতে একটি শক্তিশালী সমন্বয় ব্যবস্থা, ICT-ভিত্তিক তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, টার্গেট পূরণে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকাগুলিকে উৎসাহপ্রদান, তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের উৎসাহপ্রদান, AWW বা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ব্যবহৃত কাগুজে রেজিস্টারসমূহ বাতিল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বা AWC-গুলিতে শিশুদের উচ্চতা মাপার ব্যবস্থা, সামাজিক অডিট পদ্ধতি অনুসরণ, পুষ্টি সম্পর্ক কেন্দ্র গঠন, পুষ্টির গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে জড়িত করে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যবর্তিতায় গণ-আন্দোলন প্রসারণের সংস্থান রয়েছে। জাতীয় পুষ্টি মিশন একটি কেন্দ্রীয় নোডাল এজেন্সির ভূমিকা নেবে, যার সাহায্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি প্রকল্পগুলি সমন্বিত হবে এবং সেগুলি অতিরিক্ত তহবিল সম্পদের সুযোগ নিতে পারবে।

সারণি-৫
পুষ্টি-নির্দিষ্ট পদক্ষেপ (শিশুর জন্মের প্রথম ১ হাজার দিনে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক)

টার্গেট	প্রকল্প	গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ
গর্ভবতী ও প্রসবোত্তর মায়েরা	ICDS বা সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প	ICDS : সম্পূরক পুষ্টি এবং খাদ্যগ্রহণ, বিশ্রাম, মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শদান
	ইন্দিরা গান্ধী মাতৃত্ব সহযোগ যোজনা (IGMSY)	শর্তাধীন মাতৃত্বকালীন কল্যাণ
	প্রজননগত ও শিশু স্বাস্থ্য বা RCH (II) জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (NRHM) জননী সুরক্ষা যোজনা (JSY)	NRHM প্রাক্‌প্রসব পরিচর্যা, পরামর্শদান, আয়রন সম্পূরণ, টিকাকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের জন্য যাতায়াত ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, নগদ অর্থ প্রদান, প্রসবোত্তর পরিচর্যা, মাতৃদুগ্ধ ও পরিবার কল্যাণের উপকারিতা বিষয়ে পরামর্শদান
শিশু (০-৩ বছর)	ICDS বা সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প	ICDS : সম্পূরক পুষ্টি, দৈহিক গড় পর্যবেক্ষণ, শিশুযত্ন বিষয়ে মায়েদের স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান, দুগ্ধপোষ্য ও বাড়ন্ত শিশুদের পরিচর্যা সংক্রান্ত সহায়তা, প্রারম্ভিক শৈশবকে উদ্দীপিত করার জন্য বাড়িতে গিয়ে পরামর্শদান, অপুষ্ট ও অসুস্থ শিশুদের ক্ষেত্রে কী করতে হবে বা কোথায় নিয়ে যেতে হবে সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ
	RCH (II), NRHM	NRHM : বাড়িতে গিয়ে নবজাত শিশুর পরিচর্যা, টিকাকরণ, পুষ্টির জন্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সম্পূরণ, কৃমিনাশ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, শিশুরোগ ও তীব্র অপুষ্টির ক্ষেত্রে ব্যবস্থাগ্রহণ, জন্মগ্রহণের প্রথম মাসে নগদবিহীন চিকিৎসার সুযোগ, অসুস্থ নবজাতকের পরিচর্যা, মারাত্মক অপুষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ
	রাজীব গান্ধী জাতীয় ক্রেশ প্রকল্প	রাজীব গান্ধী জাতীয় ক্রেশ প্রকল্প : কর্মরতা মায়েদের জন্য শিশু পরিচর্যা সহায়তা

কয়েকটি নীতি-সুপারিশ

এদেশে পুষ্টির অভাবজনিত ধারাবাহিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় এবং চালু নীতিগুলির পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি নির্দিষ্ট নীতি বা পদক্ষেপ অনুসরণের আবশ্যকতা রয়েছে। এগুলি হল :

● **ICDS-কে শক্তিশালী ও পুনর্বিন্যস্ত করা এবং PDS-কে আরও উদ্দেশ্যসাধক করা** : ICDS বা সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পকে মিশন ধাঁচে পরিচালিত করা আবশ্যক। মিশনের জন্য চাই যথোপযুক্ত আর্থিক সংস্থান (কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে) এবং তাকে দিতে হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। ICDS-এর সম্পূরক খাদ্য তালিকায় পুষ্টি উপকরণগুলির গুণমান বজায় রাখতে হবে। গুরুত্ব দিতে হবে প্রসূতি-

আশা কর্মীবৃন্দ

পরিচর্যা ও মাতৃদুগ্ধের উপযোগিতা বিষয়ক শিক্ষা প্রসারের উপর, টার্গেট পূরণ, পরিকাঠামো ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন করে অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র ও সেখানকার কাজকর্মে উন্নতি আনতে হবে।

● **সুষম আহার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ :** প্রধান প্রধান খাদ্যকে আরও পুষ্টিকর ও সুষম করার লক্ষ্যটি বর্তমানে শুধুমাত্র লবণকে আয়োজাইজ করার মধ্যে সীমিত রয়েছে। পাশাপাশি ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা ও মানক কর্তৃপক্ষ বা Food Safety and Standards Authority of India খাদ্যশস্যের পুষ্টিগত মানকে উন্নত করার জন্য একটি গ্রহণযোগ্য মান নির্ধারণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। লবণকে দ্বিগুণ পুষ্টিসমৃদ্ধ (আয়োডিন ও লোহা সহযোগে) ও ভোজ্যতেলকে আরও স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ করার বিষয়টি বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণের স্বার্থে কয়েকটি প্রস্তাব এখন বিবেচনাধীন। গরম খাবার পরিবেশনের মাপকাঠিতে পরিবর্তন এনে সেগুলিকে খাদ্যগুণ বিশিষ্ট করার উপরও গুরুত্ব দিতে হবে। এটা হলে অনূর্ধ ৫ বছরের শিশুরা তাদের খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালরি ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট গ্রহণ করতে পারবে।

● **দৈনন্দিন অভ্যাস ও আচরণবিধিতে পরিবর্তন :** পুষ্টিগত উপকরণের প্রত্যক্ষ দিকটি ছাড়াও আরও কয়েকটি জটিল চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ২০১৪ সালের পর থেকে বর্তমান সরকার স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আওতায় শৌচালয় নির্মাণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সুফল পাওয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি জোর দিতে হবে মানুষের দৈনন্দিন অভ্যাসগুলিতেও পরিবর্তন আনার উপর।

● **কৃষিনীতিতে জাতীয় পুষ্টিগত লক্ষ্যগুলির অন্তর্ভুক্তি :** কৃষি নীতি ও পুষ্টি নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা দরকার। উৎসাহ দিতে হবে পুষ্টিসমৃদ্ধ স্থানীয় শস্য উৎপাদনকে। কৃষিতে উৎসাহদানের বর্তমান নীতিতে যেসব অসঙ্গতি রয়েছে তা দূর করতে হবে এবং নিরুৎসাহিত করতে হবে আখ, তুলোর মতো অর্থকরী ফসলের উৎপাদনকে। শিশু ও কমবয়সি ছেলে-মেয়েদের খাদ্যে গুণমান বজায় রাখার স্বার্থেই কৃষিকাজকে পরিচালিত করতে হবে।

● **পুষ্টি সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলির সঙ্গে বেসরকারি ক্ষেত্রের সংযোজন :** যথোপযুক্ত প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে খাদ্য সমৃদ্ধিকরণ পদক্ষেপগুলির প্রসারে এবং পুষ্টিকর আহার পরিবেশন করে মাতৃ ও শিশু কল্যাণের মানোন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি বা P.P.P. মডেলের মধ্যবর্তিতায় বেসরকারি ক্ষেত্রের সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সরকারি প্রয়াসগুলির স্বপক্ষে গণচেতনার বিকাশে এই মডেলকে সর্বতোভাবে সহায়তা ও সমর্থন করাটা খুবই জরুরি।

উপসংহার

মানুষের সুস্থতাই হল সুস্থায়ী ও টেকসই উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত। তারুণ্য প্রভাবিত দেশবাসীর কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদি সুফল পেতে গেলে একাধিক চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করা দরকার। একমাত্র প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনীর দ্বারাই সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ফলপ্রসূ হতে পারে। আমাদের দেশেই রয়েছে বিশ্বের সর্বোচ্চ সংখ্যক সেই ধরনের শিশু যাদের বিকাশ ব্যাহত হবার ঝুঁকি রয়েছে। ২০১০-এর একটি হিসাব অনুযায়ী দেশের ১২ কোটি ১০ লক্ষ শিশু (পাঁচ বছরের কম বয়েসি) এই ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছিল। আর্থিক উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে দেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থনীতিকে মজবুত ভিতের উপর স্থাপন করার জন্য স্বাস্থ্য কর্মসূচির অগ্রাধিকার তালিকায় পুষ্টিকে স্থান দিতে হবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো কাজ সম্পন্ন করতে হবে শিশুজন্মের প্রথম এক হাজার দিনের মধ্যে। জাতীয় পুষ্টি মিশন রূপায়ণের দ্বারা অপুষ্টি সমস্যার সমাধান করে মাতৃ ও শিশু কল্যাণের লক্ষ্য পূরণে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গৃহীত কৌশলের সার্থক রূপায়ণই এখন সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব।❑

উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকাঠামো বিকাশে গুরুত্ব

হিরণ্ময় রায়

পরিকাঠামো ক্ষেত্রের ব্যাপক সংস্কারসাধনের মাধ্যমে নতুন দিশায় এগোতে ২০১৮ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে বেশ কয়েকটি উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। এই ক্ষেত্রটি কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায়, সমস্ত সম্ভাবনার বিষয়ে সুগভীর পর্যালোচনা জরুরি। বাজেটে প্রস্তাবিত উদ্যোগগুলির সার্থক রূপায়ণে মূল চালিকাশক্তি কী হতে পারে সেবিষয়টিও খতিয়ে দেখা দরকার। পরিকাঠামো উন্নয়ন খাতে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ অনেক বেড়েছে। পরিকাঠামো সংক্রান্ত চুক্তিও সম্পাদিত হচ্ছে বেশি সংখ্যায়।

নানা ক্ষেত্রে বড়ো মাপের পরিকাঠামো প্রকল্প গড়ে তোলায় দায়বদ্ধতার কথা জানিয়েছেন সরকার। এজন্য সরকারি কোষাগার থেকে অর্থসংস্থানের পাশাপাশি বেসরকারি অংশীদার, এমনকি বিদেশি লগ্নিকারীদের সাহায্যও নেওয়া হবে। অনেক সময়েই পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির সঙ্গে এমন অনেক বিষয় জড়িত থাকে যার খরচখরচার বিষয়ে আগাম হিসেবনিকাশ থাকে না। সেজন্য, অর্থ মন্ত্রকের আওতায় সময় নির্দিষ্ট 'Viability Gap Funding'-এর ব্যবস্থা করেছে।

নগরায়ন দেশের অর্থনীতিতে আরও নতুন নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়। নাগরিক পরিষেবার মান উন্নয়ন সরকারের অগ্রাধিকার। তাই হাতে নেওয়া হয়েছে স্মার্ট সিটি বা অমৃত-এর মতো যোজনা। স্মার্ট সিটি মিশনের আওতায় প্রাথমিকভাবে ১০০-টি শহরকে বাছাই করে অত্যাধুনিক নাগরিক পরিষেবাসমৃদ্ধ কর তোলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সরকার। এই খাতে ৯৯-টি শহরের জন্য ২ দশমিক শূন্য চার লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সেখানে গড়ে তোলা হচ্ছে অত্যাধুনিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (Smart Command And Control Centre), আধুনিক কারিগরি সম্বলিত রাস্তাঘাট (Smart Roads), বাড়ির ছাদে ছাদে সৌর প্যানেল, সর্বাধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থাপত্র (Intelligent Transport Systems), আধুনিক প্রমোদ উদ্যান (Smart Parks) ইত্যাদি। বিভিন্ন উদ্যোগ খাতে ২৩৫০ কোটি টাকা ইতোমধ্যেই খরচ হয়ে গেছে। নানা খাতে ২০ হাজার ৮৫২ কোটি টাকার কাজ এখন চলছে। ঐতিহ্যমণ্ডিত শহরগুলির বৈশিষ্ট্য এবং স্বকীয়তা বজায় রাখতে হাতে নেওয়া হয়েছে জাতীয় ঐতিহ্যশালী নগর উন্নয়ন ও পরিবর্ধন যোজনা বা National Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY)। ৫০০-টি শহরে সব বাড়িতে জল সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হাতে নেওয়া হয়েছে অমৃত যোজনা। ৫০০-টি শহরের জন্যই রাজ্য স্তরে মোট সাতাত্তর হাজার ছ'শো চল্লিশ কোটি টাকার পরিকল্পনায় সবুজ সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে। জল সরবরাহের জন্য ৪৯৪-টি প্রকল্পখাতে ১৯ হাজার ৪২৮ কোটি টাকার, এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ২৭২-টি প্রকল্পখাতে ১২ হাজার ৪২৯ কোটি টাকার বরাত দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পে অর্থসংস্থানের লক্ষ্যে ভারত পরিকাঠামো অর্থসংস্থান নিগম বা India Infrastructure Finance Corporation Limited (IIFCL)-এর সহায়তা প্রদান সুনিশ্চিত করেছে সরকার।

[লেখক দেরাদুনের পেট্রোলিয়াম ও শক্তি বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের School of Business-এর সহযোগী প্রফেসর। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতা ও গবেষণার অভিজ্ঞতা আছে তার। নীতি আয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত তিনি। ই-মেল : h.roy10@gmail.com]

সড়ক পরিকাঠামো ক্ষেত্রে উন্নয়নের নতুন দিশায় পৌঁছনো সম্ভব হয়েছে। ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষে ৯০০০ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দৈর্ঘ্যের রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা গেছে। ভারতমালা পরিযোজনার আওতায় প্রান্তিক, পশ্চাৎপদ এবং সীমান্ত অঞ্চলগুলির সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধনে প্রথম পর্বে ৩৫ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক নির্মাণে ছাড়পত্র দিয়েছে সরকার। এজন্য খরচ ধরা হয়েছে ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা।

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে নিজের কর্মপন্থা সম্পর্কে সরকারের তরফে বলা হয়েছে, যে বিদ্যুৎ ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তিগুলি (PPA) উপযুক্তভাবে কার্যকর করার লক্ষ্যে আইন পরিবর্তন করা হবে। এই PPA-গুলির নিরিখে কোনও নির্দিষ্ট রাজ্য বা ডিসকম-এর ক্ষেত্রে বিদ্যুতের গড় বার্ষিক চাহিদা ১০০ শতাংশ মেটাতে উদ্যোগী হবে সরকার। ভারতের মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ বাড়ানো সরকারের লক্ষ্য। এখন তা ১০০০ কিলোওয়াট (kWh)। যা সারা বিশ্বের নিরিখে খুবই কম। তুলনায় চিনে এই পরিমাণ চার হাজার kWh। আর উন্নত দেশগুলিতে তা হল গড়ে ১৫ হাজার kWh। বিদ্যুৎ বণ্টন বা পরিবহণ সংস্থাগুলির কাজও ভাগ করে দিতে চায় সরকার। এক্ষেত্রে বিতরণ বা সংবহণ এবং পণ্য বা বিদ্যুতের উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে আলাদা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে চালু ভাষায় বিষয় দু'টিকে বলা হয় তার (Wire) এবং জোগান (Supply)।

এই বিভাজন সম্পন্ন হলে দেশের মানুষ এবং সংস্থাগুলি নিজেদের পছন্দসই উৎপাদক সংস্থার থেকে বিদ্যুৎ কিনতে পারবে। আবার তা সরবরাহের জন্য সুবিধামতো নিজের অঞ্চলের সংস্থাকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাও থাকবে তাদের। বাছাই করার সুবিধার পাশাপাশি, প্রতিযোগিতার ফলে পণ্য (এখানে বিদ্যুৎ)-এর দামও কমবে। তাছাড়া কয়েকটি ক্ষেত্রে বেশি, এবং অন্য ক্ষেত্রে কম মাশুল বা দাম ধার্য করার (Cross Subsidy বা পরিবর্ত ভরতুকি) প্রবণতাও কমবে। বিদ্যুতের মাশুল প্রতিযোগিতার বাজারের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হলে সরকারের 'Make in India'

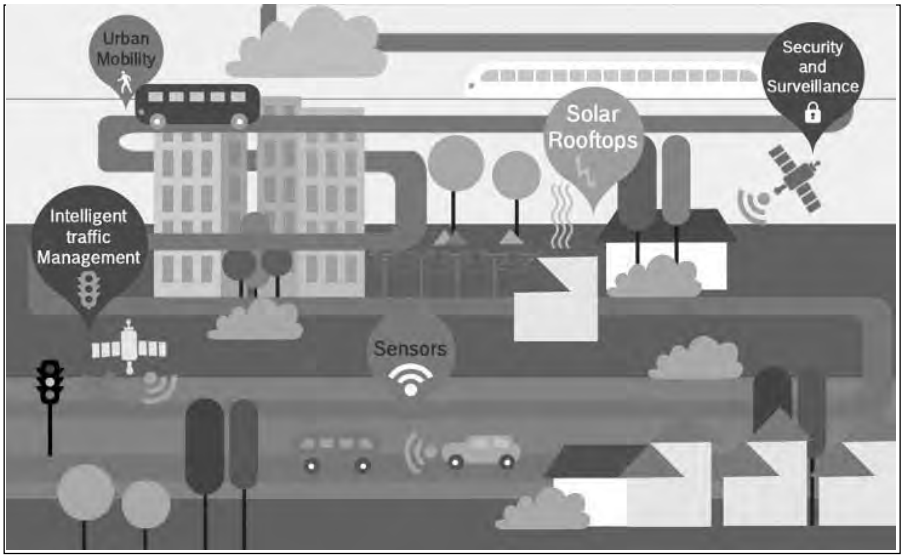

কর্মসূচিতে গতি আসবে। সঠিক ভরতুকি প্রাপকদের চিহ্নিত করতে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রেও সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর প্রণালী বা DBT চালু করা নিয়ে সরকার চিন্তাভাবনা করছে। নীতি আয়োগ তার খসড়া জাতীয় বিদ্যুৎ নীতিতে DBT চালু করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছে।

এবার আসা যাক আবাসন ক্ষেত্রে। নিম্ন আয়ের মানুষজনের (LIG) বাসস্থান সংস্থানের লক্ষ্যে আগে চালু ছিল নগরাঞ্চলের দরিদ্রদের জন্য ন্যূনতম পরিষেবা কর্মসূচি (Basic Services for Urban Poor বা BSUP) এবং সমন্বিত আবাসন ও বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচি (Intergrated Housing and Slum Development Programme বা IHSDP)। পরে জওহরলাল নেহরু জাতীয় নগর পুনরুজ্জীবন মিশন বা JNNURM-এর আওতায় চালু হয় রাজীব আবাস যোজনা (RAY)। এই কর্মসূচির সামনে জমির সমস্যা একটা বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাবেক পরিকল্পনা আয়োগ ২০১২ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিবেদনে এজন্য দায়ি করেছে জমির যথাযথ ব্যবহার না হওয়াকে।

আবার জমির যথাযথ ব্যবহার না হওয়ার পেছনে ছিল সর্বক্ষেত্রে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ, অবাঞ্ছিত নিয়ন্ত্রণ, দীর্ঘমেয়াদি নগর পরিকল্পনার অভাব এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে সর্বাত্মক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রয়াসের অভাব। কর্মসূচি রূপায়ণে দীর্ঘসূত্রিতার ফলে খরচও যেত বেড়ে। এজন্য নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি তৈরি না হওয়া এবং যাদের জন্য এই আবাসন নির্মাণের উদ্যোগ, দাম তাদের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার সমস্যাও দেখা দিত। নগর পরিকাঠামো ও প্রশাসন (Urban Infrastructure and Governance)-এর আওতাধীন প্রকল্পগুলির কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে বহু ক্ষেত্রেই বস্তি উচ্ছেদের প্রয়োজন দেখা দিত। তা করার জন্য আবার সুনির্দিষ্ট পুনর্বাসন কর্মসূচির প্রয়োজন ছিল। RAY রূপায়ণের পরিসরও ছিল সীমিত। ২০১৫-এ তার জায়গায় এল সকলের জন্য আবাস (শহরাঞ্চল) মিশন। RAY সম্পর্কে আবাসন তথা শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য দূরীকরণ মন্ত্রকের (Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation বা MHUPA)-এর বিবৃতি অনুযায়ী, ২০১৩ থেকে ২০১৫-র মধ্যে ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৭০৭-টি বাড়ি তৈরিতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, আর আদতে তৈরি হয়েছিল মাত্র তিন হাজার তিনশো আটাত্তরটি (MHUPA, 2015)।

অন্যদিকে, 'সকলের জন্য আবাস' মিশনের লক্ষ্য হল ২০২২ সালের মধ্যে প্রতিটি নাগরিকের মাথার ওপর ছাদের সংস্থান। তবে, সূচনায়, এক্ষেত্রে ২০১৫-'১৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছিল মাত্র চার হাজার কোটি টাকা, যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম (MHUPA, 2015)।

পরিবহণ ক্ষেত্রে পরিকাঠামো মজবুত করতে সুসমন্বিত পরিবহণ নীতি তৈরির কথা বলা হয়েছে ভারত সরকারের একটি

সমীক্ষায়। ওই সমীক্ষার লক্ষ্য ছিল আগামী দশকে যানবাহনের চলাচলের মাত্রা ও প্রকৃতি, পণ্য পরিবহণ, মাশুল এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের বিষয়ে আভাস পাওয়া। সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা এমন একটি যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলেছেন, যাতে বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ প্রণালীর সহাবস্থান থাকবে, এবং প্রশাসনিক ভৌগোলিক অঞ্চল নির্বিশেষে তা ক্রিয়াশীল হবে। মূলধনী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট নীতি প্রণয়নের কথাও বলেছেন তারা।

সরকার এক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ জলপথের প্রসার ও উন্নয়ন, উপকূল অঞ্চলে জাহাজ পরিষেবা, পণ্য পরিবহণের জন্য নির্দিষ্ট রেলপথ (dedicated freight corridors in railways), বৈদ্যুতিন সড়ক মাশুল আদায় ব্যবস্থাপত্র (electronic tolling system), মেট্রো-সহ গণপরিবহণ ব্যবস্থার প্রসার, শহরাঞ্চলে একবারই টিকিট কেটে বিভিন্ন রুটে বাস পরিষেবা পাওয়ার সুবিধা করে দেওয়া ইত্যাদি। এ সংক্রান্ত নীতিতে এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে যেখানে পরিবহণ মাশুল নির্ধারিত হবে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। জোর দেওয়া হয়েছে জল, স্থল, ও আকাশপথ, সব ধরনের পরিবহণ প্রণালীকেই অঙ্গীভূত করে সমন্বিত পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলায়। এতে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে ঝক্কি কমবে। ব্যয় সাশ্রয়ও হবে।

পরিকাঠামো ক্ষেত্রের ব্যাপক সংস্কারসাধনের মাধ্যমে নতুন দিশায় এগোতে ২০১৮ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে বেশ কয়েকটি উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। এই ক্ষেত্রটি কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায়, সমস্ত সম্ভাবনার বিষয়ে সুগভীর পর্যালোচনা জরুরি। বাজেটে প্রস্তাবিত উদ্যোগগুলির সার্থক রূপায়ণে মূল চালিকাশক্তি কী হতে পারে সেবিষয়টিও খতিয়ে দেখা দরকার।

পরিকাঠামো উন্নয়ন খাতে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ অনেক বেড়েছে। পরিকাঠামো সংক্রান্ত চুক্তিও সম্পাদিত হচ্ছে বেশি সংখ্যায়। জোর দেওয়া হচ্ছে চলাচল ও সরবরাহ পরিষেবার প্রসারে (improvement in logistics)। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বেসরকারি এবং প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতেও প্রয়াস নিচ্ছে সরকার।

সারণি-১
দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সম্পন্ন পরিকাঠামো প্রকল্প—এক ঝলকে

ক্ষেত্র	প্রকল্পের সংখ্যা	যৌগিক ব্যয়ের হিসেব (মার্কিন ডলার)
সড়ক পরিবহণ	৯১	৮৭০ কোটি
বিদ্যুৎ	৭৩	১ হাজার ৬৬৩ কোটি
পেট্রোলিয়াম	৬৫	১ হাজার ৯৪৮ কোটি
রেল	৩৩	৩৮১ কোটি
ইস্পাত	২০	৮১৩ কোটি
জাহাজ চলাচল ও বন্দর	২০	১৭৮ কোটি
টেলিযোগাযোগ	১৪	৪৬ কোটি ৩৬ লক্ষ ২০ হাজার
কয়লা	৯	২২৬ কোটি
সার	৬	৫৯ কোটি ৬২ লক্ষ ৪০ হাজার
অসামরিক বিমান পরিবহণ	৫	৮৬ কোটি ৬২ লক্ষ ৬০ হাজার
নগরোন্নয়ন	৫	৬৭ কোটি ৮৮ লক্ষ ৩০ হাজার
পরমাণু শক্তি	১	১৬ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩০ হাজার

সূত্র : রাশিবিজ্ঞান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রক

সুস্থায়ী উন্নয়নের স্বপ্ন পূরণ করতে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে চাই বিপুল বিনিয়োগ। ২০২২ সালের মধ্যে এই খাতে ৫০ লক্ষ কোটি (50 Trillion) টাকা লগ্নি হওয়া দরকার। লগ্নির প্রধান ক্ষেত্রগুলি হল বিদ্যুৎ জোগান, সড়ক এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি। এইসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আকর্ষণ করারও প্রচুর সুযোগ রয়েছে। জাতীয় মহাসড়কগুলির মাত্র ২৪ শতাংশ এখন চার লেনের। আঞ্চলিক যোগাযোগ প্রকল্প বা Regional Connectivity Scheme-এর আওতায় লগ্নি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও প্রচুর। প্রতিযোগিতার দরজা খোলা থাকায় লগ্নিতে এগিয়ে এসেছে China Harbour Engineering এবং Mizuho Financial Group-এর মতো বিদেশি সংস্থাও। ২০১৭ সালে এইসব ক্ষেত্রে সরাসরি প্রত্যক্ষ বিদেশি

বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে বিপুল পরিমাণ।

সকলের জন্য আবাস বা স্মার্ট সিটি প্রকল্পের মতো কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে সরকার পরিকাঠামো ক্ষেত্রের প্রসারে গতি আনতে চাইছে। ভারতের বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাগুলির আর্থিক হাল ফেরাতে ও পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে গৃহীত UDAY কর্মসূচির দৌলতে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বেশ চোখে পড়ার মতো বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। এই বিষয়ে পরিকাঠামোগত নানা খাতে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমোদন রয়েছে।

সড়ক যোগাযোগ ক্ষেত্রের প্রসারে চলছে বিপুল কর্মযজ্ঞ। হিসাব অনুযায়ী, ভারতে সড়কপথ ও সেতুর মতো পরিকাঠামোর মোট আর্থিক মূল্য ২০০৯-'১০ অর্থবছর থেকে, বার্ষিক ১৩.৬ শতাংশ হারে বেড়ে ২০১৭-'১৮ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ১৯.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

পরিকাঠামো শিল্পের প্রধান ৮-টি ক্ষেত্র হল কয়লা, অপরিশোধিত তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, শোধনাগারে উৎপন্ন পণ্য (Refinery Products), সার, ইস্পাত, সিমেন্ট ও বিদ্যুৎ। ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে এসব ক্ষেত্রে সার্বিক সূচক বৃদ্ধির হার চার দশমিক আট শতাংশ। আলাদা আলাদা ভাবে বিদ্যুৎক্ষেত্রে ১০ শতাংশ, ইস্পাত ক্ষেত্রে ৯ শতাংশ, শোধনাগারের পণ্যে ৮ দশমিক ৯ শতাংশ, সিমেন্ট উৎপাদনে ৫ দশমিক ৮ শতাংশ এবং সারের ক্ষেত্রে ৩ দশমিক ৩ শতাংশ বৃদ্ধির হার পরিলক্ষিত হয় ওই সময়ের মধ্যে। ২০১৭-র এপ্রিল থেকে অক্টোবর এই সময় বা পর্বে সূচক-এর ক্রমপুঞ্জিত সার্বিক (Cumulative) বৃদ্ধির হার ৩ দশমিক ৫ শতাংশ।

ভারতে পরিকাঠামো ক্ষেত্রের বৃদ্ধিতে মূল চালিকাশক্তিগুলি হল সরকারের উদ্যোগ, পরিকাঠামো, চাহিদা, আবাসনের বিকাশ, বিদেশি বিনিয়োগ এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব। ২০১৭-'১৮ সালের বাজেটে

সারণি-২
পরিকাঠামো ক্ষেত্রে মূলধনী ব্যয়বরাদ্দ—কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৮

		সংশোধিত হিসেব ২০১৭-'১৮ কোটি টাকায়	বাজেট বরাদ্দ কোটি টাকায়	পরিবর্তন (শতাংশে)
১	কয়লা মন্ত্রক	১৪৪৭৮	১৫৭৯৯	৯.১২৪১৮৮
২	উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক (পরিকাঠামো সংক্রান্ত)	৩৩০	৬০০	৮১.৮১৮১৮
৩	নবীন এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক	৯৪৬৬	১০৩১৭	৮.৯৯০০৭
৪	পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক	৮৭৩১৯	৮৯২১০	২.১৬৫৬২৩
৫	বিদ্যুৎ মন্ত্রক	৬৪৩১৮	৫৩৪৬৯	– ১৬.৮৬৭৮
৬	অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক	২৫৪৩	৪০৮৬	৬০.৬৭৬৩৭
৭	টেলিযোগাযোগ দপ্তর	৯৭৮৬	১৬৯৮৬	৭৩.৫৭৪৪৯
৮	রেলমন্ত্রক	৮০০০০	৯৩৪৪০	১৬.৮
৯	আবাসন ও নগরবিষয়ক মন্ত্রক	১৫১৯৩	৩৯৯৩৭	১৬২.৮৬৪৫
১০	সড়ক ও সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক	৫৯২৭৯	৬২০০০	৪.৫৯০১৫৮
১১	জাহাজ চলাচল মন্ত্রক	৩১৬৫	৪০৪২	২৭.৭০৯৩২
১২	ইস্পাত মন্ত্রক	১১৪২৮	১১২৯৪	– ১.১৭২৫৬
	মোট	**৩৫৭৩০৫**	**৪০১১৮০**	**১২.২৭৯৪৩**

সূত্র : ২০১৮-র কেন্দ্রীয় বাজেট

পরিকাঠামো খাতে মোট ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ ধার্য করা হয়েছিল ৬ হাজার ১৪৮ কোটি মার্কিন ডলার। এর সিংহভাগই বরাদ্দ করা হয় রেল ও মেট্রোরেল, নির্মাণ, টেলি-যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ, সড়ক এবং বিমানবন্দর উন্নয়নে।

পরিকাঠামো ক্ষেত্রের উন্নয়নে মূল উদ্যোক্তা সরকার, একথা বলাই বাহুল্য। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা এবং শহরাঞ্চলের নির্মাণ শিল্পের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বেসরকারি অংশীদারিত্বের ওপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে। দেশকে বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম উৎপাদনের অন্যতম সেরা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চলছে জোরদার প্রয়াস। ভারতের উন্নয়নী কর্মযজ্ঞে জাপানি বিনিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এদেশের উৎপাদন এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ২০১৪ থেকে ২০১৯ সাল এই সময়ের মধ্যে প্রায় ৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জাপান। জাপানের সরকারও ভারতে বিনিয়োগের বিষয়ে আগ্রহী। মধ্যপ্রদেশে ছোটো শহরগুলিতে প্রায় ৩ লক্ষ পরিবারে পাইপলাইনে জল সরবরাহ প্রকল্পে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ মার্কিন ডলার ঋণ দেবে। ২০২২-এর মধ্যে সকলের জন আবাসের সংস্থানের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে দেশে প্রতিদিন ৪৩ হাজার বাড়ি তৈরি হওয়া দরকার। আগামী দশকে স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আওতায় বেশ কয়েকশো শহরের উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে হবে। এই প্রকল্প ভারতের আবাসন বাজারকে বিশ্ব তালিকার তিন নম্বরে তুলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। ২০৩০ সাল নাগাদ ভারতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ৩০ শতাংশ অবদান রাখবে নির্মাণ শিল্প—এমনটাই আশা করা যায়। আবাসন ও গৃহ নির্মাণ আইন (Real Estate Act), GST-র রূপায়ণ-সহ বিভিন্ন উদ্যোগ, আবাসন ও গৃহ নির্মাণের ছাড়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা কমানো প্রভৃতি পদক্ষেপ নির্মাণ ক্ষেত্রে যে গতি আনবে, তা বলাই বাহুল্য।

গ্রামীণ এলাকায় ২০১৯-'২০ অর্থবর্ষে ৫১ লক্ষ গৃহ নির্মাণের জন্য ২১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করে রেখেছে সরকার।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (PMAY) আওতায় এই বছরে যে ৫১ লক্ষ গৃহ নির্মিত হচ্ছে এটি হবে তার অতিরিক্ত। সুলভ আবাসন নির্মাণে সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে সিমেন্ট, ইস্পাত, রং, শৌচালয় সামগ্রী, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রভৃতি শিল্পও উপকৃত হতে পারে। জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্ক বা National Housing Bank-এ একটি সুলভ আবাসন তহবিল (Affordable Housing Fund) গড়ে তুলবে সরকার। PMAY-এর আওতায় না থাকলেও গ্রামীণ এলাকার মানুষ গৃহঋণে সুদে ছাড় পাবেন।

পরিকাঠামো নির্মাণ এবং উন্নয়নে আগামী অর্থবর্ষে ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে বলে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP-র বৃদ্ধির জন্য পরিকাঠামা খাতে ৫০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি লগ্নি দরকার। সারা দেশকে সড়ক, বিমান, রেল, বন্দর এবং অভ্যন্তরীণ জলপথ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একসূত্রে গেঁথে ফেলার কথা বলেছেন তিনি। এজন্য সম্পদ সংগ্রহের লক্ষ্যে সরকারি মালিকানাধীন সংস্থাগুলি ইক্যুইটি বা শেয়ার বাজারে ছাড়া যেতে পারে। আমদানি করা পেট্রোল এবং ডিজেলের ওপর প্রতি লিটারে ৮ টাকা পরিকাঠামো সেস বা উপ-কর বসানোর কথাও বলা হয়েছে বাজেটে। পরিকাঠামো বিনিয়োগ অছি পরিষদ (Infrastructure Investment Trust—InvIT) বা Real Investment Trust (ReITS)-এর মতো সংস্থাকে কাজে লাগানোর কথাও ভাবছে সরকার। InvIT-কে কাজে লাগিয়ে নির্বাচিত কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার সম্পদের মুদ্রাকরণ (Monetizing)-এর পথে আগামী বছর থেকে সরকার এগোবে বলে জানা গেছে।

NDA সরকারের সমন্বিত পরিকাঠামো পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে ২০১৮-'১৯-এ রেল এবং সড়ক ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার কোটি এবং ১ লক্ষ ২১ হাজার কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে, যা এযাবৎ সর্বাধিক। পরিকাঠামোর উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সাগরমালা (বন্দর) এবং ভারতমালার মতো প্রকল্পের অর্থসংস্থানে বাজার থেকে ঋণ নেওয়া দরকার। এজন্য জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ তাদের আওতায় থাকা রাস্তাগুলিকে ব্যবহার করার জন্য বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থা (Special Purpose Vehicle) গঠনের মাধ্যমে এগোতে পারে। সড়ক ব্যবহারের জন্য মাশুল আদায় (Toll), পরিচালনা (Operate) এবং হস্তান্তর (Transfer) বা TOT-ও টাকা জোগাড়ের একটা উপায় হতে পারে। এছাড়া InvIT-র সাহায্যও নিতে পারে সরকার। ভারতমালা প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১০ লক্ষ কোটি টাকা, যা এযাবৎকালীন সরকারের যে কোনও সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের তুলনায় সর্বোচ্চ। এছাড়া ২০৩৫ সাল পর্যন্ত এক্ষেত্রে আরও ৮ লক্ষ কোটি টাকা ঢালতে হবে। ২০১৭-'১৮-এ জাতীয় মহাসড়কগুলির মোট দৈর্ঘ্য ৯০০০ কিলোমিটারেরও বেশি বাড়ানোর কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। উল্লেখ্য, এদেশে ৩৩ লক্ষ কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে। এক্ষেত্রে সারা বিশ্বে ভারতের স্থান দ্বিতীয়।

রেলওয়ে ক্ষেত্রে এবার বরাদ্দ হয়েছে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার কোটি টাকা। জাতীয় পরিবহণ সংস্থার জন্য এত বেশি বরাদ্দ আগে কখনও হয়নি। ৩ হাজার ৯৯৯ কিলোমিটার রেলপথের হাল ফেরানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। কেনা হবে ১২ হাজার ওয়াগন। ৬০০০ কিলোমিটার রেলপথের বৈদ্যুতিকীকরণ করা হবে। গড়ে উঠবে ২০ হাজার কোটি টাকার নিরাপত্তা তহবিল। বাজেটের বাইরেও IRFC বন্ড-সহ নানা ক্ষেত্র থেকে ২৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা তুলবে রেল।

এছাড়া ঋণ বাবদ তোলা হবে ২৬ হাজার চারশো চল্লিশ কোটি টাকা। পরিকাঠামো সংস্থা Feedback India-র চেয়ারম্যান বিনায়ক চ্যাটার্জি বলেছেন, রেলে মূলধনী খাতে খরচের সিংহভাগই যাবে বৈদ্যুতিকীকরণ, নিরাপত্তা এবং আধুনিকীকরণ বাবদ। বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে যাত্রী নিরাপত্তা এবং তাদের সুযোগসুবিধার দিকে। ভাড়া ছাড়া অন্যান্য খাত থেকেও রাজস্ব বাড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছে রেল দপ্তর। দক্ষতা বৃদ্ধিও তাদের অগ্রাধিকার।

গত অর্থবর্ষের নিরিখে, আবাসন এবং পরিকাঠামো বাবদ উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের জন্য ব্যয়বরাদ্দের বৃদ্ধি এবছর সর্বাধিক। সার্বিকভাবে পরিকাঠামো খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির অনুপাত ১২ দশমিক দুই সাত শতাংশ।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, ২০১৮-র বাজেটে দেশের সার্বিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে পরিকাঠামো ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে তার লক্ষ্য হল মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার, সীমান্ত-সহ রণকৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলির সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের সংযোগ বৃদ্ধি। পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, পরিবহণ, পর্যটন সব ক্ষেত্রকেই গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। স্মার্ট সিটি প্রকল্প 'নগর ভারতের' প্রযুক্তিগত চাহিদা মেটাবে বলে অর্থমন্ত্রী আশাবাদী। অম্রুত (AMRUT) প্রকল্প, নগরাঞ্চলের সাধারণ পরিষেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। HRIDAY কর্মসূচি ঐতিহ্যমণ্ডিত শহরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন সুনিশ্চিত করে পর্যটন শিল্পের প্রসারে বিশেষ অবদান রাখবে বলে সরকার আশা রাখে।❑

আর্থ-সামাজিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করবে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

চরণ সিং

বিশ্বজুড়েই বিভিন্ন দেশের সরকার এখন জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশের কাছে বিভিন্ন আর্থিক পরিষেবা পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছে। কারণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে। এদিকে, বহু দশক ধরেই আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক। তা সত্ত্বেও লক্ষ্য পূরণের জন্য যে সমন্বিত কর্মপ্রচেষ্টার দরকার ছিল, তার অনুপস্থিতি প্রকট। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ভার অবিলম্বে নাবার্ডের হাতে তুলে দেওয়া জরুরি। কারণ দায়বদ্ধতা সহকারে কাজের দীর্ঘ চার দশকের অভিজ্ঞতা রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের।

প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সব মানুষকে শামিল করা (পরিভাষায় যাকে বলা হয় Financial Inclusion বা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি)। আসলে এমন এক কর্মকাণ্ড যা কিনা দেশের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করে। এই কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ওপর নজর দেওয়া। সেজন্য তাদেরকে স্বনির্ভর করে তোলার পাশাপাশি নিজের আর্থিক বিষয়ে যেকোনও সিদ্ধান্ত যাতে নিজেরাই নিতে পারেন সেজন্য তাদের তথ্যসমৃদ্ধ ও সচেতন করা হয়। বিবিধ আর্থিক পরিষেবা গ্রহণ করার সুযোগ নিম্ন আয়বর্গের মানুষের হাতের নাগালে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে দেশের আর্থিক বৃদ্ধিতে তাদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করে নেওয়া হয় এই কর্মকাণ্ডে।

২০০৮ সালে ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক এক কমিটি, যার পোশাকি নাম The Committee on Financial Inclusion (Government of India, 2008), আর্থিক অন্তর্ভুক্তির এক সংজ্ঞা দিয়েছে। কমিটির মতে, সমাজের অসহায় শ্রেণির মানুষ যাতে বিবিধ আর্থিক পরিষেবার সুযোগ নিতে সক্ষম হয়, তার বন্দোবস্ত করা তথা তাদের প্রয়োজন মাফিক যথাযথ সময়ে সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ঋণ পায়, তা সুনিশ্চিত করাই হল প্রকৃত অর্থে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি। এই কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য হল, কোনও রকম বৈষম্য না করে নিম্ন আয়বর্গের মানুষকে আর্থিক পরিষেবা জোগানো। একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সর্বজনীন আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফল হতে, অর্থাৎ সমস্ত নাগরিককে দেশের অর্থনীতির মূলস্রোতে যুক্ত করতে কমিটি দুটি নিদান দিয়েছে। প্রথমত, এই কর্মকাণ্ড চালাতে হবে এক মিশনের আকারে। আর দ্বিতীয়ত, গরিব মানুষজন যাতে সহজেই আরও বেশি বেশি করে ঋণ নিতে সক্ষম হন তার জন্য নির্দিষ্টভাবে পরিকাঠামোর বিকাশ ও প্রযুক্তি খাতে ব্যয়ের জন্য দুটি বিশেষ আর্থিক তহবিল গঠন।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ইতিহাস

আমরা অনেকেই হয়তো জানি না, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ভারতই আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মকাণ্ডের পথিকৃৎ। ১৯০৪ সালের সমবায় ঋণ সমিতি আইন বা Cooperative Credit Societies Act, 1904 ভারতে সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করে তোলে। সমবায় ব্যাঙ্কগুলির লক্ষ্য ছিল ব্যাঙ্কিং পরিষেবাকে সম্প্রসারিত করে চড়া হারে সুদখোর মহাজনদের তুলনায় সহজ শর্তে তথা অনেক কম সুদে সাধারণ মানুষের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা। ১৯৫৫ সালে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে প্রকৃত অর্থে সরাসরি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়। ১৯৬৭ সালে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের আবশ্যকতা দিয়ে জোরদার বিতর্ক শুরু হয়। ফলস্বরূপ, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার আওতার বাইরে

[লেখক অতিথি অধ্যাপক, UCLA Anderson School of Management। ই-মেল : charan.singh@anderson.ucla.edu]

পড়ে থাকা ব্রাত্য মানুষজনকে, বিশেষ করে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণিভুক্ত ও গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দাদের ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণের সুযোগ করে দিতে, ১৯৬৯ সালে ১৪টি বেসরকারি ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৭৪ সাল নাগাদ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে ঋণদানের ধারণা বিশেষ গুরুত্ব পায়। এর অর্থ দাঁড়ায়, ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সুযোগ বঞ্চিত এলাকায় ঋণদানের সংস্থানে উদ্যোগ। গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সম্প্রসারিত করতে ১৯৮০ সালে আরও ৮টি বেসরকারি ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করা হয়। তখন থেকেই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গতি আনতে ব্যাঙ্কের ঋণদান ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় রদবদল ঘটানোর উদ্যোগ চোখে পড়তে থাকে, বিশেষ করে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলিতে ঋণদানের নিরিখে। যেদিকে এর আগে কখনও যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়নি।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মকাণ্ডকে জোরদার করতে ২০০৫ সাল থেকে ভারত সরকার ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক বা নাবার্ড (NABARD), এই দুই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে একগুচ্ছ বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। ব্যাঙ্কের সঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে যুক্ত করার কর্মসূচি, ব্যাঙ্কের ব্যবসা বাড়াতে বিজনেস ফেসিলিটেটর ও করেসপন্ডেন্ট নিয়োগ, 'গ্রাহককে জানুন' বা 'নো ইয়োর কাস্টমার' (KYC) সম্পর্কিত নিয়মকানুন আরও সরল করা, বৈদ্যুতিন উপায়ে উপকার হস্তান্তর, মোবাইল ফোন প্রযুক্তির ব্যবহার, 'no-frill accounts' (অর্থাৎ, যে ব্যাঙ্ক খাতার মাধ্যমে গরিব গ্রাহকেরা প্রাথমিক ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণের সুযোগ পান তথা কোনও টাকা জমা না থাকলে বা নামমাত্র টাকা জমা থাকলেই যে অ্যাকাউন্ট চালু থাকে) খোলার ব্যবস্থা এবং ব্যাঙ্কের গ্রাহক তথা সম্ভাব্য গ্রাহকের আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধির উপর জোর ইত্যাদি এমনই কয়েকটি উদ্যোগের নমুনা।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মকাণ্ডকে আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে সরকারের তরফে আরও যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম, গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র ও ঋণসংক্রান্ত পরামর্শদান কেন্দ্র খোলা, কিসান ক্রেডিট কার্ড বিতরণ, অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের জন্য National Pension Scheme Lite-এর মতো জাতীয় পেনসন প্রকল্প চালু, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প ও আধার (Aadhaar) প্রকল্পের সূচনা। সরকারের তরফে এত প্রকল্প চালু, এত রকম পদক্ষেপ গ্রহণ সত্ত্বেও দেশে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার প্রসার কিন্তু আশানুরূপ হয়নি।

এই প্রেক্ষাপটে, দেশের প্রতিটি পরিবারের যাতে অন্তত একটি করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকে তা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী তার দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরেই, ২০১৪ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে লালকেল্লা প্রাঙ্গণ থেকে স্বাধীনতা দিবসে তার প্রথম ভাষণে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করেন। প্রাথমিক সঞ্চয় খাতা খোলা, প্রয়োজন মাফিক ঋণের সুযোগ গ্রহণ, ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ, মূলত আর্থিক দিক থেকে দুর্বল ও স্বল্প আয় গোষ্ঠী ভুক্ত মানুষজনের মতো ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সুযোগ গ্রহণে বঞ্চিত শ্রেণির জন্য পেনসন ও বিমার ব্যবস্থা করা ইত্যাদির প্রাথমিক গোত্রের ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদানের পরিসর আরও বাড়ানোই প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার মূল উদ্দেশ্য। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পরিসরে আরও সাফল্য অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে সরকার ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীদের ঋণদানের উপর জোর দিতে চালু করেছে মুদ্রা (MUDRA) যোজনা, যার পোশাকি নাম Micro Units Development Refinance Agency। একইভাবে, ২০১৫ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার সূত্রে দেশের অন্তত ৯৫ শতাংশের বেশি পরিবারে অন্তত একটি করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকাটা সরকার সফলভাবে সুনিশ্চিত করতে পেরেছে। এই সাফল্য পেতে সরকার খুব মাপজোক করে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে এগিয়েছে। শেষ বিচারে যার দৌলতে কেন্দ্রীয় সরকার আমজনতার সামাজিক সুরক্ষার ছত্রচ্ছায়াকে আরও খানিকটা সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছে। অটল পেনসন যোজনা, এই ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি চালু করার লক্ষ্য হল, অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত গরিব মানুষজনকে প্রবীণ বয়সে নিয়মিত আয়ের সুযোগ করে দেওয়া। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা নামক দুটি বিমা প্রকল্প চালু করা হয়েছে। প্রথমটি জীবন বিমা প্রকল্প, এবং প্রতি বছর একবার করে তার কিস্তি ভরতে হয়। দ্বিতীয়টি দুর্ঘটনা বিমা, বছরে একবার প্রিমিয়াম দিয়ে, দুর্ঘটনায় মৃত্যু বা পঙ্গুত্বের জন্য। চালু হওয়ার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে। ২০১৮ সালের ৪ এপ্রিল পর্যন্ত, এই প্রকল্পের আওতায় ৩১.৪ কোটি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। তার মধ্যে ১৮.৫ কোটি অ্যাকাউন্ট গ্রামাঞ্চলে, ১২.৯ কোটি শহরাঞ্চলে খোলা হয়েছে। আর ১৬.৬ কোটি মহিলার নামে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। রুপে কার্ড ইস্যু করা হয়েছে ২৩.৭ কোটি। ২০১৮ সালের ৪ এপ্রিল পর্যন্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে জনধন যোজনার আওতায় খোলা অ্যাকাউন্টগুলিতে মোট ৭৯,০১২.১ কোটি টাকা জমা পড়েছে। সেই বিচারে প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার অগ্রগতি তারিফযোগ্য।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পথে চ্যালেঞ্জ

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মকাণ্ডের সামনে মূল চ্যালেঞ্জগুলি হল :

- প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার আওতায় খোলা অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে বেশকিছু বর্তমানে চালু নেই। হাতে টাকাকড়ি না থাকায় কোনও কোনও অ্যাকাউন্ট হোল্ডাররা দীর্ঘদিন লেনদেন না করায় এইসব ব্যাঙ্ক খাতা সচল থাকছে না। এই প্রকল্পের ব্যয়সাশ্রয়ী দিক, অর্থাৎ অ্যাকাউন্টে যৎসামান্য অর্থ জমা রাখার নিয়ম, উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের পথে যেভাবে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা যথেষ্ট চিন্তার কারণ।
- অর্থনৈতিক নিরক্ষরতা, অর্থাৎ, আর্থিক বিষয়ে গ্রামাঞ্চলের পরিবারগুলির মধ্যে পর্যাপ্ত জ্ঞানগম্যির অভাব রয়ে গেছে। কাজেই বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেসব আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে, সচেতনতার অভাবে সে সম্পর্কে তারা অজ্ঞই থেকে যান।
- আরেকটি বিশেষ সমস্যা হল বিপুল সংখ্যক অ্যাকাউন্ট। নতুন করে যে প্রচুর সংখ্যক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে তথা আগে থেকেই চালু থাকা, এই সমস্ত অ্যাকাউন্টের জন্য পরিষেবা দিতে ই-পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সেজন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটানো নিতান্ত জরুরি।
- মানবসম্পদকে যথাযথভাবে পরিকল্পনা করে কাজে লাগাতে হবে। ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মীদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা যথেষ্ট বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- উপযুক্ত সুরক্ষার বাতাবরণ। বিশেষ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে বিপুল সংখ্যক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, সেই সূত্রে টাকাকড়ির বৈদ্যুতিন লেনদেনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার প্রশ্ন বেশ শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছে।
- লেনদেন ব্যবস্থাকে সহজতর করতে হবে। ব্যাঙ্ক লেনদেনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন নিয়মকানুন এখনও অনেকটাই সাধারণ মানুষের বোধবুদ্ধির বাইরে। তাই ব্যাঙ্কে যেতে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ পরিবারগুলি এখনও আড়ষ্ট বোধ করে। এখনও তারা মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।
- প্রযুক্তির ব্যাপকতর ব্যবহার জরুরি। ATM-এর মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা চালু হওয়ায় মানুষের অনেক সুবিধা হয়েছে। তা সত্ত্বেও ডেবিট কার্ড ব্যবহারের হার খুব কম। ব্যাঙ্কে আমানতকারীদের মধ্যে মাত্র ৩০ শতাংশের ডেবিট কার্ড রয়েছে।
- চাহিদা কম। প্রথমত, সাধারণভাবে উপার্জন কম বলে গ্রামের মানুষের হাতে বাড়তি টাকাপয়সা বেশি থাকে না। তা ছাড়া বিভিন্ন আর্থিক পণ্য সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানগম্যিরও অভাব রয়েছে। সেইসঙ্গে ব্যাঙ্কগুলি যে ধরনের আর্থিক পণ্য বাজারে আনে, সেসব প্রায়শই তাদের সাধ্যের বাইরে থাকে। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। গ্রামাঞ্চলের মানুষের উপার্জনের ধরনের সঙ্গে খাপ খায়, তথা তাদের প্রয়োজনের মেটানোর উপযোগী, এমন আর্থিক পণ্য ব্যাঙ্ক বাজারে আনে না। এসমস্তই গ্রামাঞ্চলের মানুষকে আর্থিক ব্যবস্থায় শামিল করার প্রচেষ্টায় মূল বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।
- প্রযুক্তি ব্যবহারের খরচ ও ঝুঁকি। ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দিতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের খরচ ক্রমশ বাড়ছে। তাছাড়া আর্থিক ক্ষতি, ডেটা চুরি, গোপনীয়তা ভঙ্গের মতো ঝুঁকিগুলি যথেষ্ট চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইসব ঝুঁকি সম্বন্ধে ব্যাঙ্কের তরফ থেকে খুব বেশি করে সতর্ক থাকতে হবে দরকার।
- সাইবার নিরাপত্তা। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার আওতায় গত তিন বছরে প্রায় ৩১ কোটি নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এর মধ্যে ৮০ শতাংশ গ্রাহকই জীবনে এই প্রথমবার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। ফলে সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি বিপদ ডেকে আনতে পারে। বিশেষ করে 'know your customer' সংক্রান্ত নিয়মাকানুন শিথিল করায় বিপদের সম্ভাবনা আরও বাড়ে।

সামনের পথ

দেশের মধ্যে তথা বাইরের দুনিয়ায়ও গত দু'দশকে ব্যাঙ্কিং ও আর্থিক শিল্পজগতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির দৌলতে বাণিজ্যিক মুনাফার সম্ভাবনার ছবিটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। বিশ্বজুড়েই বিভিন্ন দেশের সরকার এখন জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশের কাছে বিভিন্ন আর্থিক পরিষেবা পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছে। কারণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে। প্রথাগত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কম খরচে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণের সুবিধা মানুষের নাগালে পৌঁছে দেয়। আমানতকারীদের জমা পুঁজি সুরক্ষিত রাখে। সেইসঙ্গে আমানতকারীদের জমা টাকার উপর সুদ দেওয়ার ব্যবস্থা করে। সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করে ব্যাঙ্ক। এবং তার দৌলতেই দেশের আর্থিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়সম্পদ জোগাড় হয়। কাজেই, মানুষ তার নিজের সঞ্চিত অর্থকে ব্যাঙ্কে আমানত হিসাবে রাখবে কি না রাখবে, সেটা তার নিজের ব্যাপার হলেও, ব্যাঙ্কের কাছে তাদের গচ্ছিত আমানতের প্রয়োজনীয়তা রয়েই যায়,

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা তথা বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সচল রাখতে সহায়সম্পদ হিসাবে ব্যবহারের জন্য।

ভারতে আগামী কয়েক দশকের পরিস্থিতির নিরিখে কিছু বিষয়কে মাথায় রাখতে হবে।

- ভারতীয় অর্থনীতির সঙ্গে কৃষি ও গ্রামীণ কর্মকাণ্ডের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। কারণ, দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৬৬ শতাংশ এখনও গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন।
- বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৬ শতাংশের বাস ভারতে। কিন্তু বিশ্বের জনসম্পদের মাত্র ৪ শতাংশ রয়েছে ভারতে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য জলের অভাব দিন দিন তীব্র হয়ে উঠবে।
- দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা তথা দ্রুত নগরায়ন ও শিল্পায়নের কারণে জমির সংকট প্রকট হবে। ফলস্বরূপ, খাদ্যশস্য ও কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের খরচ বাড়বে।
- ২০১৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী, দেশে মোট ১২৩ কোটি আমানত অ্যাকাউন্ট ছিল। এছাড়া ডাকঘরগুলিতে ছিল ২৮ কোটি অ্যাকাউন্ট। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার আওতায় ব্যাঙ্কগুলিতে খোলা হয়েছে আরও ৩১ কোটি নতুন অ্যাকাউন্ট। তা বাদে প্রধানমন্ত্রী যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির কথা ঘোষণা করেছেন সেগুলিও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মাধ্যমেই পরিচালিত হবে। সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিসীমায় ব্যাঙ্কিং কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটাবে মুদ্রা (MUDRA) ব্যাঙ্ক।
- জনধন যোজনার আওতায় খোলা নতুন অ্যাকাউন্ট এবং সম্প্রতি যে সব প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে করে ব্যাঙ্কিং কর্মকাণ্ডের পরিসর ব্যাপকভাবে বাড়বে। ব্যাঙ্কের শাখা নেই, এমন সব এলাকাতেও ব্যাঙ্কিং পরিষেবার চাহিদা তৈরি হবে। ফলে প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির পরিষেবা প্রদানের খরচ বাড়বে।
- প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সরাসরি সহায়সম্পদ মানুষের কাছে হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেছে সরকার। সরাসরি উপকার হস্তান্তর (DBT) কার্যকর হওয়ার দৌলতে জনসাধারণের, বিশেষ করে নিম্ন আয় গোষ্ঠীর মানুষের হাতে বাড়তি অর্থ সম্পদ আসবে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে গ্রামাঞ্চলের মানুষের ক্রয় ক্ষমতাও বাড়াতে হবে। ২০২২ সালের মধ্যে দেশের কৃষকদের আয় বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এই পরিস্থিতিতে দারিদ্র্যের নাগপাশ মুক্ত হতে পেরেছে, এমন জনসংখ্যার পরিমাণটা হিসবে করে দেখা দরকার।

উপসংহার ও সুপারিশ

গ্রাহকদের কাছে, তাদের সাধ্যে কুলাবে এমন দামে আর্থিক সহায়সম্পদ পৌঁছে দেওয়াই আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য। তবে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে দিন দিন যেভাবে জটিলতা বেড়ে চলেছে তাতে আগামী দিনের জন্য একটা পথনির্দেশিকা ও একটা নিয়ামক সংস্থার প্রয়োজন পড়বেই।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বড়োসড়ো সাফল্য পেতে, ডিজিটাইজেশনের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং তা নিয়ে আলোচনা দরকার। ভাষা ও লিপির বিচারে ভারত এক অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় দেশ। দেশের সাক্ষরতার হারও বেশ কম। ৭০ শতাংশ মানুষ সাক্ষর হলেও ইংরেজি জানা মানুষের সংখ্যা ১০ শতাংশের বেশি নয়। এদিকে সমস্ত বৈদ্যুতিন ডিভাইসে সমস্ত সংখ্যাই ইংরেজিতে লেখা থাকে। ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রেও সমস্ত নির্দেশিকাই ইংরেজিতে দেওয়া হয়। অদূর ভবিষ্যতের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতির সম্পূর্ণ ডিজিটাল হয়ে ওঠার পথে এটাই বড়ো কাঁটা। দেশের জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ৪০ কোটির কাছাকাছি মানুষ এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়ে গেছেন। আর জনসংখ্যার ৯০ শতাংশই অপ্রথাগত শিল্পক্ষেত্রে কর্মনিযুক্ত। ডিজিটাল অর্থনীতিতে সড়োগড়ো হতে এইসব মানুষের অনেক সময় লেগে যেতে পারে। তার উপর গ্রামাঞ্চলে দোকান, বাজার চত্বর বা সাময়িক কাজ চালানোর মতো গ্রামীণ কিয়স্কে ব্যবসায়িক লেনদেনের আয়তন এত ক্ষুদ্র যে, তাতে করে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের তথ্য পড়া এবং সেই সমস্ত তথ্য সুরক্ষিত রাখার মতো যন্ত্র বসানোর খরচ উশুলও হয় না। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই যন্ত্রপাতি বসানোর খরচখরচা জোগাড় এবং স্বল্প মাশুলে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট যোগাযোগ, এই দুটিও অন্যতম সমস্যা, যার আশু সমাধান জরুরি। বর্তমান ই-মানি ব্যবহারের সুযোগ শুধুমাত্র মূলত শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের উচ্চশিক্ষিত শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গ্রামাঞ্চলে স্মার্টফোন ব্যবহারের প্রচলন থাকলেও তা পরিবারের মাত্র একজন সদস্যের জিম্মাতেই থাকে। ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কাজকর্ম যেহেতু ব্যক্তি বিশেষের একান্ত নিজস্ব ব্যাপারের মধ্যে পড়ে, তাই স্মার্টফোন ব্যবহারের মাধ্যমে সে কাজ করার সুযোগ সীমিত। তাই ডিজিটাল অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ছকা প্রয়োজন। সেই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাবনিকাশ ও একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা স্থির করাও জরুরি। দ্রুত দেশকে ডিজিটাইজ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা দরকার। এই কমিটিকে বিভিন্ন সমস্যা বুঝতে হবে, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে এবং তারপর একাজে সফল হওয়ার লক্ষ্যে একটি পথ নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে। সরকার দেশের ১০০-টি শহরকে বাছাই করে স্মার্ট সিটির তালিকা ঘোষণা করেছে, যেসব শহরের জন্য ধাপে ধাপে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সুযোগসুবিধার বন্দোবস্ত করা হবে। এভাবেই স্মার্ট সিটি সংক্রান্ত ইস্যুটির সুরাহায় এগিয়েছে সরকার। ডিজিটাইজেশনের জন্যও একই রণকৌশল গ্রহণ করে বিভিন্ন পাইলট প্রোজেক্ট ও কর্মপরিকল্পনা হাতে নেওয়া যেতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটা সমস্যা স্পষ্ট করে নজরে পড়ছে। বিষয়টি অতিক্ষুদ্র ও গ্রামীণ ক্ষেত্রের উপর নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে জড়িত। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য ১৯৩৪ সালে স্থাপন করা হয় ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এদিকে, বহু দশক ধরেই আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক। তা সত্ত্বেও লক্ষ্য পূরণকে পাখির চোখ করে এগোনোর জন্য যে সমন্বিত কর্মপ্রচেষ্টা দরকার ছিল, তার অনুপস্থিতি প্রকট। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ভার অবিলম্বে নাবার্ডের হাতে তুলে দেওয়া জরুরি। কারণ দায়বদ্ধতা সহকারে কাজের দীর্ঘ চার দশকের অভিজ্ঞতা রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের। ❑

প্রসঙ্গ সামাজিক অন্তর্ভুক্তি : একটি পর্যালোচনা

ভি. শ্রীনিবাস

সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বলতে বোঝায়, নানা সামাজিক সুযোগসুবিধার নাগাল পাওয়া এবং তার দৌলতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। এইসব সুযোগসুবিধা অধরা থেকে যাওয়ার অর্থ, সামাজিকভাবে ব্রাত্য হয়ে থাকা, যার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ মানুষজন হয়ে পড়েন প্রান্তিক, দরিদ্র এবং আর্থিক বঞ্চনার শিকার। ভারতের সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচিগুলি এক সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিচালিত হয় এবং এগুলির রূপায়ণ কর্মকাণ্ড তদারকি করে একাধিক স্বাধীন মন্ত্রক। সরকারের নীতি অনুযায়ী যেসব অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি চালু করা হয়েছে, সেগুলির সার্বিক বাস্তবায়ন, ভারতকে তার অসহায় জনগোষ্ঠীর সুষ্ঠু ক্ষমতায়নের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বলতে বোঝায়, নানা সামাজিক সুযোগ সুবিধার নাগাল পাওয়া এবং তার দৌলতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। সামাজিক সুযোগ সুবিধার মধ্যে অন্যতম হল শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সামাজিক পরিষেবা এবং সামাজিক সুরক্ষা। এইসব সুযোগসুবিধা অধরা থেকে যাওয়ার অর্থ, সামাজিকভাবে ব্রাত্য হয়ে থাকা, যার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ মানুষজন হয়ে পড়েন প্রান্তিক, দরিদ্র এবং আর্থিক বঞ্চনার শিকার। বর্তমান নিবন্ধে বিশেষ করে শিশুকন্যা, মহিলা, দুর্বলতর শ্রেণি এবং বয়স্কদের মতো সমাজের অসহায় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত সরকারি নীতি ও কর্মসূচির বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

সাংবিধানিক সংস্থান

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই এদেশের সব নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার; চিন্তাভাবনা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, আস্থা ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা এবং সমান মর্যাদা ও সুযোগ প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধান সামাজিক অন্তর্ভুক্তির রূপরেখা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে সামাজিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে ৬-টি মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল— সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার, ধর্মাচরণের স্বাধীনতার অধিকার, শিক্ষা ও কৃষ্টির অধিকার এবং সাংবিধানিক সুরাহালাভের অধিকার। প্রতিবন্ধকতার শিকার মানুষজনের ক্ষেত্রেও এই অধিকারগুলি প্রযোজ্য।

সংবিধানের ১৫(৩) নং ধারা, মহিলা ও শিশুদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দিয়েছে রাষ্ট্রকে। এই ধারাটিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে সরকার চাকরিবাকরির ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণির পদ কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছে। পঞ্চায়েত বা পুরসভার মতো স্থানীয় সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলাদের জন্য পদ সংরক্ষণও এই ধারা মোতাবেকই করা হচ্ছে। সংবিধানের ১৫(৪) নং ধারায় রাষ্ট্রকে সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে থাকা শ্রেণির নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হতে বলা হয়েছে। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারি সাহায্য বিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এই সংস্থানে।

[লেখক ১৯৮৯ ব্যাচের ভারতীয় প্রশাসনিক কর্তৃকের আধিকারিক, বর্তমানে রাজস্থান রাজস্ব পর্ষদ ও রাজস্থান কর পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসাবে কর্মরত। আগে নয়াদিল্লির এইমস-এর প্রশাসনিক উপ-নির্দেশক এবং রাজস্থান সরকারের পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব ও জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (NRHM)-এর মিশন অধিকর্তার দায়িত্ব পালন করেছেন। ই-মেল : vsrinivas@nic.in]

সংবিধানের ১৭ নং ধারা মোতাবেক অস্পৃশ্যতা এবং তার যেকোনও রকম বহিঃপ্রকাশকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অস্পৃশ্যতার সূত্রে কোনও ব্যক্তিকে কোনও রকম প্রতিবন্ধকতার সামনে ফেলা হলে, আইনের চোখে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে।

সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ। ৩৮ নং ধারায় বলা হয়েছে, জাতীয় জীবনের সমস্ত প্রতিষ্ঠানে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে নাগরিকদের সামাজিক হক হিসাবে তাদের কল্যাণ সুনিশ্চিত ও কার্যকরভাবে সুরক্ষিত করতে জোর দিতে হবে। সংবিধানের ৩৯ নং ধারায় শিশুশ্রমকে নিষিদ্ধ এবং নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সমকাজে সমহারে পারিশ্রমিক দেওয়ার সংস্থানের উল্লেখ করা হয়েছে। ৪১ নং ধারায় কাজের অধিকার ও শিক্ষার অধিকারকে মান্যতা দেওয়ার পাশাপাশি বেকারত্ব, বার্ধক্য, অসুস্থতা, প্রতিবন্ধকতা এবং অন্যান্য অসহায়তার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে বলা হয়েছে। ৪২ নং ধারায় কর্মক্ষেত্রে কাজের উপযোগী সুষ্ঠু ও মানবিক পরিবেশ রক্ষা এবং মহিলা কর্মীদের মাতৃত্বকালীন সুযোগসুবিধা প্রদানের সংস্থান রয়েছে। সংবিধানের একাদশ তপশিলে, ২৪৩ জি ধারায় সামাজিক কল্যাণসাধনের পরিসরে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে বলা হয়েছে। দ্বাদশ তপশিলের ২৪৩ ডব্লু ধারায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী-সহ সমাজের দুর্বলতার শ্রেণির মানুষের স্বার্থরক্ষার উদ্যোগী হতে।

প্রশাসনিক কাঠামো

কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচিগুলি রূপায়ণের দায়িত্ব ন্যস্ত আছে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রক, নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক এবং সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রকের উপর।

● **সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক :** তপশিলি জাতি ভুক্ত মানুষের কল্যাণের জন্য ৪২-টি প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে আছে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক। মন্ত্রক এসব প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নে উদ্যোগী। বিশেষ করে (১) অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধকরণ, এবং (২) তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের ওপর হিংসা প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন দুটি বলবৎ করার দায়িত্বও এই মন্ত্রকের ওপরই ন্যস্ত। আইন দুটির পোশাকি নাম নাগরিক অধিকার রক্ষা আইন, ১৯৫৫ (Protection of Civil Rights Act 1955) এবং তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি (নির্যাতন প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯ [Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989]। সংবিধানের ৩৮৩ নং ধারা অনুযায়ী ১৯৯০ সালে তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষদের জন্য জাতীয় কমিশন গঠন করা হয়। তপশিলি জাতির জন্য যেসব সাংবিধানিক রক্ষাকবচ ও আইনকানুন বলবৎ আছে, সেগুলি যথাযথভাবে মেনে চলা হচ্ছে কিনা, তার উপর নজরদারি চালানো সংশ্লিষ্ট কমিশনের কাজ। এছাড়া তপশিলিদের ন্যায্য অধিকার ও সুরক্ষাকবচ থেকে বঞ্চিত করার সুনির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ এলে কমিশন তাও খতিয়ে দেখবে।

তপশিলি সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত ক্ষমতায়নের জন্য রয়েছে মাধ্যমিক পরবর্তী স্তরের পড়াশুনা চালাবার জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা। এতে করে মাধ্যমিক পরবর্তী স্তরগুলির শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে আর্থিক মদত মেলে তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে। রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফি, বই-ব্যাঙ্ক সুবিধা ও অন্যান্য ভাতা এই আর্থিক সহায়তার মধ্যে পড়ে। বাবু জগজীবন রাম ছাত্রাবাস যোজনায় মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে তপশিলি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। স্নাতকোত্তর স্তরের তপশিলি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে এমফিল ও পি.এইচ.ডি. ফেলোশিপের ব্যবস্থা করেছে। নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও পি.এইচ.ডি. স্তরের তপশিলি ছাত্রছাত্রীদের বিদেশে পড়াশোনার ক্ষেত্রে আর্থিক মদত জোগাতে National Overseas Scholarships Programme নামক কর্মসূচি রূপায়ণ করছে কেন্দ্রীয় সরকার।

তপশিলি জাতিভুক্তদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তপশিলি জাতি উপ-পরিকল্পনার (Scheduled Castes Sub-Plan—SCSP) আওতায় বিশেষ কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়া হয়। রাজ্য তপশিলি জাতি উন্নয়ন নিগমগুলি কেন্দ্রের সাহায্যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণ করছে। এর আওতায় ঋণ, মার্জিন মানি ও ভরতুকির সংস্থান করা হয়। তপশিলি জাতিভুক্ত পরিবারগুলিকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার জন্য জাতীয় তপশিলি অর্থ ও উন্নয়ন নিগম স্থাপন করা হয়েছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা তপশিলি যুবক-যুবতীদের দক্ষতা বিকাশ ও ব্যবসা পরিচালনার প্রশিক্ষণও দেয় এই নিগম। সাফাই কর্মী ও মলবাহকদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হয়েছে সাফাই কর্মচারী অর্থ ও উন্নয়ন নিগম।

● **প্রতিবন্ধী মানুষজনের (দিব্যাঙ্গজন) ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত দপ্তর :** এই দপ্তর বা বিভাগ প্রতিবন্ধী মানুষজনের কল্যাণ ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রণীত ও বলবৎ বিভিন্ন আইনকানুন নিয়ে কাজ করে। এই আইনগুলি হল—Rehabilitation Council of India Act 1992, The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act 1955, National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act 1999 ইত্যাদি।

সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অধীনে তিনটি বিধিবদ্ধ সংস্থা আছে। দিব্যাঙ্গদের পুনর্বাসন ও বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন শ্রেণির পেশাদারদের জন্য প্রশিক্ষণ নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি স্থির করার দায়িত্ব ন্যস্ত আছে ভারতীয় পুনর্বাসন পর্ষদের উপর। ১৯৫৫ সালে প্রণীত Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full

Participation) আইনের অধীনে একজন মুখ্য কমিশনারকে বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিবন্ধী মানুষদের সঙ্গে সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড পরিচালনায় নিযুক্ত কমিশনারদের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন করার জন্য যাবতীয় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল ট্রাস্ট বা জাতীয় অছি পরিষদ আর একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা, যার কাজ প্রতিবন্ধী মানুষজনকে যথাসম্ভব আত্মনির্ভরভাবে জীবন কাটাতে সাহায্য করা এবং প্রয়োজন মাফিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত নথিভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। ভারতে প্রতিবন্ধী মানুষজনের হরেক সমস্যা রয়েছে। প্রতিবন্ধকতার মূল ক্ষেত্রগুলির সমস্যা মোকাবিলায় ৬-টি শীর্ষস্থানীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে। প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণদানের সুযোগ বাড়াতে ভারতে শীর্ষস্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান হল National Handicapped Finance And Development Corporation বা জাতীয় প্রতিবন্ধী অর্থসংস্থান ও উন্নয়ন নিগম। দিব্যাঙ্গজনদের জন্য প্রতিবন্ধকতামুক্ত ও অনুকূল পরিবেশ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর গোটা দেশজুড়ে 'Accessible India' বা 'নাগালের মধ্যে ভারত' নামক ফ্ল্যাগশিপ প্রচারাভিযানের সূচনা করেছেন।

● **আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক :** তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক পরিকল্পিত ও সমন্বিত পথে এগোতে লক্ষ্যভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণের উদ্দেশ্য নিয়ে আদিবাসী বিষয়ক পৃথক মন্ত্রক গঠিত হয়েছিল। সংবিধানের ২৪৪(১) নং ধারায় তপশিলভুক্ত এলাকাগুলি প্রজ্ঞাপিত করা হয়। ২৪৪(২) নং ধারায় অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরামের এই তপশিলভুক্ত এলাকাগুলিকে আদিবাসী এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির জন্য গঠন করা হয় জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক রাজ্যগুলিকে আদিবাসী উপ-পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় বিশেষ কেন্দ্রীয় সাহায্য, সংবিধানের ২৭৫(১) ধারার আওতায় অনুদান, একলব্য আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয়ের জন্য অনুদান, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য শিক্ষা অনুদান, আদিবাসী উপ-পরিকল্পনা প্রকল্প এলাকায় আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অনুদান, ছোটখাটো বনজ সামগ্রীর জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য হিসাবে জীবিকা সহায়ক অনুদান প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এছাড়াও মন্ত্রকের পক্ষ থেকে ভারতীয় আদিবাসী সমবায় ও বিপণন ফেডারেশন এবং রাজ্য আদিবাসী সমবায় ও বিপণন ফেডারেশনগুলিকে ইক্যুইটি সহায়তা জোগানো হয়। আদিবাসীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তাদের আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর করে তুলতে স্বরোজগার উদ্যোগ স্থাপনে অর্থ সহায়তা দেয় জাতীয় তপশিলি উপজাতি অর্থসংস্থান ও বিকাশ নিগম। আদিবাসীদের অধিকারের সুরক্ষায় সংবিধানের ৩৩৮এ ধারার আওতায় স্বশাসিত সংস্থা হিসাবে গঠন করা হয়েছে জাতীয় তপশিলি উপজাতি কমিশন।

● **বয়স্কদের জন্য জাতীয় নীতি :** বয়স্কদের জন্য ভারতের জাতীয় নীতিতে ব্যক্তিবিশেষকে নিজের এবং তার স্বামী বা স্ত্রীর বৃদ্ধ বয়সের জন্য সংস্থানের ক্ষেত্রে প্রোৎসাহন জোগানো হয়। পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের দেখভাল করতে উৎসাহিত করা হয় পরিবারগুলিকে। সেইসঙ্গে প্রবীণদের পরিচর্যায় নিযুক্ত পেশাদার তথা পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার জন্য প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগসুবিধা বাড়াতে নজর দেওয়া হয়েছে। বয়স্কদের জন্য উপযোগী নীতি প্রণয়নে সরকারকে পরমর্শ দিতে তথা সাহায্য করতে গড়ে তোলা হয়েছে জাতীয় পরিষদ, যার পোশাকি নাম National Council for Older Persons।

● **নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক :** নারী ও শিশুদের অধিকার রক্ষা এবং এদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন দায়দায়িত্ব পালনের ভার ন্যস্ত করতে ২০০৬ সালে নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক গঠন করা হয়। মহিলা ও শিশুদের অস্তিত্ব রক্ষা, সুরক্ষা প্রদান, উন্নয়ন এবং সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা, এই সার্বিক লক্ষ্য পূরণই মন্ত্রকের উদ্দেশ্য। এছাড়াও আশা করা হয় যে নারী ও শিশু বিষয়ক বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচির ক্ষেত্রে আন্তঃমন্ত্রক ও আন্তঃরাজ্য সমন্বয়সাধনের কাজটিও করবে নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক। মহিলাদের ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত জাতীয় নীতিতে (National Policy for Empowerment of Women) মহিলাদের প্রতি বৈষম্য দূর, এসংক্রান্ত চালু প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও ক্ষমতাধর করে তোলা, মহিলাদের সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগের সংস্থান, সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের সমান অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় লিঙ্গবৈষম্যের কোনও অবকাশ যাতে না থাকে তা নিশ্চিত করতে

ঠিক কী উচিত বা অনুচিত তার বিশদ নিদান দেওয়া হয়েছে। এই নীতিতে যে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছে তা অবলম্বন করেই সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

মহিলা ও শিশুদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন আইনকানুন সঠিকভাবে বলবৎ হচ্ছে কি না, তা দেখভালের দায়িত্ব নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের ওপর ন্যস্ত। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—পণপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন, বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন, কর্মস্থলে মহিলাদের যৌন হেনস্থা (প্রতিরোধ, নিষিদ্ধকরণ ও সুরাহা) আইন, অপ্রাপ্তবয়স্ক বিচারপ্রক্রিয়া (শিশুদের পরিচর্যা ও সুরক্ষা) সংশোধনী আইন ২০১১ প্রভৃতি।

নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের মদতে জাতীয় মহিলা কমিশন National Commission for Women) এবং শিশু অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় কমিশন (National Commission for Protection of Child Rights) গঠন করা হয়েছে। নাম থেকেই স্পষ্ট, এই দুই আয়োগ বা কমিশনের উদ্দেশ্য হল যথাক্রমে নারীসমাজের অধিকার সুরক্ষিত করা ও শিশুদের অধিকার রক্ষা। জাতীয় মহিলা কমিশন দিল্লিতে সচেতনতা প্রসারের লক্ষ্যে "হিংসামুক্ত ঘরসংসার—এক মহিলার অধিকার" শীর্ষক প্রচারাভিযান শুরু করেছে। যৌন নির্যাতনের হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করতে ২০১২ সালের ১৪ নভেম্বর থেকে বলবৎ করা হয়েছে Protection of Children from Sexual Offences Act 2012। ১৮ বছরের কমবয়সি সমস্ত শিশুকে শ্লীলতাহানি ও যৌন হেনস্থার হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে লাগু হয়েছে এই আইন।

নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক যেসব অগ্রণী প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে আছে, তার মধ্যে অন্যতম সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প বা ICDS, মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গৃহীত বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্প এবং নারী ও শিশু বিকাশের ক্ষেত্রে গৃহীত একগুচ্ছ অনুদান সাহায্য প্রকল্প। ICDS প্রকল্পটির ছত্রচ্ছায়ায় আছে ৬-টি কর্মসূচি। অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবা প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনা, জাতীয় ক্রেশ প্রকল্প, পোষণ অভিযান, বয়ঃসন্ধির কিশোরীদের জন্য প্রকল্প এবং শিশু সুরক্ষা প্রকল্প। ICDS-এর লক্ষ্য হল গর্ভবতী মহিলা, স্তন্যদাত্রী মা এবং ৬ বছরের কমবয়সি শিশুদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের মানের উন্নতিসাধন, সেইসাথে তাদের মধ্যে মৃত্যু ও অপুষ্টির হার কমানো। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্প চালু করা হয়েছে কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার হার বাড়ানো এবং তাদের যথাযথ শিক্ষা দানে উদ্যোগী হতে জনসচেতনতার প্রসার ঘটাতে। গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ ও কন্যাভ্রূণ হত্যার প্রথা নির্মূল করে কন্যাসন্তানদের জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়া নিশ্চিত করা ও সুরক্ষিতভাবে বাঁচিয়ে রাখা, শিক্ষাদান এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অবকাশ সৃষ্টি এই প্রকল্পের সার্বিক লক্ষ্য। দেশের মধ্যে লিঙ্গবৈষম্য চরম সঙ্কটজনক আকার ধারণ করেছে এমন জেলাগুলিতে জন্মের সময়কালীন লিঙ্গানুপাত প্রতি বছর ২ পয়েন্ট করে বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে।

চলতি বছরের ৮ মার্চ তারিখে, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে রাজস্থানের ঝুনঝুনু থেকে জাতীয় পুষ্টি মিশনের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। সেইসঙ্গে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি গোটা দেশজুড়ে সম্প্রসারিত করার কথা ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের কোনও প্রশ্নই নেই, মেয়েরাও যাতে ছেলেদের মতো সমান তালে পড়াশোনার সুযোগ পায়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, মেয়েরা কোনও বোঝা নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অসাধারণ সাফল্য দেশকে চূড়ান্ত গর্বিত করছে।

শেষকথা

ভারতের সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচিগুলি এক সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিচালিত হয় এবং এগুলির রূপায়ণ কর্মকাণ্ড তদারকি করে একাধিক স্বাধীন মন্ত্রক। রয়েছে পর্যাপ্ত তহবিলের সংস্থানও। দেশের অসহায় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় যেসব অধিকার ভারতীয় সংবিধান তাদের দিয়েছে, তা রক্ষা করার জন্য শুধুমাত্র বিধিবদ্ধ আইনি সংস্থা লাগু করে হাত গুটিয়ে ফেলা হয়নি, সেই সঙ্গে গড়ে তোলা হয়েছে স্বশাসিত জাতীয় কমিশনও। সরকারের নীতি অনুযায়ী যেসব অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি চালু করা হয়েছে, সেগুলি রূপায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শীর্ষস্থানীয় অর্থসংস্থান ও বিকাশ নিগমগুলিকে। এইসব জাতীয় নীতির সার্বিক বাস্তবায়ন, ভারতকে তার অসহায় জনগোষ্ঠীর সুষ্ঠু ক্ষমতায়নের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।❑

জানেন কি?

মাতৃত্ব, সদ্যজাত ও শিশু স্বাস্থ্যের জন্য বিশ্ব জোট

বিশ্বের ৭৭-টি দেশের ১ হাজারেরও বেশ প্রতিষ্ঠান মাতৃত্ব, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্যের জন্য একটি জোট গড়ে তুলেছে, যার পোশাকি নাম Partnership for Maternal, Newborn and Child Health (PMNCH)। এই বহুপাক্ষিক অংশদারী সমন্বিত জোটের আহ্বায়ক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা World Health Organization (WHO)। জোটের সদর দফতর অবস্থিত সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে। এই জোট গঠনের দৌলতে সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য একটি সাধারণ মঞ্চ তৈরি হয়েছে। একযোগে লক্ষ্যমাত্রা ও রণকৌশল স্থির এবং সহায়সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে মাতৃত্ব, নবজাতক, শিশু ও বয়ঃসন্ধি স্বাস্থ্যের মানোন্নয়নে জোটবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য। PMNCH প্রজনন, মাতৃত্ব, নবজাত এবং শিশু স্বাস্থ্য (Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health বা RMNCH) ক্ষেত্রে তার সদস্যদের নিয়ে কাজ করে। এই জোটে দশ ধরনের পক্ষের সমাবেশ ঘটেছে। (১) সদস্য দেশ, (২) অনুদাতা দাতা ও অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান, (৩) আন্তঃসরকারি প্রতিষ্ঠান, (৪) অসরকারি প্রতিষ্ঠান বা NGO, (৫) শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, (৬) বয়ঃসন্ধি ও যুবসমাজ, (৭) স্বাস্থ্য পরিচর্যার সঙ্গে যুক্ত পেশাদার সংস্থা, (৮) বেসরকারি ক্ষেত্রের সদস্য, (৯) রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন এজেন্সি, এবং (১০) বিশ্ব অর্থসংস্থানকারী ব্যবস্থাপনা।

তিনটি প্রতিষ্ঠান থেকে ৮০ সদস্যকে একত্রিত করে এই জোট গঠন হয় ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই তিন প্রতিষ্ঠান হল, নিরাপদ মাতৃত্ব ও নবজাতক স্বাস্থ্যের জন্য জোট (Partnership for Safe Motherhood and Newborn Health), সুস্থসবল নবজাতক জোট (Healthy Newborn Partnership) এবং শিশু জীবিতাবস্থা জোট (Child Survival Partnership)। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা Millennium Development Goals (MDGs), বিশেষত MDGs ৪ এবং ৫, মাতৃমৃত্যু ও পাঁচ বছরের কমবয়সি শিশুমৃত্যুর হার কমাতে আহ্বান জানায়। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মতৈক্য গড়ে তোলা তথা জোটবদ্ধভাবে কাজ করে সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণকে পাখির চোখ করে এগোচ্ছে PMNCH। যে বিষয়ে জোট নির্দিষ্টভাবে নজর দিচ্ছে, তা হল, নারী ও বয়ঃসন্ধির কিশোরীদের যৌন ও প্রজননগত স্বাস্থ্য চাহিদা ও অধিকার, গর্ভবস্থাকালীন পরিচর্যা, নিরাপদ প্রসব, নবজাতকের জন্মের পর প্রথম সপ্তাহ এবং শিশুদের জীবনের প্রথম কয়েক বছর, এইভাবে ধারাবাহিক পরিচর্যার বন্দোবস্তের উপর গুরুত্বদান।

জোটের ভিসন ও মিশন

এমন এক বিশ্ব গড়ে তোলা যেখানে প্রত্যেকটি মহিলা, শিশু ও বয়ঃসন্ধির কিশোরী জীবনের প্রতিটি পর্বে নিজেদের দৈহিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের অধিকার বিষয়ে সচেতন থাকবে। সুস্থভাবে বেঁচে থাকাকে নিজেদের ন্যায্য হক বলে উপলব্ধি করবে। যাবতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধার লাভ ওঠাতে পারবে। তথা এক সমৃদ্ধ ও সুস্থায়ী সমাজ গড়ে তুলতে পুরদস্তুর অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে নিজেদের অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

নারী, শিশু ও বয়ঃসন্ধির কিশোরীদের শরীরস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে যে বিশ্ব রণকৌশল (Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' Health) গ্রহণ করা হয়েছে, তা সফলভাবে রূপায়ণে এই জোট গঠন বিশেষ কাজে আসবে। কারণ, উল্লিখিত জোটের ঘোষিত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা মিশনই হল, এক বহুপাক্ষিক মঞ্চ গঠন করে সদস্যদের আরও বেশি করে বিবিধ কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন ভূমিকায় যুক্ত করে, তথা দায়বদ্ধতার অবকাশ বৃদ্ধির সূত্রে উল্লেখিত রণকৌশলের বাস্তবায়নে সাহায্যের হার প্রসারিত করা। যাতে করে অধুনা জোটে শামিল সদস্যরা আগে আলাদা আলাদা ভাবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজ করে যে সাফল্য পাচ্ছিল, জোটবদ্ধভাবে কাজ করে তার থেকে অনেকটাই বেশি সফলতা অর্জন করতে পারে।

দুনিয়াজুড়ে সর্বত্র নারী, সদ্যজাত, শিশু এবং বয়ঃসন্ধির কিশোরীদের স্বাস্থ্যচিত্রের মানোন্নয়নে এই জোট এক গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যমান্য পদক্ষেপ নিয়েছে। উল্লিখিত লক্ষ্যপূরণে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তরফকে দায়বদ্ধতা সহকারে বিবিধ ভূমিকা পালনে শামিল করে জোটবদ্ধভাবে গোটা কর্মকাণ্ড চালানো হবে। এই জোট চারটি বিষয়কে নিজেদের মূল শক্তি হিসাবে গণ্য করে তার উপর বিশেষভাবে মনোনিবেশ করছে। একজোট হয়ে কাজ করা, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পদক্ষেপ গ্রহণ, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ গ্রহণ এবং কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা। এই চার বৈশিষ্ট্যের দৌলতে প্রতিটি নারী ও প্রতিটি শিশুর প্রয়োজনে তাদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার যে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে তা সার্থক রূপ পাবে। পাশাপাশি, বিশ্ব রণকৌশলের (Global Strategy) টার্গেটের উপর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নজর দিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে এর অন্তর্গত যাবতীয় লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সাফল্য পেতে এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত তরফ বা সদস্যদেরকে একযোগে কাজ চালিয়ে যেতে সহায়তা জোগানো যাবে। এই লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে অন্যতম হল :

- বিশ্বজুড়ে প্রতি ১ লক্ষ শিশু জীবিতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনা পিছু মাতৃ মৃত্যুর সংখ্যা ৭০ বা তার কমে নামিয়ে আনা [SDG3.1]।

● প্রতিটি দেশে প্রতি ১ হাজার জন শিশু জীবিতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনা পিছু সদ্যজাতের মৃত্যুর সংখ্যা ১২ বা তার কমে নামিয়ে আনা [SDG3.2]।

● প্রতিটি দেশে প্রতি ১ হাজার জন শিশু জীবিতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনা পিছু পাঁচ বছরের কমবয়সি শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ২৫ বা তার কমে নামিয়ে আনা [SDG3.2]।

● যৌন ও প্রজননগত সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি যাতে সব মানুষের নাগালে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়, তথা নিজের নিজের ক্ষেত্রে প্রজনন সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার হক মানুষের থাকে, তা সুনিশ্চিত করা [SDG3.7/5.6]; এবং

● যেসব জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পরিবার পরিকল্পনার জন্য গ্রহণ করা হয়, তার মধ্যে অন্তত ৭৫ শতাংশ ক্ষেত্রে যেন আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রক সামগ্রী (contraceptives) ব্যবহৃত হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

পার্টনারস ফোরাম

PMNCH-'The Partnership', এই জোটের মাথার উপরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে সংগঠন আছে, সেটিই হল পার্টনারস ফোরাম। সংশ্লিষ্ট সমস্ত তরফ এবং সদস্যদের নিয়ে গঠিত এই সংগঠন প্রতি দু' বছর অন্তর আয়োজিত বিশ্ব মাতৃত্ব, সদ্যজাত এবং শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্মেলনের মঞ্চে মিলিত হয়।

ফোরামের এই মিটিং 'The Partnership' গঠনের উদ্দেশ্য ও তার ঘোষিত মিশনে উল্লিখিত অঙ্গীকারগুলি মাজাঘষা করার জন্য এক নিয়মিত বিশ্বজোড়া মঞ্চ হিসাবে কাজ করে। উল্লেখ করা যেতে পারে, এই জোট বা 'The Partnership' নির্ধারিত অগ্রাধিকার ও রণকৌশল বিষয়ে মোটের উপর এক সহমত পোষণের জায়গায় পৌঁছাতে তথা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিবিধ উচ্চমানের বিশ্বস্তরীয় পরামর্শ জোটাতে ফোরামের এই দ্বিবার্ষিক মিটিং বিশেষ কাজে আসে।

'The Partnership' বা জোটভুক্ত সমস্ত তরফের প্রতিনিধিরা পার্টনারস ফোরামের বোর্ডে শামিল। ফলে, জোটের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সদস্যদের দায়বদ্ধতা বাড়ে এবং পাশাপাশি শীর্ষস্তরীয় রাজনৈতিক মহলের তরফেও অঙ্গীকার বজায় থাকে তথা সে অঙ্গীকার আরও জোরদার হয়। তথ্য ও অভিজ্ঞতার সক্রিয় আদান-প্রদানের মাধ্যমে ফোরাম তাদের পরিকল্পনা এবং কর্মকাণ্ডকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পায়। বোর্ডের মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়োজন আছে এমন কোনও বিশেষ সুযোগ বা প্রতিবন্ধকতাকে আলাদা করে চিহ্নিত করে পাটনার্স ফোরাম। সাম্প্রতিক কয়েক বছরের মধ্যে তিনটি পাটনার্স ফোরাম আয়োজন করা হয়েছে, ২০০৮ সালে তানজানিয়ায়, ২০১০ সালে ভারতে এবং ২০১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায়।

বর্তমানে বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন শ্রীমতি গার্সা ম্যাকেল। Africa Progress Panel এবং রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের Millennium Development Goals Advocacy Group-এ তার অবদান ব্যাপক তারিফ কুড়িয়েছে। বোর্ডের সহ-চেয়ারম্যানের পদে বর্তমানে আসীন রয়েছেন ভারত সরকারের প্রতিনিধি সি. কে. মিশ্রা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি ড. ফ্লেভিয়া বাস্ত্রেও।

সাম্প্রতিক কার্যকলাপ

চলতি বছরের ২৫ থেকে ২৮ মার্চ, এই চার দিন ধরে সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে ১৩৮তম Inter-Parliamentary Union (IPU) সভা অনুষ্ঠিত হয়। IPU এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় PMNCH বয়ঃসন্ধি স্বাস্থ্য বিষয়ে 'Ensuring accountability and oversight for adolescent health' শীর্ষক এক অধিবেশের আয়োজন করে।

চলতি বছরের ১১ এপ্রিল তারিখে নয়াদিল্লিতে PMNCH-এর এক প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়ে অনুরোধ করে। এই প্রতিনিধি দলে শামিল ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের মন্ত্রী জে. পি. নাড্ডা, চিলির প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা PMNCH বোর্ডের পরবর্তী চেয়ারম্যান ড. মিশেল ব্যাচেলেট। প্রধানমন্ত্রী সানন্দে PMNCH ফোরামের পৃষ্ঠপোষক হতে রাজি হন এবং ফোরামের লোগো গ্রহণ করেন।

চলতি বছরের ১২ এবং ১৩ ডিসেম্বর তারিখে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পরবর্তী পাটনার্স ফোরাম, ২০১৮। বিশ্বের উন্নয়ন ক্যালেন্ডারে এক অন্যতম মুখ্য অনুষ্ঠান হিসাবে পাটনার্স ফোরাম দেশে দেশে নারী, শিশু ও বয়ঃসন্ধি স্বাস্থ্যচিত্রের উন্নতিকল্পে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (২০১৬-২০৩০) বিশ্বের সমস্ত নারী ও শিশুর জন্য গৃহীত বিশ্ব রণকৌশলের বাস্তবায়ন তথা আরও ব্যাপকতর অর্থে ২০৩০ সালের মধ্যে SDG (Sustainable Development Goals) নথিতে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কর্মকাণ্ডে গতি আনতে জোর দেবে।

২০১৮ সালকে কাজের অগ্রগতির জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ বছর হিসাব তুলে ধরে পাটনার্স ফোরাম নারী, শিশু ও বয়ঃসন্ধি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অর্থসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে বিভিন্ন তরফের থেকে আর্থিক সাহায্য সুবিন্যস্ত করতে চলেছে। Global Financing Facility (GFF)-র আহ্বানের সঙ্গে তাল মিলিয়েই এই উদ্যোগ নিয়েছে ফোরাম। Independent Accountability Panel (IAP)-এর ২০১৭ সালের প্রতিবেদনে নতুন যেসব সুপারিশ ছাপা হয়েছে, তার উপরও কাজ করবে পাটনার্স ফোরাম। এই প্রতিবেদন, EWEC Partners' Framework 2020 অনুযায়ী, যে অগ্রগতি ইতোমধ্যে হয়েছে, তার যৌথ পর্যালোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তরফকে নিয়ে এক মঞ্চ গঠন করার প্রস্তাব রেখেছে। ❑

সংকলন : যোজনা ব্যুরো

যোজনা ? কুইজ

এবারের বিষয় : পশ্চিমবঙ্গ

১. পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ভাষা হল ইংরেজি ও বাংলা, তা বাদে এরাজ্যে দ্বিতীয় সরকারি ভাষা (Second Official Language) হিসাবে কয়টি ভাষা চালু আছে?

২. চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ সরকারি ভাষা (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল, ২০১৮ বিধানসভায় পাসের মাধ্যমে কামতাপুরি, রাজবংশী ও কুমরালি এই তিন ভাষা দ্বিতীয় সরকারি ভাষার মর্যাদা পায়। সে বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ মেনে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়, তার শীর্ষে ছিলেন কে?

৩. জনসংখ্যা ও জনঘনত্বের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা কোনটি?

৪. পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ আদিবাসী ভাষা অস্ট্রো-এশিয়াটিক এবং তিব্বতীয়-বর্মী ভাষা পরিবার থেকে উদ্ভূত। একমাত্র ব্যতিক্রম, ডুয়ার্স অঞ্চলের বাসিন্দা ওঁরাও জনগোষ্ঠীর ভাষা কুরুখ কোন ভাষা পরিবারভুক্ত?

৫. পশ্চিমবঙ্গের জেলার সংখ্যা বর্তমানে ২৩। এর মধ্যে একমাত্র কোন জেলাটির একশো শতাংশ এলাকা শহরাঞ্চলভুক্ত?

৬. পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলি মোট কয়টি বিভাগ বা ডিভিশনের আওতাভুক্ত?

৭. পশ্চিমবঙ্গের কোন পুরসভা ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মেক্সিকো সিটিতে অনুষ্ঠিত C4o মেয়র সামিটে শহরের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ক্যাটেগরিতে অকল্যান্ড ও মিলানের মতো শহরকে হারিয়ে প্রথম পুরস্কার পায়?

৮. পশ্চিমবঙ্গের ২৩তম জেলা হিসাবে সম্প্রতি আত্মপ্রকাশ করেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলা। কোন দিনটিকে এই জেলার জন্ম দিবস হিসাবে পালন করা হবে বলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে স্থির করা হয়েছে?

৯. জনসংখ্যার নিরিখে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের জেলাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট জেলার তালিকায় প্রথম দশের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গের কয়টি জেলা?

১০. পশ্চিমবঙ্গের মোট কয়টি জেলার উপর দিয়ে Tropic of Cancer বা কর্কট ক্রান্তি রেখা প্রসারিত হয়েছে?

১১. পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় TFR বা Total Fertility Rate (একজন মহিলার জীবদ্দশায় তার গর্ভে মোট কয়টি শিশুর জন্ম হয়েছে) সবচেয়ে বেশি এবং কোন জেলায় তা সবচেয়ে কম?

১২. এরাজ্য উৎপাদিত হস্তশিল্প ও বয়নশিল্পজাত সামগ্রীর বিপণন প্রসারের উদ্দেশ্যে ২০১৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে MSME এন্টারপ্রাইজ গঠন করে সেটির নাম কী?

১৩. পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মোট আসন সংখ্যা ২৯৫, এর মধ্যে ২৯৪ জন সদস্য সরাসরি বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন, বাকি পদটি কীভাবে পূরণ হয়?

১৪. এরাজ্যের বার্ষিক মাথাপিছু মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) পরিমাণ কত?

১৫. মানব উন্নয়ন সূচকে পশ্চিমবঙ্গের মান কত, এরাজ্য মানব উন্নয়ন সূচকের নিরিখে দেশের মধ্যে কততম স্থানে আছে?

১৬. চলতি বছরে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের তরফে গ্রাম পঞ্চায়েত বিকাশ যোজনার আওতায় প্রদত্ত দেশের আড়াই লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে থেকে সেরা পঞ্চায়েতের পুরস্কার পায় কোন গ্রাম পঞ্চায়েতটি?

১৭. বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে অবস্থিত UNESCO World Heritage Site-এর সংখ্যা দুই (সুন্দরবন এবং দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে), এরাজ্যের আরও কয়টি স্থান এই তালিকায় ঠাঁই পাওয়ার জন্য বিবেচনাধীন?

১৮. ২০১৪ সালের ২৪ জুন তারিখ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে জেলার সংখ্যা ছিল ১৯, তারপর থেকে এরাজ্যে কোন কোন জেলা গঠিত হয়েছে?

১৯. পশ্চিমবঙ্গের ভূখণ্ডের মধ্যে কয়টি রাজ্য সড়ক আছে?

২০. পশ্চিমবঙ্গের ভূখণ্ডের মধ্যে দিয়ে কয়টি জাতীয় সড়ক গেছে?

উত্তর :
১. ৯-টি (উর্দু, পাঞ্জাবি, নেপালি, হিন্দি, সাঁওতালি, ওড়িয়া, কামতাপুরি, রাজবংশী ও কুরমালি)। ২. নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ি। ৩. উত্তর ২৪ পরগণা (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জেলার জনসংখ্যা ১ কোটি ৯ হাজার ৭৮১)। ৪. দ্রাবিড় ভাষা পরিবার। ৫. কলকাতা জেলা। ৬. ৫-টি ডিভিশন (মালদা ডিভিশন, বর্ধমান ডিভিশন, জলপাইগুড়ি ডিভিশন, প্রেসিডেন্সি ডিভিশন এবং মেদিনীপুর ডিভিসন)। ৭. উত্তরপাড়া-কোতরং পুরসভা। ৮. ৭ এপ্রিল। ৯. ৪ জেলা (উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, অবিভক্ত বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ যথাক্রমে দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং নবম স্থানে)। ১০. ৪ জেলার উপর দিয়ে (পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, অবিভক্ত বর্ধমান ও নদীয়া। ১১. যথাক্রমে উত্তর দিনাজপুর (৪.৩) এবং কলকাতা (১.৪)। ১২. বিশ্ব বাংলা। ১৩. অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের থেকে একজন সদস্যকে বিধায়ক হিসাবে মনোনিত করা হয়। ১৪. ৭৮,৯০৩ টাকা (West Bengal Budget Analysis 2018-19) অনুযায়ী। ১৫. ০.৬০৪ (মাঝারি), ২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী ১৩তম। ১৬. দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত (দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলাভুক্ত, এই পুরস্কারের আর্থিক মূল্য ২০ লক্ষ টাকা)। ১৭. ৩-টি (বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দির, নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যান, এবং শান্তিনিকেতন)। ১৮. ঝাড়গ্রাম, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং এবং বর্ধমান জেলা ভেঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান। ১৯. ১৫-টি (১, ২, ৩, ৪, ৪এ, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪, এবং ১৫ নং রাজ্য সড়ক। ২০. ১৬-টি (২, ৬, ৩১, ৩১এ, ৩১সি, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৪১, ৫৫, ৬০, ৬০এ, ৮০, ৮১, ১১৭এ, এবং ১১৬ বি নং জাতীয় সড়ক)।❑

এবারের বিষয় : বিশ্ব প্রেস স্বাধীনতা দিবস

৩ মে। বিশ্ব প্রেস স্বাধীনতা দিবস (World Press Freedom Day)। প্রেস, অর্থাৎ সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার মৌলিক নীতি উদ্‌যাপন, বিশ্বজুড়ে স্বাধীনতার নিরিখে সংবাদমাধ্যমের অবস্থানের মূল্যায়ন, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর হানা আক্রমণ রোখা আর পেশাগত দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে করতে যে সকল সাংবাদিকরা নিজেদের প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানোর বিশেষ দিন। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করা হয় এদিন। সরকার পক্ষকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রতি তাদের অঙ্গীকারকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতা ও পেশাদারিত্বের নিরিখে নিজেদের ভূমিকার উপরও আত্মসমীক্ষা করেন এই ক্ষেত্রে কর্মরত পেশাদাররা।

১৯৯১ সাল। রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক শাখা United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO)-র ২৬তম সাধারণ সম্মেলন। সেই সম্মেলনে গৃহীত একটি সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৯৩ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভা প্রত্যেক বছর ৩ মে বিশ্ব প্রেস স্বাধীনতা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর নেপথ্যে ছিল আফ্রিকার সাংবাদিকদের দ্বারা প্রণীত ১৯৯১ সালের Windhoek Declaration, যার মূল বিষয়বস্তু ছিল সংবাদমাধ্যমের বহুত্ববাদ ও স্বাধীনতা।

এই বিশেষ দিনটিতে বিশ্বনাগরিকদের সমক্ষে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ ও আক্রমণের ঘটনাগুলিকে তুলে ধরা হয়—মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে বিশ্বজুড়ে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে প্রকাশ করার আগে বার্তা সেন্সর করা হয়, প্রকাশনের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় জরিমানা, কখনও আবার জোর করে কাজকর্ম বন্ধ করিয়ে রাখা হয় বা প্রতিষ্ঠানটির ঝাঁপ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি সাংবাদিক/সম্পাদক/প্রকাশকদের উপর চলে জুলুমবাজি, হামলা, নির্যাতন, আটক করে রাখা, এমনকী খুনের মত ঘটনাও।

Guillermo Cano Isaza। কলম্বিয়ার EI Espectador সংবাদপত্রের সাংবাদিক। ১৯৮৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর নিজের অফিসের বাইরে আততায়ীদের গুলিতে নিহত হন। তার সম্মানেই দেওয়া হয় এক বিশেষ পুরস্কার। বিপদের মুখেও অবিচল থেকে যে ব্যক্তিবিশেষ, সংস্থা বা সংগঠন, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে বা তার প্রসারে বেনজির অবদান দিয়েছে, তাকে কুর্নিশ জানাতে ১৯৯৭ সাল থেকে UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize দেওয়া হয়। মূল উদ্যোক্তা UNESCO-র কার্যনির্বাহী বোর্ড। পুরস্কারপ্রাপকের নাম বাছাই করে আন্তর্জাতিক মিডিয়া পেশাদারদের স্বাধীন জুরি। বিশ্ব প্রেস স্বাধীনতা দিবসে প্রত্যেক বছর বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন স্বয়ং UNESCO-র মহানির্দেশক। তাদের দেওয়া হয় ২৫ হাজার ডলার। এই অর্থ জোগায় কলম্বিয়ার Guillermo Cano Isaza Foundation, ফিনল্যান্ডের Helsingin Sanomat Foundation ও নামিবিয়ার Namibia Media Trust।

এ বছরের বিজয়ী মিশরের চিত্রসাংবাদিক Mahmoud Abu Zeid, ওরফে Shawkan। ২০১৩ সালের ১৪ আগস্ট থেকে কারাবাসে। কাইরোতে একটি প্রতিবাদী জমায়েতের ছবি তোলার সময় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার সাহসিকতা, দৃঢ়তা এবং বাক্‌স্বাধীনতার প্রতি তার নিষ্ঠা ও অঙ্গীকারকে কুর্নিশ জানাতেই তার নাম মনোনীত হয়েছে। শোনা যায় যে, ২০১৭ সালের গোড়ার দিকে সরকারি উকিল তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পক্ষে

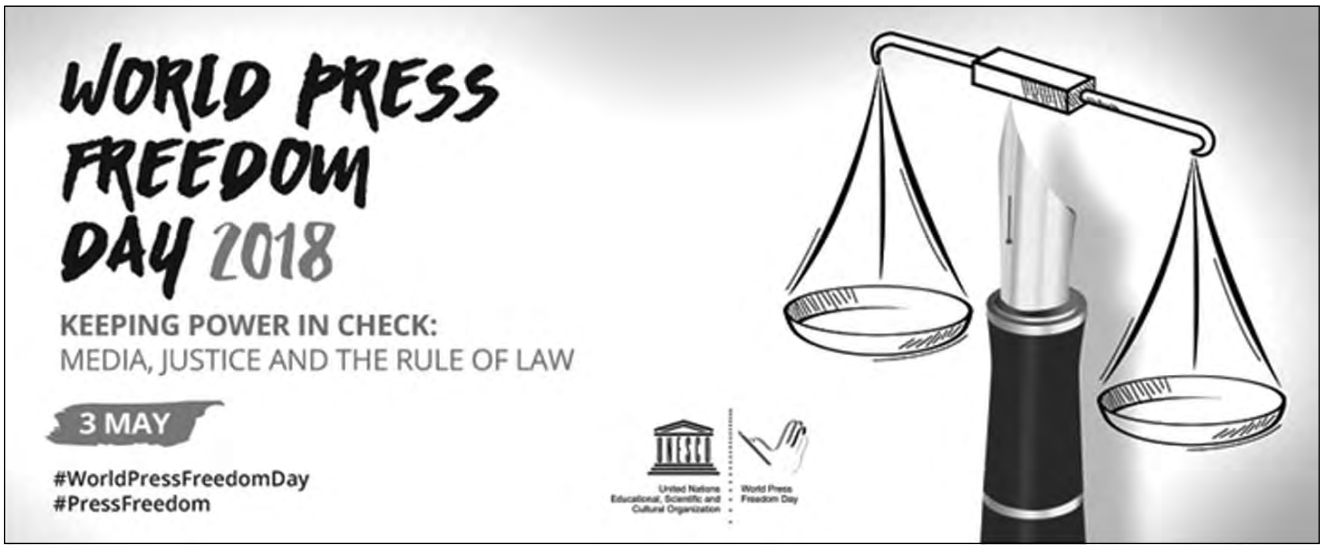

সওয়াল করেন। অবশ্য, তার গ্রেপ্তারি ও বন্দিদশাকে "যুক্তিহীন" বলে আখ্যা দিয়েছে UN Working Group on Arbitrary Detentions; এবং তা Universal Declaration of Human Rights ও International Covenant on Civil and Political Rights-এ প্রতিশ্রুত অধিকার ও স্বাধীনতার "পরিপন্থী"-ও বটে।

এ বছর ২-৩ মে ২৫তম বিশ্ব প্রেস স্বাধীনতা দিবসের আসর বসছে ঘানা প্রজাতন্ত্রের আক্রায় (Accra, Republic of Ghana)। এই মূল অনুষ্ঠানের যৌথ উদ্যোক্তা ঘানার সরকার ও UNESCO। এবারে আন্তর্জাতিক থিম Keeping Power in Check: Media, Justice and The Rule of Law (আক্ষরিক অর্থে 'ক্ষমতা সংযত রাখা : গণমাধ্যম, বিচারব্যবস্থা ও আইনের শাসন') যার মধ্যে রয়েছে 'মিডিয়া ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা', 'বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা ও মিডিয়া সাক্ষরতা', এবং 'জনগণের প্রতি সরকারি দায়বদ্ধতা'-র মতো বিষয়গুলি। হালের যুগে অনলাইনে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জটিও বিবেচ্য। এর পাশাপাশি অবশ্য বিশ্বজুড়ে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও এদিনটি পালিত হয়।❑

তথ্য ও চিত্র সূত্র :

https://en.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday
https:iLen.unesco.org/commemorationsLworldpressfreedomday/2018
https://en.unesco.org/news/egyptian-photojournalist-mahmoud-abu-zeid-aka-shawkan- receive-2018-unescoguillermo-cano-press
https://en.unesco.org/prizes/guillermo-cano

একটি বিশেষ ঘোষণা

ভারতকোষের মাধ্যমে যারা অনলাইন যোজনা (বাংলা)-র গ্রাহক হচ্ছেন তাদেরকে বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে, কিছু ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বিভ্রাটের জন্য তাদের গ্রাহকভুক্তির খবর যোজনা (বাংলা)-র সম্পাদকীয় দপ্তরে পৌঁছাতে বিলম্ব হচ্ছে। ভারতকোষে গ্রাহকভুক্তির পর যদি এই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকেরা আমাদের দপ্তরেও সোজাসুজি যোগাযোগ করে ই-মেল ও টেলিফোনে তাদের গ্রাহকভুক্তির প্রমাণপত্র পেশ করেন তবে আমাদের তরফ থেকে পত্রিকা সময়মতো পাঠাতে সুবিধা হয়। আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

ফোন : (033) 2248 2576/6696 ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

যোজনা ডায়েরি

(এপ্রিল ২০১৮)

আন্তর্জাতিক

- ভারত সফরে এলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে. পি. শর্মা ওলি। গত ৭ এপ্রিল নিজের বাসভবনে ওলির সঙ্গে কথাবার্তা বলেন নরেন্দ্র মোদী। প্রসঙ্গত, ওলির আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনার সময়ে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ বলেন, "নেপাল ও ভারতের মতো মৈত্রীর নজির বিশ্বে বিশেষ নেই।"
- মার্কিন বিদেশ দপ্তরের প্রকাশিত জঙ্গি সংগঠনের তালিকায় হাফিজ সইদের রাজনৈতিক দল মিল্লি মুসলিম লিগের নাম ওঠার পর চব্বিশ ঘণ্টাও কাটল না। এর পর রাষ্ট্রপুঞ্জের সন্ত্রাসবাদী তালিকায় উঠল পাকিস্তানে বসবাসরত ১৩৯ জনের নাম। এদের মধ্যে ভারতের মাটিতে একের পর এক হামলার চক্রী হাফিজ সইদ এবং দাউদ ইব্রাহিমও রয়েছে। ফলে দাউদ পাকিস্তানেই রয়েছে বলে যে দাবি করে আসছে দিল্লি, সেই দাবি আরও জোরালো হল বলেই ধারণা।

● **শি চিনফিংয়ের সঙ্গে বৈঠক নরেন্দ্র মোদীর :**

চিনের প্রেসিডেন্ট শি চিনফিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করতে গত ২৭-২৮ এপ্রিল চিন যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই দু'দিনের মধ্য চিনের উয়াহান শহরে দফায় দফায় মোদীর সঙ্গে কথা বলেছেন শি। ঘরোয়া সংলাপে চিনের প্রেসিডেন্ট শি চিনফিংয়ের সঙ্গে ইতিবাচক তরঙ্গ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে বলেই দাবি করছে দিল্লি। সীমান্তে শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখা থেকে শুরু করে আফগানিস্তানে চিনের সঙ্গে যৌথ অর্থনৈতিক প্রকল্প গড়ার প্রতিশ্রুতিও শি-এর কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। কৃষিপণ্য এবং ওষুধ রপ্তানি বাড়িয়ে ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে ঘাটতি কমানোর জন্য শি-কে অনুরোধ করেছেন মোদী। স্থির হয়েছে, দু' দেশের মধ্যে এই গোত্রের ঘরোয়া বৈঠক ঘন ঘন করা হবে আস্থা বাড়ানোর লক্ষ্যে। আলোচনার এই মডেলটি অবশ্য প্রথাগত দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ বৈঠকের থেকে একেবারেই পৃথক। শীর্ষ বৈঠক করার জন্য যে সামগ্রিক প্রস্তুতি প্রয়োজন, এক্ষেত্রে তা জরুরি নয়। খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে সম্পর্কের অক্সিজেনটুকু বহাল রাখাটাই এর উদ্দেশ্য। শীর্ষ বৈঠকের প্রোটোকল মাফিক লিখিত যৌথ প্রতিশ্রুতির দায়ও এখানে থাকে না। উল্লেখ্য, তিন বছর আগে মোদী চিনে গেলে জিয়াং শহরে তার সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন শি। তার আগেও অবশ্য গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়েও একবার চিনের উহানে এলাকায় এসেছিলেন মোদী।

● **সুইডেন সফরে ভারত-নর্ডিক বৈঠকে মোদী :**

ভারত-সুইডেন যৌথ উদ্যোগে স্টকহলমে গত ১৮ এপ্রিল আয়োজিত হয়েছিল ভারত-নর্ডিক শীর্ষ বৈঠক। ভারত-নর্ডিক রাষ্ট্রগুলির সম্মেলনে যোগ দিতে গত ১৭ এপ্রিল স্টকহোমে রওনা হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে যোগ দেন অন্য চার নর্ডিক দেশ—ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক এবং আইসল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীরা। তাদের সঙ্গেও কথা হয়েছে মোদীর। রাতে সুইডেন থেকে রওনা হয়ে ব্রিটেনে পৌঁছন মোদী। বৈঠক করলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে-র সঙ্গে। যোগ দিলেন কমওয়েলথের শীর্ষ সম্মেলনে। গত ২০ এপ্রিল ফিরলেন বার্লিন হয়ে।

৩০ বছর পরে এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী গেলেন সুইডেনে। ১০ ঘণ্টায় ১০-টি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন নরেন্দ্র মোদী। বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানাতে গিয়েছিলেন সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী স্টেফান লোফভেন। সেই রাতে তার সঙ্গে একই গাড়িতে স্টকহোমের হোটেলে পৌঁছলেন নরেন্দ্র মোদী। প্রতিনিধি দল-সহ দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ বৈঠকের আগে দেখা গেল, আলোচনায় মগ্ন দুই প্রধানমন্ত্রী রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে দপ্তর পর্যন্ত পায়ে হেঁটেই এলেন দু'জনে। দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ বৈঠকের আগে সুইডেনের রাজা কার্ল ষোড়শ গুস্তাফের সঙ্গেও দেখা করেন মোদী। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দৃঢ় করা নিয়ে কথা হয় তাদের মধ্যে।

প্রসঙ্গত, এই পাঁচটি নর্ডিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশের জিডিপি রাশিয়ার তুলনায় বেশি (১.৫ লক্ষ কোটি ডলার)। গণতন্ত্র, সুশাসন এবং সামাজিক সূচকের প্রশ্নে এই রাষ্ট্রগুলির অবস্থান ইউরোপের অনেক দেশের উপরে। বিশ্বব্যাঙ্কের সর্বশেষ সমীক্ষা অনুসারে, সরকারি কার্যকারিতার বিচারে ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং ফিনল্যান্ড বিশ্বের প্রথম ৮-টি রাষ্ট্রের তালিকায় রয়েছে। এছাড়া, আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যখন রক্ষণশীল অর্থনীতির প্রতি পক্ষপাত দেখাচ্ছে, তখন নর্ডিক রাষ্ট্রগুলি উদার অর্থনীতির পথেই হাঁটছে। একদিকে মুক্ত অর্থনীতি, অন্যদিকে সামাজিক উন্নয়ন—এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাই 'নর্ডিক মডেল' হিসাবে পরিচিত।

● **যুবরাজ চার্লস পরবর্তী কমনওয়েলথ প্রধান :**

যুবরাজ চার্লসকেই পরবর্তী প্রধান হিসেবে বেছে নিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ কমনওয়েলথভুক্ত ৫৩-টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা। গত ২১ এপ্রিল উইনসরে কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন 'কমনওয়েলথ হেডস অব গভর্নমেন্ট মিটিং' (চোগাম)-এর এক বিশেষ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৪৯ সালে ষষ্ঠ জর্জের হাত ধরে কমনওয়েলথের পত্তন হয়েছিল। তার মেয়ে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ দায়িত্ব নিয়েছিলেন ১৯৫৩ সালে। এবার তার স্থলাভিষিক্ত হলেন তার বড়ো ছেলে যুবরাজ চার্লস। কমনওয়েলথ প্রধানের পদটি অবশ্য বংশানুক্রমিক নয়। প্রসঙ্গত, গত বছর ভারতে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চোগাম-এ অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানিয়ে গিয়েছিলেন খোদ চার্লস। সঙ্গে ছিল রানির লেখা আমন্ত্রণপত্র। মোদী লন্ডনে আসার পরে তার সঙ্গে দেখা করেন রানি। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির অধিবাসী ২৪০ কোটি মানুষের মধ্যে ১২০ কোটিই ভারতীয়। তাই, কমনওয়েলথে ভারতের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্য, এর আগের দু'টি কমনওয়েলথ শীর্ষ বৈঠকে যোগ দেয়নি ভারত।

● **আজীবন নিষিদ্ধ নওয়াজ শরিফ :**

আর কোনও দিন প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। এমনকী, পাক পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার জন্য আর দাঁড়াতে পারবেন না নির্বাচনেও। পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট গত ১৩ এপ্রিল এই ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে। আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির মালিকানার দায়ে গত জুলাইয়ে পাকিস্তানের শীর্ষ আদালতের রায়ে বরখাস্ত হওয়ার পর ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তদানীন্তন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। কিন্তু সেই সময় যেটা স্পষ্ট হয়নি, তা হল কত দিনের জন্য বরখাস্ত হতে হল ৬৭ বছর বয়সি শরিফকে—তা কি সাময়িক নাকি সারা জীবনের জন্য। পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের এ দিনের রায়ে সেই ধোঁয়াশা একেবারেই কেটে গেল। পাক সংবিধানের ৬২(১)(এফ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দিয়েছে। ওই রায় দেওয়ার জন্য পাক সুপ্রিম কোর্টে ৫ সদস্যের একটি বেঞ্চ গঠন করা হয়েছিল। যার নেতৃত্বে ছিলেন প্রধান বিচারপতি মিএঁা সাকিব নিসার। বেঞ্চের সব বিচারপতিই ওই রায়ে সহমত প্রকাশ করেছেন।

● **কিউবার নতুন প্রেসিডেন্ট :**

ছ' দশকের কাস্ত্রো যুগের অবসান। বিপ্লব পরবর্তী কিউবায় এই প্রথম প্রেসিডেন্টের গদিতে বসলেন এমন একজন, যার নামের পিছনের নেই কাস্ত্রো পদবি। মিগেল ডিয়াজ কানাল। গত ১৯ এপ্রিল এই কমিউনিস্ট নেতার হাতেই দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট রাউল কাস্ত্রো (প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ফিদেল কাস্ত্রোর ভাই)। তবে ৮৬ বছরের রাউলই থাকবেন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতা। নতুন প্রেসিডেন্টের সব কাজকর্মও নজরে রাখবেন তিনি। এদিন ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ৬০৫ জন প্রতিনিধি আনুষ্ঠানিকভাবে বেছে নেন তার নাম। এর পরের দিনই ৫৮-তে পা রাখলেন নতুন প্রেসিডেন্ট। ২০১৩ সাল থেকে দেশের প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ সামলে এসেছেন মিগেল। কমিউনিস্ট পার্টিরও শীর্ষ পদ সামলেছেন বহু দিন ধরে।

● **১১ বছর পর মুখোমুখি দুই কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট :**

গত ২৭ এপ্রিল দীর্ঘ ১১ বছর পর মুখোমুখি বৈঠকে বসলেন উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট। যাবতীয় তিক্ততা সরিয়ে হাসিমুখে করমর্দন করলেন দুই কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান। হল বহু প্রতিক্ষিত বৈঠক। দুই কোরিয়ার সীমান্তে যৌথ অসামরিক এলাকা বলে পরিচিত পানমুনজমে উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং উনের সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জায়ে ইনের ঐতিহাসিক বৈঠক। দীর্ঘ যুদ্ধের শেষে ১৯৫৩ সালে পানমুনজমের এই সেনামুক্ত অঞ্চল (ডিমিলিটারাইজড জোন)-এই সংঘর্ষ বিরতি চুক্তিতে সই করেছিল দুই কোরিয়া। দু' দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা শেষ বার আলোচনার টেবিলে বসেছিলেন ২০০৭ সালে। কিন্তু কিম ক্ষমতায় আসতেই দুই প্রতিবেশীর মধ্যে কূটনৈতিক স্তরে বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে যায়। চড়তে থাকে উত্তেজনার পারদ। এদিন দুই প্রতিবেশী দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের আলোচনায় দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। স্বাভাবিকভবেই এসেছে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের বিষয়টিও। সামনেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কিমের বৈঠকে বসার কথা। পরমাণু নিরস্ত্রীকরণে যে তিনি রাজি, সে কথা কিম আগেও জানিয়েছেন। 'নতুন করে শুরু করার' কথা বলে এদিনও তিনি তা আরও একবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন। দুই কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠককে স্বাগত জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ বিভিন্ন দেশ।

২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে কম করে ৮৯-টা ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করে গোটা বিশ্বের ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছিলেন কিম জং উন। হুমকি দিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়া এমনকী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও। কিন্তু এখন যে সময় বদলেছে, তা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার শাসক। এবার আন্তর্জাতিক মহলকে আরও বড়ো চমক দিলেন উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জন উন। আগেই সোলের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসেছিল পিয়ংইয়ং, আলোচনায় বসার আগ্রহ জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছেও। এরপর আরও এক ধাপ এগিয়ে এক বিবৃতিতে পিয়ংইয়ং জানিয়ে দিল, আর ক্ষেপণাস্ত্র ও পরমাণু পরীক্ষা করতে চায় না তারা; বন্ধ করে দেওয়া হবে দেশের পরমাণু পরীক্ষণ কেন্দ্রগুলোও!

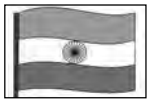

জাতীয়

- সীমান্ত এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহে এগিয়ে এল কেন্দ্র। বিনা বাধায় জলের লাইন পাততে বিভিন্ন রাজ্যের কাছে সাহায্য চেয়েছে মন্ত্রক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের স্থায়ী সংসদীয় কমিটি পশ্চিমবঙ্গ-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশ কিছু রাজ্যের সীমান্ত পরিকাঠামো খতিয়ে দেখে যে রিপোর্ট দেয়, তাতে পরিস্রুত পানীয় জলের অভাবের কথা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছিল। কমিটির রিপোর্টের পরই সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির সঙ্গে বৈঠক হয় কেন্দ্রের। পানীয় জল প্রতিমন্ত্রী এস. এস. অহলুওয়ালিয়া বলেন যে অরুণাচল প্রদেশ, অসম, বিহার, গুজরাত, জম্মু-কাশ্মীর, মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা রিপোর্ট জমা দিয়েছে।
- মাওবাদী নেতা ও তাদের সমর্থকদের বেআইনি আর্থিক লেনদেন নিয়ে তদন্ত করতে আলাদা শাখা গড়ছে এনআইএ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দাবি, অনেক মাওবাদী নেতা ও তাদের সমর্থকেরা বড়ো মাপের বেআইনি আর্থিক লেনদেনে যুক্ত। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সেই লেনদেন থেকে আসা অর্থের একটি অংশ খরচ করছে তাদের অনেকেই। কাশ্মীরে সন্ত্রাসে আর্থিক মদতের তদন্ত নিয়ে গত বছরে বড়ো মাপের তদন্তে নামে এনআইএ। এবার মাওবাদীদের অর্থের উৎস নিয়েও একই ধরনের তদন্তে নামতে চান এনআইএ গোয়েন্দারা।
- গত ২৮ এপ্রিল নতুন বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন ইন্দু মলহোত্রা। প্রথম দিন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চেও বসেছেন তিনি। ইন্দু মলহোত্রা প্রথম মহিলা আইনজীবী, যিনি সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হলেন। প্রসঙ্গত তিনি 'সিনিয়র

অ্যাডভোকেট'-এর মর্যাদাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় মহিলা। মানবাধিকার ও আর্বিট্রেশন সংক্রান্ত মামলায় বিশেষজ্ঞ। কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা রুখতে 'বিশাখা নির্দেশিকা' কমিটির সদস্য। সুপ্রিম কোর্টে যৌন হেনস্থার অভিযোগ বিচার কমিটির সদস্য। উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের ইতিহাসে মাত্র ছ'জন মহিলা বিচারপতির নজির আছে। বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে মহিলা বিচারপতি আর মাত্র একজনই আর. ভানুমতী।

● **শিশুধর্ষণে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে অধ্যাদেশ :**

শিশুধর্ষণ নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আনা অধ্যাদেশে সিলমোহর দিয়ে দিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। গত ২২ এপ্রিল সেই অধ্যাদেশ স্বাক্ষর করেন তিনি। এর এক দিন আগেই শিশুধর্ষণের সাজা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। গত ২১ এপ্রিল একটি অধ্যাদেশ এনে মৃত্যুদণ্ডের পক্ষেই সায় দিয়ে দেওয়া হয়। অধ্যাদেশটি স্বাক্ষরের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়। এদিন সেই অধ্যাদেশে স্বাক্ষর করার পর শিশুধর্ষণের চূড়ান্ত শাস্তি হিসাবে কার্যকর হয়ে গেল মৃত্যুদণ্ড। নতুন এই অধ্যাদেশে সার্বিকভাবেই ধর্ষণ মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিতে রাজ্যগুলির সহযোগিতা নিয়ে ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সময় বেঁধে দিয়ে বলা হয়েছে, ধর্ষণ মামলার তদন্ত শেষ করতে হবে দু' মাসে, শুনানি শেষ হবে দু' মাসে। আপিল মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে ছ' মাসের মধ্যে। ভারতীয় দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি, সাক্ষ্যপ্রমাণ আইন এবং শিশু যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ আইন ২০১২ (পকসো)-এ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার জন্য এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হল। মহিলাদের ধর্ষণের ঘটনায় ন্যূনতম সাজা ৭ বছর থেকে বাড়িয়ে ১০ বছর হল। ১২ বছরের কমবয়সি মেয়েকে ধর্ষণ করলে ন্যূনতম সাজা ২০ বছরের জেল, সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড। ১২ বছরের কমবয়সিকে গণধর্ষণ করলে সাজা যাবজ্জীবন কারাবাস বা মৃত্যুদণ্ড। ১৬ বছরের কমবয়সিদের ধর্ষণ করলে ন্যূনতম সাজা ১০ বছরের বদলে ২০ বছরের কারাদণ্ড। সর্বোচ্চ শাস্তি আমৃত্যু কারাবাস। অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, ১৬ বছরের নিচের কাউকে ধর্ষণ বা গণধর্ষণ করলে অভিযুক্তরা আগাম জামিন পাবে না।

● **দেশের সব গ্রামে বিদ্যুদয়নের কাজ সম্পূর্ণ :**

২০১৫ সালের স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন আগামী হাজার দিনের মধ্যে দেশের সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবে সরকার। গত ২৯ এপ্রিল ট্যুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, দেশের সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয়, ২৮ এপ্রিল মধ্য মণিপুরের সেনাপাতি জেলার একটি গ্রামে বিদ্যুদয়নের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। আর এর মাধ্যমেই সম্পূর্ণ হয়েছে দেশের সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ।

কোনও গ্রামে বিদ্যুদয়নের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে কি না সে বিষয়ে তিনটি সরকারি মাপকাঠি ধার্য করা আছে। এক, ওই গ্রামে বিদ্যুৎ পরিষেবার ন্যূনতম পরিকাঠামো থাকতে হবে। দুই, সেখানকার অন্তত দশ শতাংশ বাড়িতে বিদ্যুৎ থাকবে। এবং তিন, ওই গ্রামের স্কুল, পঞ্চায়েত অফিস, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মতো সরকারি ইমারতগুলিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা থাকবে। কেন্দ্রের তরফে দাবি করা হয়েছে, এই তিনটি শর্তই পূরণ করা হয়েছে দেশের সব গ্রামে।

২০১৪ সালে দেশের সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছিল কেন্দ্র সরকার। একই সঙ্গে গরিবদের ঘরে নিখরচায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছিল। সেই মতো বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছিল। এই লক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রী সহজ বিজলী হর ঘর যোজনা বা 'সৌভাগ্য' প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। প্রথমে সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য সময়সীমা ধার্য করা হয়েছিল ২০১৮-র পয়লা মে। পরে তা বাড়িয়ে ২০১৮-র ডিসেম্বর করা হয়। আর, সকলের জন্য নিরবচ্ছিন্ন (২৪ ঘণ্টা × ৭ দিন) বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য সময় ধরা হয়েছে ২০১৯-এর মার্চ।

● **শিক্ষা নিয়ে কেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ :**

গত ৪ এপ্রিল গোটা দেশের প্রায় সাড়ে চার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রমতালিকা প্রকাশ করে কেন্দ্র। সেই তালিকায় সার্বিকভাবে প্রথম হয় বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স (আইআইএসসি)। পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে ১৩ ও ২১তম স্থান পায়।

বিস্তারিত বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে বেঙ্গালুরুর ওই প্রতিষ্ঠান থেকে চার বছরের স্নাতক পাঠ্যক্রম পাশ করে শুরুতে বার্ষিক ১২ লক্ষ ও স্নাতকোত্তর স্তরে শুরুতে বার্ষিক ১৬ লক্ষ টাকার চাকরি পাচ্ছেন ছাত্রছাত্রীরা। দিল্লির জেএনইউ-এর ক্ষেত্রে স্নাতক স্তর পাশ করলে বছরে ৪.২ লক্ষ টাকা দিয়ে চাকরি শুরু করছেন পড়ুয়ারা। যাদবপুর ও দুর্গাপুর এনআইটি-র ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ারা শুরুতে বেতন পাচ্ছেন বছরে ৫.৭০ লক্ষ ও ৪.৮০ লক্ষ। প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও। সমীক্ষা বলছে, তিন বছরের স্নাতক পাঠ্যক্রম শেষ করে বছরে সাধারণভাবে ৬.৬ লক্ষ টাকার চাকরিও পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও কোনও পড়ুয়া। আবার বছরে ৭.২ লক্ষ টাকার চাকরি পেয়েছেন স্নাতকোত্তর পাশ করে।

পিএইচডি করা পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে দেশের এক নম্বর আইআইএসসি বেঙ্গালুরুর সঙ্গে রীতিমতো পাল্লা দিয়েছে যাদবপুর। আইআইএসসি-এ যেখানে ২৬৮১ জন পূর্ণ সময়ের গবেষক রয়েছেন, সেখানে যাদবপুরে রয়েছেন ২৬১৩ জন। তুলনায় অবশ্য এক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে গবেষণা করছেন মাত্র ৩৮৭ জন। উচ্চমানের গবেষণাপত্র প্রকাশের (২০১৪-'১৭) প্রশ্নে অনেক এগিয়ে আইআইএসসি। তাদের যেখানে ২৫৮৪-টি। উচ্চমানের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সংখ্যাটি হল ১৩৯৭ ও ৮৭৩। আর জেএনইউ-এর ক্ষেত্রে সংখ্যাটি ৬৬৮।

সমীক্ষায় কোনও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ছাত্রছাত্রী, চাকুরিদাতা সংস্থা, বিভিন্ন নিয়োগকারী সংস্থার প্রধান, পেশাদার ব্যক্তিত্বরা কী ভাবেন তার জন্যও একটি মাপকাঠি রেখেছিলেন সমীক্ষকেরা। তাতে যাদবপুর পেয়েছে ১৩৬। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্ত নম্বর ৮৯। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছে ৭৪। জেএনইউ-এর নম্বর সেখানে ২০৬। আইআইটি খড়্গপুর ৩৪৮। আরও একবার সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে আইআইএসসি বেঙ্গালুরু। তাদের প্রাপ্ত নম্বর, ১০১৩।

পশ্চিমবঙ্গ

➢ শান্তিপুরি শাড়ি মানেই মিহি সুতোয় (১০০ কাউন্ট) বোনা নীলাম্বরী শাড়ি। আর সেই শাড়ির পাড়ে আঁশ, চাঁদমালা, ভোমরা, রাজমহলের মতো বিভিন্ন নকশার রঙিন সুতোর কাজ। শতাব্দী প্রাচীন শান্তিপুরি

শাড়ির এই ঘরানা বাংলার মহিলাদের পছন্দের শাড়িগুলির মধ্যে অন্যতম। বিখ্যাত এই শাড়ি অনেক বছর আগে 'জিআই' (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন) তকমাও পেয়েছে। তাঁতিদেরই কথায়, কালের নিয়মে সেই সব নকশা ও রঙের একঘেয়েমি এবং অন্য ধরনের শাড়ির বৈচিত্র্যে ক্রমশ জায়গা হারাচ্ছিল শান্তিপুরি শাড়ি। বিশ্ববাংলার উদ্যোগে হাতে বোনা শান্তিপুরি শাড়িকে বাঁচাতে তখনই শুরু হয় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সেই শান্তিপুরের তাঁতিরাই সুতির সঙ্গে সিল্ক ও লিনেন সুতো মিশিয়ে নতুন ধারার শান্তিপুরি শাড়ি বুনে লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছেন। দ্বিগুণ হয়েছে দৈনিক মজুরিও।

- শিলিগুড়ির অদূরে ফুলবাড়ি। গত ২৭ এপ্রিল বিকালে ফুলবাড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে যৌথ মহড়ার সূচনা হল। ফুলবাড়িতে জিরো পয়েন্টে গ্যালারি করা হয়েছে। সেখানে বসেই যৌথ মহড়া দেখতে পাবেন ভারতীয়রা। প্রতিদিন বিকেলে সূর্যাস্তের ৩০ মিনিট আগেই মহড়া শুরু হয়ে যাবে। সীমান্তে আসা প্রত্যেকে যাতে মহড়া দেখতে পারেন, সেই চেষ্টা হবে। সীমান্তে নিরাপত্তাজনিত কোনও অসুবিধা থাকলে সেদিন মহড়া বন্ধ থাকবে। আপাতত সাত দিনই অনুষ্ঠান হচ্ছে।
- পয়লা এপ্রিল থেকে রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে শিশু এবং প্রসূতিদের মাথাপিছু চালের বরাদ্দ প্রায় দ্বিগুণ করেছে কেন্দ্র। রাজ্যে ১ লক্ষ ১৬ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। আগে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য বরাদ্দ ছিল ৫০ গ্রাম চাল। প্রসূতিদের মাথাপিছু ৮০ গ্রাম করে। সেই বরাদ্দ বেড়ে ছাত্রপিছু হয়েছে ৮০ গ্রাম চাল। প্রসূতিদের মাথাপিছু ১৪০ গ্রাম করে। বেড়েছে ডিম, সয়াবিন, আনাজের বরাদ্দও।

● **পঞ্চায়েত ভোটের নতুন নির্ঘণ্ট :**

গত ২০ এপ্রিল পঞ্চায়েত ভোটের নতুন নির্ঘণ্ট ঘোষণার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সুব্রত তালুকদার তার রায়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে মনোনয়ন পেশের মেয়াদ বাড়িয়ে নতুন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করার নির্দেশ দেন। এরপর ২৬ এপ্রিল নতুন করে ভোটের দিন ঘোষণা করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ১৪ মে। এক দিনেই রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোট হওয়ার কথা। নির্বাচনপর্ব আদালত পর্যন্ত গড়ানোর আগে নির্বাচন কমিশন তিন দফায় ১, ৩ ও ৫ মে ভোট গ্রহণের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভোটগ্রহণ এক দিনে এসে দাঁড়াল। ভোটের আগেই ২০ হাজারের বেশি আসনে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস। এসব আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন শাসক দলের প্রার্থীরা। পঞ্চায়েতের তিনটি স্তর মিলিয়ে প্রায় ৩৪ শতাংশ আসনে রয়েছেন শুধু শাসক দলের প্রার্থী। যা রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোটের ইতিহাসে রেকর্ড। রাজ্যে ১৯৭৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলেন মোট ২৩,১৮৫ জন প্রার্থী। আর শুধু এবারই ২০ হাজারের বেশি আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শাসক দলের প্রার্থীদের দখলে।

● **মুদ্রা যোজনায় ঋণের নিরিখে প্রথম তিনে রাজ্য :**

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদীর 'মুদ্রা যোজনা'-য় যেসব রাজ্যে সবচেয়ে বেশি লোক ঋণ নিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ পেয়েছেন, সেগুলির তালিকায় প্রথম তিনের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। তামিলনাড়ু আর কর্ণাটকের পরেই। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে দেশে সাড়ে ৪৮ শতাংশের মতো মহিলা। এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ৭৫ শতাংশ মহিলাই ঋণ নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছেন। দলিতের সংখ্যা প্রায় ১৭ শতাংশ। এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত দলিতদের ১৮ শতাংশ মুদ্রা থেকে লাভবান হয়েছেন। ১৯ শতাংশের সামান্য বেশি সংখ্যালঘু। মুদ্রা যোজনায় অন্তর্ভুক্ত সংখ্যালঘুদের ৩৯ শতাংশ সুফল পেয়েছেন। রাজ্য সূত্রের পালটা দাবি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংখ্যার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ তালিকার শীর্ষে; ২০১৭ সালে ৪৭,৩০০ উদ্যোগ-আধার নথিবদ্ধ হয়েছিল; ওই বছরে এই ক্ষেত্রে ২,০৮,০০০ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে; শেষ ছ'বছরে রাজ্যে এই ক্ষেত্রে ১,৬৫,০০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে ব্যাঙ্কগুলি; ভিত্তি মজবুত হওয়ার ফলেই মুদ্রা যোজনা সফল হয়েছে।

● **খসড়া সৌর নীতি :**

বাড়ির ছাদে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সাধারণ গৃহস্থ গ্রাহকও যাতে তা গ্রিডে দিতে পারেন, প্রস্তাবিত সৌর নীতিতে সেই দরজাই খোলার কথা ভাবছে রাজ্য। পাশাপাশি, বাণিজ্যিক সংস্থাকেও এর আওতায় নিয়ে আসার প্রস্তাব রয়েছে। তবে কারা, কত দামে, কী পদ্ধতিতে গ্রিডে বিদ্যুৎ দিতে বা বিক্রি করতে পারবে, তার চূড়ান্ত রূপরেখা পরে তৈরি হবে। খসড়া প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করে এমন শিল্প সংস্থা বণ্টন সংস্থার কাছ থেকে বিদ্যুৎ কিনে প্রয়োজন মেটাবে। আর যে সৌর বিদ্যুৎ তারা উৎপাদন করবে, সেটা রাজ্যের গ্রিডে বিক্রি করে বণ্টন সংস্থার কাছ থেকে দাম নেবে। এই ব্যবস্থাটিকে বিদ্যুৎ দপ্তর 'গ্রস মিটারিং' ব্যবস্থা বলছে। যা এখন রাজ্যে নেই। তবে সৌর বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে রাজ্যে এখন 'নেট মিটারিং' ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এই নিয়মে এখন কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সরকারি ভবন সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করে উদ্বৃত্ত অংশ গ্রিডে দিতে পারে। নতুন নীতিতে সাধারণ গৃহস্থ গ্রাহককেও এই নেট মিটারিং ব্যবস্থায় আনার প্রস্তাব রয়েছে।

● **অ্যাপে মুরগি বেচে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নিগম লাভবান :**

মুরগির মাংস বিপণনে লাভের খোঁজে রাজ্য প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নিগমের অ্যাপের শরণাপন্ন! গত এক বছরে নিগমের চিকেন বিক্রি টাকার অঙ্কে ছ' কোটি থেকে বেড়ে ১২ কোটি। ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে লাভের খাতায় জমা পড়েছিল ৭৬ লক্ষ টাকা। ২০১৭-'১৮ আর্থিক বছরে সেটা বেড়ে দু' কোটি ছুঁইছুঁই। এক বছরে ১৬০ থেকে বেড়ে চিকেন বিক্রির কাউন্টার হয়েছে ২৪০-টি! ঘরে বসে বাজার করার জন্য বেসরকারি অ্যাপ-এর সঙ্গে গাঁটছড়া এক বছরে নিগমের মাংস বিক্রির দর্শনটাই পালটে দিয়েছে। ন' মাস-এক বছর আয়ুর 'ফ্রোজেন' বা হিমায়িত চিকেন বিক্রির বদলে এখন ৭২ ঘণ্টা আয়ুর শূন্য থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখা চিল্ড বা ঠাণ্ডা চিকেনেও হাত পাকাচ্ছে নিগম। অনলাইন কেনাকাটায় সড়গড় নাগরিক থেকে হোটেলের হেঁশেল— সকলেরই এটা পছন্দ। নিজেদের অ্যাপ চালু করেছে রাজ্য মৎস্য উন্নয়ন নিগমও। তিন-চারটি অ্যাপ কাজে লাগিয়ে সরকারি মাছ ব্যবসার ৪৫ শতাংশই এখন অ্যাপ-নির্ভর। ছ' বছর আগে ১২ লক্ষ টাকা ক্ষতিতে কারবার চলত। তার পরে বিপুল লাভেই আত্মবিশ্বাস বাড়ছে নিগমের।

● **রক্ত বিভাজনের ব্যবস্থা আরও ২১ ব্লাড ব্যাঙ্কে :**

রোগীকে 'হোল ব্লাড' দিলে রক্তের অপচয় হয় জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। কারণ, রক্তের উপাদান ভোগ করে ব্যবহার করলে এক ইউনিট রক্ত অন্তত তিন জন রোগীর চিকিৎসার কাজে লাগতে পারে। 'হোল

ব্লাড' হলে তা সম্ভব নয়। কিন্তু পরিকাঠামোর অভাবে উপাদান ভাগ করা যায় না। তখন রোগীরা 'হোল ব্লাড' নিতে বাধ্য হন। অণুচক্রিকার প্রয়োজন নেই যাদের, তাদের শরীরে সেই উপাদানের অপচয় হয়। আবার অনেক সময়ে অণুচক্রিকার অভাবে অন্যদের চিকিৎসা আটকে থাকে। রক্তদাতার কাছ থেকে রক্ত নেওয়ার পরে লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা এবং অণুচক্রিকা—এই তিনটি উপাদান ভাগ করার পরিকাঠামো রয়েছে রাজ্যের মাত্র ১৭-টি সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে। কলকাতায় সাতটি এবং জেলায় দশটি। অণুচক্রিকার চাহিদা পূরণে এটা পর্যাপ্ত নয়। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রক্তের উপাদান ভাগ করার পরিকাঠামো তৈরি হবে আরও ২১-টি ব্লাড ব্যাঙ্কে। এই খাতে প্রায় ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

● **বীরভূমে সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার গ্রামের হদিশ :**

বীরভূমের মল্লারপুরের পারচন্দ্রহাটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের খননকার্যে সামনে এসেছে ইতিহাস। মার্চ-এপ্রিল মাসে প্রায় ৭,৭০০ বর্গ মিটার জুড়ে ছড়ানো এই এলাকার কিছুটা অংশে খনন হয়েছে। অসুরালয় গ্রামের অসুরডাঙার ঢিবি থেকে একটু একটু করে যেসব তথ্য মিলেছে, তাতে অনুমান করা হচ্ছে, সাড়ে তিন হাজার বছর আগে এই এলাকায় মানুষের বসতি ছিল। যারা এখানে থাকতেন, তারা খুব সম্ভবত হাতের কাজে খুবই দক্ষ ছিলেন। নানা প্রাণীর হাড় ও পাথর নিয়ে কাজ করতেন। এত নিখুঁত করে পাথর ফুটো করার নিদর্শন আর খুব কম জায়গা থেকেই মিলেছে। সে কাজ করতে তারা আগুনও ব্যবহার করতেন। বড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে রাখার বন্দোবস্ত ছিল। সেখানে খুবই উচ্চ তাপ অনেকক্ষণ ধরে রাখা যেত। এই কৌশল যারা জানতেন, তারা গ্রামীণ সভ্যতায় অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন বলে মত বিশেষজ্ঞদের। এখানে পাওয়া গিয়েছে, পুঁতি, প্রাণীর হাড় ও পাথরের অস্ত্রও। পুরাতত্ত্ববিদদের ধারণা, রাঢ়বঙ্গে এমন জায়গা খুব বেশি নেই। কোটাসুর-সহ বড়ো একটি এলাকার চাহিদা এই গ্রামীণ কারিগরেরা মেটাতেন বলে মনে করা হচ্ছে। এই এলাকা থেকে ময়ূরাক্ষী ধরে কোটাসুর বেশি দূর নয়। সেখান থেকেও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন মিলেছে। অসুরডাঙা এলাকা থেকে নানা ধরনের কালো-লাল মাটির পাত্র পাওয়া গিয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে হাঁড়ি ও বাটি। অসুরডাঙার এই ঢিবিটি মহাভারতের বকাসুরের আস্তানা ছিল বলে লোকমুখে শোনা যায়। মহাভারত মতে, যে বকাসুরকে মেরেছিলেন ভীম।

● **পশ্চিমবঙ্গও রাজি 'আয়ুষ্মান ভারত'-এ :**

পশ্চিমবঙ্গও রাজি 'আয়ুষ্মান ভারত'-এ, বলছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তবে রাজ্য কীভাবে এটি রূপায়ণ করবে, তা রাজ্যের উপরেই ছেড়ে দিয়েছে কেন্দ্র। আর রাজ্য সরকারও কেন্দ্রের টাকায় নিজেদের চলতি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতে চায় আরও বেশি লোকের কাছে। দেশের ১০ কোটি গরিব পরিবারকে বছরে ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য সুবিধা দিতে চান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যার পোশাকি নাম 'আয়ুষ্মান ভারত'। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎপ্রকাশ নড্ডার দাবি, গোটা দেশেই যাতে এটি চালু করা যায়, তার জন্য রাজ্যগুলির সঙ্গে বিশদ আলোচনা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ যেসব রাজ্যের আপত্তি ছিল, তারাও রাজি হয়েছে। তবে রাজ্যগুলি নিজেদের প্রকল্পের সঙ্গে এটি মিশিয়ে দেবে, কিংবা সমান্তরাল প্রকল্প চালাবে—সেটা তারাই ঠিক করবে। আর সে কারণেই সব রাজ্যের সঙ্গে আলাদা আলাদা সমঝোতাপত্র সই হবে। কেন্দ্র এই প্রকল্পে ৬০ শতাংশ টাকা দেবে। বাকিটা দেওয়ার কথা রাজ্যের।

● **পাথরপ্রতিমার দিগম্বরপুর দেশের সেরা গ্রাম পঞ্চায়েত :**

দেশের মধ্যে সেরা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিরোপা পেল রাজ্য। গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা সফলভাবে রূপায়ণ করে দেশের মধ্যে প্রথম হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। গোটা দেশের একশো চুয়াল্লিশটি বাছাই পঞ্চায়েতকে পিছনে ফেলে সেরার খেতাব জিতে নিল পাথরপ্রতিমার দিগম্বরপুর পঞ্চায়েত। কর্নাটক এবং সিকিমকে পিছনে ফেলে প্রথম হওয়া দিগম্বরপুরকে পুরস্কার হিসেবে ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। সম্প্রতি রাজ্য সরকারকে এই প্রথম হওয়ার খবর চিঠি দিয়ে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে এক একটি গ্রাম পঞ্চায়েত তার সার্বিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কী ভাবে কাজ করেছে তার উপর ভিত্তি করেই প্রতিযোগিতা হয়। রাজ্য থেকে পাঁচটি এগিয়ে থাকা পঞ্চায়েতের নাম পাঠানো হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার আগেই জানিয়েছিল, এ বিষয়ে দেশের তিনটি পঞ্চায়েতকে পুরস্কৃত করা হবে। সাতটি মানদণ্ডের নিরিখে জাতীয় স্তরে সেরা হয় দিগম্বরপুর। বর্ধমান, বীরভূম এবং পুরুলিয়ার বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে।

● **মার্চে পণ্য ও পরিষেবা করে উদ্বৃত্ত :**

পণ্য ও পরিষেবা করে (জিএসটি) উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল রাজ্য সরকার। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অর্থসচিব হাসমুখ আঢিয়া মুখ্যসচিব মলয় দে-কে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, একমাত্র এ রাজ্যেই জিএসটিতে রাজস্ব ঘাটতি নেই। গত বছর জুলাইয়ে গোটা দেশে জিএসটি চালু হয়। গত আগস্টে এই খাতে রাজ্যের রাজস্ব ঘাটতি ছিল ৩৩.৪ শতাংশ। যা সেই সময় জাতীয় গড় (২৮.৩ শতাংশ)-এর থেকে বেশি। কিন্তু এ বছর মার্চে ঘাটতি মিটে গিয়ে রাজ্যে রাজস্ব উদ্বৃত্ত হয়েছে তিন শতাংশ। যেখানে গোটা দেশে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১৭.৯ শতাংশ। জিএসটি আদায়ে ঘাটতি থাকলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে তা পুষিয়ে দেওয়ার কথা কেন্দ্রের। মার্চ মাসের জন্য এ রাজ্যের ক্ষতিপূরণ করতে হবে না কেন্দ্রকে।

● **পূর্ব ভারতে 'উড়ান'-এর যাত্রা শুরু :**

পূর্ব ভারত থেকে এই প্রথম ডানা মেলল আঞ্চলিক উড়ান পরিষেবা। গত ২৬ এপ্রিল পূর্ব ভারতে এই পরিষেবা চালু হল জুম এয়ারের কলকাতা-তেজপুর উড়ানে। একই সঙ্গে বাঁশি বাজল এ শহর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে, পড়শি রাজ্যে এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের ছোট ছোট শহরে বিভিন্ন রুটে পরিষেবা শুরুর। যেমন, এয়ার ডেকান এবং স্পাইসজেটও কলকাতাকে ছুঁয়ে ছোট রুটে উড়ান শুরু করতে চলেছে দ্রুত। সেই মানচিত্রে রয়েছে দুর্গাপুর, কোচবিহার, বার্নপুর, জামশেদপুর, রৌরকেল্লা, প্যাকিয়ং, শিলং, ডিমাপুর, যোরহাট, পাসিঘাট, তেজুর মতো শহর। যার বেশির ভাগ থেকেই এখন বিমান পরিষেবা নেই। এই আঞ্চলিক উড়ান পরিষেবায় দেশের বড়ো শহরগুলি থেকে ছোট বিমান চালিয়ে ছোট শহরকে যুক্ত করতে নেমেছে কেন্দ্র। তার জন্য বহু নতুন বিমানবন্দর তৈরি হচ্ছে। সংস্থাগুলিকে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন সুবিধাও। আপাতত প্রথম তিন বছর তা জারি থাকার কথা। দেশের অন্যান্য প্রান্তে এই প্রকল্পে উড়ান পরিষেবা চালু হয়ে গিয়েছে।

● **বিপর্যয় মোকাবিলায় স্যাটফোনের ব্যবস্থা :**

গঙ্গাসাগর মেলায় এ বার পরীক্ষামূলক ভাবে স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করে সুফল পেয়েছে রাজ্য প্রশাসন। ঝড়বৃষ্টি-ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগে টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়লে সেই

বিপর্যয় মোকাবিলাতেও এ বার স্যাটফোন ব্যবহার করতে চায় রাজ্য সরকার। রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর ইতোমধ্যেই ১৬-টি স্যাটেলাইট ফোন নিয়ে এসেছে নবান্নে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য একটি ফোন তো থাকছেই। এই ফোন দেওয়া হবে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি-কেও। প্রসঙ্গত, উপগ্রহ থেকে সিগন্যাল আসে স্যাটফোনে। উপগ্রহ থাকে ৩৪,৭০০ কিলোমিটার উঁচুতে। সিগন্যাল পাওয়া যায় বিমানে, জাহাজেও। টাওয়ার লাগে না। ফোনের দাম ৪০-৭০ হাজার টাকা। ভারতে স্যাটেলাইট ফোন তৈরি হয় না। দেশে ৪০০০ স্যাটেলাইট ফোন সক্রিয়। ব্যবহার করে প্রতিরক্ষা-সহ বিভিন্ন সরকারি বিভাগ। সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতে পারেন না। এই পরিষেবা দেয় একমাত্র বিএসএনএল। কথা বলার খরচ মিনিটে কমবেশি ৪৫ টাকা।

● **অণ্ডালে ফের বিমান পরিষেবা চালু :**

নববর্ষে অণ্ডালের আকাশে ফের উড়ে এল বিমান। গত ১৫ এপ্রিল এই শিল্পাঞ্চলে আবার চালু হল বিমানবন্দর। এদিন দুর্গাপুরের আকাশে দেখা যায় দিল্লি-দুর্গাপুর রুটের এয়ার ইন্ডিয়ার ১২২ আসনের বিমান। রবি, সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবার—সপ্তাহে চার দিন দিল্লি-দুর্গাপুর রুটে বিমানটি যাতায়াত করার কথা। এয়ার ইন্ডিয়ার এয়ারবাস এ-৩১৯ দিল্লিতে সকাল ৫টা ৫০ মিনিটে ছেড়ে অণ্ডালে পৌঁছবে সকাল ৭টা ৫০ নাগাদ। আবার সেটি অণ্ডাল থেকে সকাল ৮টা ২৫ মিনিটে উড়ে যাবে। দিল্লি পৌঁছবে সকাল ১০টা ৩৫ নাগাদ। অবশ্য অণ্ডাল থেকে এর আগে বেশ কয়েক বার বিমান চালু হলেও যাত্রীর অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ২০১৫ সালের মে মাসে এয়ার ইন্ডিয়ার সহযোগী অ্যালায়েন্স এয়ারের ৪৮ আসনের বিমান দিয়ে কলকাতা-অণ্ডাল রুটে প্রথম পরিষেবা চালু হয়। ডিসেম্বরে এয়ার ইন্ডিয়া সপ্তাহে তিন দিন কলকাতা-দিল্লি ভায়া অণ্ডাল রুটে বিমান পরিষেবা শুরু করে। কিন্তু জুনে পর্যাপ্ত যাত্রীর অভাবে পরিষেবা বন্ধ করে দেয় এয়ার ইন্ডিয়া। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি বেসরকারি সংস্থা ওই একই রুটে বিমান পরিষেবা চালু করে। সেপ্টেম্বরে বন্ধ হয়ে যায় সেই পরিষেবাও।

অর্থনীতি

➢ নিয়োগকারী কোনও কর্মীর প্রভিডেন্ট ফান্ডের (ইপিএফ) টাকা জমা না দিলে, তাকে সে কথা জানিয়ে দেবেন পিএফ কর্তৃপক্ষই। এসমেএস বা ই-মেল মারফত। এত দিন এ ব্যবস্থা ছিল না। শুধু তাদের অ্যাকাউন্টে নিয়োগকারী কত টাকা জমা দিলেন, তা-ই জানাত পিএফ দফতর। পাশাপাশি, পিএফের আওতায় থাকা কর্মীদের বয়সের ভিত্তিতে বিভিন্ন গ্রুপে ভেঙে নিট সদস্য সংখ্যা নিজেদের ওয়েবসাইটে জানানোর ব্যবস্থাও করেছে তারা। যারা অবসর বা অন্য কারণে পিএফ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, তাদের বাদ দিয়েই সেই সংখ্যা জানাবে দফতর।

● **জিএসটি-র ই-ওয়ে বিল চালু, কর আদায়ে বৃদ্ধি :**

পয়লা এপ্রিল থেকে ই-ওয়ে বিল চালু হয়েছে। অর্থ সচিব হাসমুখ আটিয়ার দাবি, এর ফলে ভবিষ্যতে জিএসটি থেকে আয়ের পরিমাণ আরও বাড়বে। কারণ এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ৫০ হাজার টাকার বেশি মূল্যের পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে আর কর ফাঁকি দেওয়ার কোনও উপায় থাকবে না। অর্থ মন্ত্রকের হিসেব, ফেব্রুয়ারিতে জিএসটি বাবদ আয়ের পরিমাণ ৮৯,২৬৪ কোটি টাকা, যা হাতে এসেছে মার্চে। সব মিলিয়ে বিদায়ী অর্থ বছরে জিএসটি থেকে সরকারের আয় প্রায় ৭ লক্ষ ১৭ হাজার কোটি। ই-ওয়ে বিল আসার পর থেকে এখনও কোনও সমস্যা তৈরি হয়নি বলেই জিএসটি নেটওয়ার্ক কর্তাদের দাবি। প্রথম দিন রবিবার হওয়া সত্ত্বেও ২.৫৯ লক্ষ বিল তৈরি হয়েছিল। পরের দিন দুপুর ২টোর মধ্যেই তৈরি হয়েছে ২.০৪ লক্ষ বিল। পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা ৮,৮৩৪ এবং ৫,২০৭। এ দিকে, অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৯,৬০৪ কোটি টাকা আইজিএসটি রিফান্ড মঞ্জুর হয়েছে। মঞ্জুর হয়েছে কাঁচামালে মেটানো ৫,৫১০ কোটি টাকার কর ছাড়ও। রাজ্যগুলি ২,৫০২ কোটির কর ছাড়ে সায় দিয়েছে।

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ৫০ হাজার টাকার বেশি মূল্যের পণ্য পরিবহণে লাগবে ই-ওয়ে বিল। পরিবহণকারী যে দিন প্রথম এই সংক্রান্ত ফর্ম বিশদে পূরণ করবেন, সে দিন থেকেই ই-ওয়ে বিলটি বৈধ বলে ধরা হবে। এ ক্ষেত্রে জিএসটি ইডব্লিউবি-০১ ফর্মের পার্ট-'বি' ভর্তি করতে হবে পরিবহণকারী সংস্থাকে। একাধিক রাজ্যের তিনটি শহর ঘুরে দু'টি পরিবহণ সংস্থা মারফত পণ্য পাঠাতে হলেও একটি ই-ওয়ে বিলই লাগবে। জিএসটি পরিষদের বেঁধে দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী ১০০ কিলোমিটারের কম পথ পাড়ি দিলে বিল বৈধ থাকার মেয়াদ এক দিন। তার পরে প্রতি ১০০ কিলোমিটারের জন্য বৈধতা বাড়বে এক দিন করে।

● **নতুন অর্থবর্ষের প্রথম ঋণনীতি :**

এ বারও ঋণনীতিতে সুদ অপরিবর্তিত রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। গত ৫ এপ্রিল গভর্নর উর্জিত প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন ঋণনীতি কমিটি এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। আগস্ট থেকেই সুদ এক জায়গায় বেঁধে রেখেছে শীর্ষ ব্যাঙ্ক। নতুন অর্থবর্ষের প্রথম ঋণনীতিতেও সুদের হারে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত। একই রাখা হল রেপো রেট (যে হারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি আরবিআইয়ের থেকে স্বল্প মেয়াদে ধার নেয়) ও রিভার্স রেপো রেট (যে হারে আরবিআই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের থেকে ধার নেয়)। তবে আরবিআই জানিয়েছে, ব্যাঙ্কগুলি তাদের সম্পদ ও দায়ের হিসাব কষে জমা ও ঋণে সুদের হার বদলাতে পারবে।

ফিরল জিডিপি-তে ভরসা : বৃদ্ধির হিসেব-নিকেশের জন্য মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকেই (জিডিপি) ফের মাপকাঠি ধরতে চায় আরবিআই। শীর্ষ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর বিরল আচার্য এ দিন জানান, গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড বা জিভিএ পদ্ধতির বদলে তারা পুরনো মতেই ফিরছেন। কারণ, তা আন্তর্জাতিক পদ্ধতির সঙ্গে মানানসই। উল্লেখ্য, জিভিএ পদ্ধতিতে বৃদ্ধির হিসেব দেওয়া হয় সরবরাহের দৃষ্টিকোণ থেকে। পণ্য ও পরিষেবার মোট যুক্তমূল্য বা গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড অনুসারে। উৎপাদনের মোট মূল্য থেকে বাদ দেওয়া হয় কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ ইত্যাদির খরচ। আর জিডিপি মাপা হয় ক্রেতার চাহিদার ভিত্তিতে।

মূল্যবৃদ্ধির ঝুঁকি : চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ছ'মাসের জন্য আরবিআই মূল্যবৃদ্ধির লক্ষ্য কমিয়ে ধরেছে ৪.৭-৫.১ শতাংশ। দ্বিতীয় ভাগে ৪.৪ শতাংশ। স্বাভাবিক বর্ষার হাত ধরে খাদ্য সামগ্রীর দাম কমার আশাতেই তা নামানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য তা ৪ শতাংশে বেঁধে রাখা। তা ছাড়া, কমিটির আশঙ্কা চাষিদের বাড়তি সহায়ক মূল্য দেওয়া হলে তা টেনে তুলতে পারে মূল্যবৃদ্ধিকে। অশোধিত তেলের দাম ব্যারেলে ৭০ ডলার ছোঁয়াও মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা বাড়াচ্ছে।

নিজস্ব ডিজিটাল মুদ্রা : বিটকয়েনের মতো ডিজিটাল মুদ্রা ব্যবহারে রাশ টানার উপর জোর দিয়েছে আরবিআই। খতিয়ে দেখছে নিজস্ব ডিজিটাল মুদ্রা চালুর বিষয়টিও। এই 'সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ডিজিটাল কারেন্সি' চালু করা নিয়ে তারা রিপোর্ট জমা দেবে জুনের মধ্যে।

● **সেবির নয়া বিধি :**

কোনও বিদেশি সরকার ও সেখানকার একাধিক সরকারি সংস্থা শেয়ার বাজারের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্থায় পৃথক পৃথক ভাবে লগ্নি করলেও তার মোট পরিমাণ হিসেব করা হবে। সব মিলিয়ে ওই অঙ্ককে একটি বিদেশি লগ্নি (এফপিআই) হিসাবেই গণ্য করা হবে। আর ওই লগ্নি সংশ্লিষ্ট ভারতীয় সংস্থার মোট শেয়ার মূলধনের ১০ শতাংশের বেশি হতে পারবে না। সম্প্রতি এই নির্দেশ দিয়েছে সেবি। বাজার নিয়ন্ত্রকটি জানিয়েছে, লগ্নি নির্দিষ্ট সীমার ছাড়ালে সেট্‌লমেন্টের পাঁচ দিনের মধ্যে বিক্রি করতে হবে। না হলে ওই ধরনের বিনিয়োগের পুরোটাই প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি (এফডিআই) হিসাবে গণ্য হবে। পাশাপাশি, এ ধরনের পরিস্থিতির কথা জানিয়ে রাখতে হবে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে। প্রসঙ্গত, বিদেশের কোনও সরকার বা সংস্থা শেয়ার বাজারের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্থায় বিনিয়োগ করলে তাদের ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টর বা এফপিআই বলা হয়। সেবি অবশ্য জানিয়েছে, ভারতের সঙ্গে কোনও বিদেশি সরকারের চুক্তিতে বিনিয়োগকারী একাধিক সংস্থার নাম উল্লেখ থাকলে তাদের মোট পুঁজিকে একটি লগ্নি হিসাবে দেখা হবে না। পৃথক পৃথক সংস্থার বিনিয়োগ হিসাবেই গণ্য করা হবে। পাশাপাশি, বিশ্বব্যাঙ্ক গোষ্ঠীর আওতায় থাকা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইবিআরডি), ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (আইডিএ), মাল্টিল্যাটেরাল ইনভেস্টমেন্ট গ্যারান্টি এজেন্সি (এমআইজিএ) এবং ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)-এর ক্ষেত্রে অবশ্য সেবির এই নতুন বিধি প্রযোজ্য হবে না। ফলে ১০ শতাংশ মোট লগ্নির সীমাও সেখানে খাটবে না।

● **হলমার্ক-যুক্ত গয়নায় প্রতারণা ঠেকাতে উদ্যোগ :**

হলমার্ক না থাকলে তো কথাই নেই। সেই ছাপ থাকা গয়না কিনেও প্রতারিত হওয়ার কথা শোনা যায় মাঝেমধ্যেই। বুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডসের (বিআইএস) দাবি, হলমার্কে সেই হয়রানি থাকবে না। ক্রেতা যদি হলমার্ক ছাপ দেওয়া গয়না কিনেও প্রতারিত হয়ে থাকেন, তা হলে তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ব্যবস্থা করবে তারা। গয়নায় হলমার্কের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা জরুরি বলে গত ১৭ এপ্রিল মন্তব্য করেন বিআইএসের আঞ্চলিক ডিরেক্টর কে কে পাল। তিনি বলেন যে হলমার্ক করা গয়না কিনেও ঠকলে ক্রেতা বিআইএসের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন। সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সংশ্লিষ্ট গয়না বিক্রেতার কাছ থেকে আদায়ের ব্যবস্থা করবে তারা। এর জন্য অবশ্য গয়না কেনার বিল থাকা জরুরি। ওই বিলে গয়নায় থাকা সোনার পরিমাণ, তার শুদ্ধতা (ক্যারাট), হলমার্কের ছাপ লাগানোর খরচ এবং জিএসটির পরিমাণ উল্লেখ থাকতে হবে। শুধু হলমার্ক দেওয়া গয়নার ক্ষেত্রেই ক্রেতা ওই সুবিধা পাবেন।

● **আন্তঃমন্ত্রক কমিটির কৃষি বিষয়ক রিপোর্ট :**

এত দিন চাষিরা শুধু ভেবে এসেছেন উৎপাদন কী করে বাড়ানো যায়। এ বার তাদের জোর দিতে বলা হবে মুনাফা বাড়ানোর উপরেও। ২০২২ সালের মধ্যে দেশে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা নিয়ে আন্তঃমন্ত্রক কমিটির রিপোর্ট মূলত নজর দিচ্ছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই বদল আনার প্রয়োজনীয়তাতেই। যাতে কৃষিকাজে জড়িত মানুষদের উদ্যোগপতির তকমা দেওয়া যায়। মে মাসের মধ্যেই রিপোর্ট জমা দিতে পারে কমিটি। তার চেয়ারম্যান অশোক দালওয়াই জানেন, রিপোর্টে তারা নজর দিয়েছেন মূলত তিনটি বিষয়ে। উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, চাষের খরচ কমানো ও কৃষিপণ্য বিপণনকে দক্ষ করা। যাতে কৃষকরা ফসলের ভাল দাম পান। তার দাবি, এ সবের সঙ্গে যোগ হয়েছে বৃষ্টি না হওয়ার ঝুঁকি সামলানোর পন্থা, সীমিত জল, জমির সমস্যা জুঝে ধারাবাহিক উন্নতি জারি রাখতে প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা ও একাধিক আয়ের উৎস খোলা ইত্যাদিও। তাদের সুপারিশের কিছু বিষয় ইতোমধ্যেই কার্যকর হচ্ছে বলে জানান তিনি।

● **আর্থিক অপরাধ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি :**

ভারতে ঋণ খেলাপ বা জালিয়াতি করে বিদেশে আশ্রয় নেওয়ার ঘটনায় অভিযুক্তদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে গত ২৯ এপ্রিল ফেরার আর্থিক অপরাধী বিল সংক্রান্ত অধ্যাদেশের সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করল কেন্দ্র। এর আওতায় আসবে ২০০ কোটি টাকার বেশি জালিয়াতি বা ঋণ খেলাপের মামলা। এ দিনের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে—একমাত্র এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) অ্যাসিস্ট্যান্ড ডিরেক্টর বা তার উচ্চ পর্যায়ের অফিসাররাই তল্লাশি এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নির্দেশ দিতে পারবেন; ইডি-র বিভিন্ন আঞ্চলিক অফিসের স্পেশাল ডিরেক্টর অব এনফোর্সমেন্টের দায়িত্ব হবে সেই বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি দেখাশোনার; স্থাবর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ এবং দেখাশোনার ব্যবস্থাও করবেন তিনি; সোনাদানা, গয়না, নগদ বা ঋণপত্রের মতো সম্পদ জমা দিতে হবে নিকটস্থ সরকারি ট্রেজারি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা, স্টেট ব্যাঙ্ক বা নির্দিষ্ট করে দেওয়া ব্যাঙ্কগুলিতে। উল্লেখ্য, এপ্রিল মাসে পেশ করা অধ্যাদেশে আর্থিক প্রতারণার মামলায় অভিযুক্তেরা বিদেশে পালালে তাদের যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের কথা বলা হয়েছে। এমনকী বিদেশে থাকা সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করার বিধান রয়েছে। কেন্দ্রের বক্তব্য, এর ফলে পাওনা টাকার বেশিটাই ফেরত পাওয়া সম্ভব হবে। ফলে চাপ বাড়াবে ফেরার ব্যক্তির উপরেও।

● **টেলিকম মাসুল পোর্টালের পরীক্ষামূলক সূচনা :**

কোন টেলিকম সংস্থার মাসুল কত, আগামী দিনে তা জানা যাবে একটিমাত্র পোর্টাল খুললেই। গত ১৬ এপ্রিল একেবারে প্রথম দফায় স্রেফ পরীক্ষামূলক ভাবে এই পোর্টাল চালু করল টেলিকম নিয়ন্ত্রক ট্রাই। এখন সমস্ত টেলি সংস্থাই নিজস্ব ওয়েবসাইটে তাদের মাসুল হার দিয়ে থাকে। ফলে গ্রাহককে তা জানার জন্য আলাদা আলাদা ভাবে এক একটি সংস্থার সাইটে চোখ রাখতে হয়। কিন্তু এ বার ট্রাই চাইছে প্রতিটি সংস্থার সব ধরনের মাসুল এক ছাতার তলায় জড়ো করতে। কারণ এর ফলে প্রথমত, গ্রাহকের পক্ষে সেগুলি দেখার পদ্ধতি সহজ হবে। দ্বিতীয়ত, সুবিধাজনক হবে একটির সঙ্গে আর একটির তুলনা টানা। আর তৃতীয়ত, মাসুল নির্ধারণেও আসবে স্বচ্ছতা। এ দিন এক বিবৃতিতে টেলিকম নিয়ন্ত্রকের সচিব সুনীল কুমার গুপ্ত জানান, ট্রাই আইনে স্বচ্ছতা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। তাই গ্রাহকরা যাতে বিভিন্ন সংস্থার সমস্ত এলাকার (সার্কল) মাসুল এক জায়গায় দেখতে পান, সে জন্যই এই উদ্যোগ। আপাতত যা পরীক্ষামূলক ভাবে আনা হয়েছে শুধু দিল্লি সার্কলে। এই পর্যায়ে পোর্টালের 'ফিডব্যাক' অংশে গিয়ে গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে আর্জি জানিয়েছে

ট্রাই। তা যাচাইয়ের পরে ভবিষ্যতে রূপ পেতে পারে পুরোদস্তুর চালুর পরিকল্পনা। পোর্টালে মাসুল হারের সব তথ্য 'ডাউনলোড' করা যাবে।

● **ভারতই গন্তব্য চিনা ফোন সংস্থার :**

ভারতকে উৎপাদন শিল্পে এগিয়ে নিতে যেতে মেক ইন ইন্ডিয়া কর্মসূচি এনেছে কেন্দ্র। এই কর্মসূচির হাত ধরেই ভারতে ফোন তৈরি করে বিক্রির পথে হাঁটছে বিভিন্ন চিনা স্মার্ট ফোন সংস্থা। গত ৯ এপ্রিল শাওমি জানিয়েছে, ফক্সকনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রী সিটি ও তামিলনাড়ুর শ্রীপেরুমপুদুরে ৩টি স্মার্ট ফোন তৈরির কারখানা গড়েছে তারা। হাইপ্যাডের সঙ্গে জোট বেঁধে নয়ডায় যেমন আছে। সংস্থার কর্তা মনু জৈনের দাবি, সব মিলিয়ে কাজ হবে ১০ হাজার জনের। যাদের ৯৫ শতাংশই মহিলা। পাশাপাশি, ফক্সকনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শ্রীপেরুমপুদুরে প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড তৈরির আর একটি কারখানাও গড়েছে তারা। সূত্রের খবর, ভবিষ্যতে এই পথে হাঁটার কথা ভাবছে ভিভো, ওপোর মতো চিনা সংস্থাও। এখন ভারতে দক্ষিণ কোরীয় সংস্থা স্যামসাং শুধু প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড তৈরি করে।

● **ভারতে শোধনাগার ও পেট্রোকেম প্রকল্পের জন্য চুক্তিবদ্ধ সৌদি তেল সংস্থা অ্যারামকো :**

তেলের বিপুল চাহিদার বাজার ভারতে যে তাদের পাখির চোখ, সে কথা আগেই স্পষ্ট করে বলেছে সৌদি অ্যারামকো। পুরোদস্তুর শাখা খুলেছে এ দেশে। এ বার মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলায় শোধনাগার ও পেট্রোকেম প্রকল্পে ৫০ শতাংশ অংশীদারি নেওয়ার জন্য প্রাথমিক ভাবে চুক্তি সই করল তারা। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এই তেল বহুজাতিকের দাবি, আগামী দিনে ভারতে আরও বিনিয়োগ করতে চায় তারা। পা রাখতে আগ্রহী তেল বিক্রির খুচরো ব্যবসাতেও (পাম্প)। অতিরিক্ত আমদানি নির্ভরতা কমাতে পাঁচ বছরের মধ্যে মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরি জেলায় রাজাপুরের কাছে বাবুলওয়াড়িতে দেশের বৃহত্তম তেল শোধনাগার ও পেট্রো-রসায়ন কেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনার কথা ইতোমধ্যেই ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। সেখানে সম্ভাব্য বিনিয়োগের অঙ্ক ২ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকা। শোধন ক্ষমতা দিনে ১২ লক্ষ ব্যারেল। যৌথ ভাবে তা তৈরি করবে রাষ্ট্রায়ত্ত ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম ও হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম। এই শোধনাগারের অর্ধেক অংশীদারি নিতে আগ্রহী সৌদি আরবের তেল সংস্থা। বাকি অর্ধেক থাকবে ভারতীয় সংস্থাগুলির হাতে। যদিও পরে নিজেদের শেয়ারের কিছুটা অন্য কোনও সংস্থাকে দেওয়ার রাস্তাও খুলে রেখেছে অ্যারামকো।

খেলা

➢ গত ২৭-২৯ এপ্রিল এশিয়া স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয় হলদিয়ায়। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান-সহ এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ অংশগ্রহণ করে এই প্রতিযোগিতায়। এই চ্যাম্পিয়নশিপে ক্যারাটের দু'টি বিভাগে (কাতা এবং কুমিতে) সোনা জিতেছেন কলকাতার প্রহ্লাদ সর্দার—প্রথম দিন 'কাতা'-এ (ক্যারাটের বিভিন্ন কসরতের একক উপস্থাপনা) সোনা জয়ের পরে দ্বিতীয় দিন 'কুমিতে'-তেও (দু'জনের মধ্যে লড়াই) সোনা।

➢ ২০১৯ বিশ্বকাপ শুরু হবে ৩০ মে। চলবে ১৪ জুলাই পর্যন্ত। ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের ১২-টি মাঠে মোট ৪৮-টি ম্যাচ হবে। সামনের বছরের বিশ্বকাপ আবার পুরনো প্রক্রিয়ায় হচ্ছে। মোট ১০-টি দল অংশ নিচ্ছে। ১৯৯২-তে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে যেমন সব দল সকলের সঙ্গে খেলেছিল, সে ভাবেই গ্রুপ লিগ হবে প্রথমে। প্রত্যেকে ৯-টি করে গ্রুপ লিগের ম্যাচ খেলবে। গ্রুপ লিগেই হবে ৪৫-টি ম্যাচ। তার পরে প্রথম চারটি দল সেমিফাইনাল খেলবে এবং অবশেষে ফাইনাল। আইসিসি সরকারি ভাবে বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা করে। আগামী বছর ইংল্যান্ডে বিরাট কোহালির ভারত বিশ্বকাপে তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। এ বি ডিভিলিয়ার্সদের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচ হবে ৫ জুন। ভারত-পাক দ্বৈরথ হবে ১৬ জুন ম্যাঞ্চেস্টারে।

● **কমনওয়েলথ গেমসে ভারত তৃতীয় :**

গত ৪ থেকে ১৫ এপ্রিল কমনওয়েলথ গেমসের আসর বসে অস্ট্রেলিয়ার ক্যুইনসল্যান্ডের গোল্ট কোস্টে। মোট ৭১-টি কমনওয়েলথ গেমস অ্যাসোসিয়েশান অংশ নেয়। 'গোল্ড কোস্ট ২০১৮'-সহ অস্ট্রেলিয়া পাঁচবার এই প্রতিযোগিতায় আয়োজকের ভূমিকা পালন করল। লিঙ্গ সমতার নিরিখে এবারের কমনওয়েলথ গেমস বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ—পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সমসংখ্যক ইভেন্টের আয়োজন করা হয়—এই প্রথমবার এ ধরনের কোনও বড়ো মাপের প্রতিযোগিতায় এই পদক্ষেপ করা হল। 'গোল্ড কোস্ট ২০১৮'-তে তৃতীয় স্থান দখল করে ভারত। ২১৬ জন ভারতীয় প্রতিযোগি অংশ নেন। মোট ৬৬-টি মেডেল জেতে ভারত—২৬-টি সোনা এবং ২০-টি করে রুপো ও ব্রোঞ্জ। এর মধ্যে ভারতের মেয়েরা জিতেছেন ১২-টি সোনা, ১০-টি রুপো ও ৬-টি ব্রোঞ্জ পদক। ভারোত্তোলন, শুটিং, কুস্তি, ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিসে দেশকে সেরার শিরোপা এনে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা; আর বক্সিং-এ শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে দ্বিতীয় স্থানে ভারত।

২০১৮ কমনওয়েলথ গেমসের পদক তালিকায় সেরা দশ

র‍্যাঙ্ক	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
১.	অস্ট্রেলিয়া	৮০	৫৯	৫৯	১৯৮
২.	ইংল্যান্ড	৪৫	৪৫	৪৬	১৩৬
৩.	ভারত	২৬	২০	২০	৬৬
৪.	কানাডা	১৫	৪০	২৭	৮২
৫.	নিউজিল্যান্ড	১৫	১৬	১৫	৪৬
৬.	দক্ষিণ আফ্রিকা	১৩	১১	১৩	৩৭
৭.	ওয়েলস	১০	১২	১৪	৩৬
৮.	স্কটল্যান্ড	৯	১৩	২২	৪৪
৯.	নাইজেরিয়া	৯	৯	৬	২৪
১০.	সাইপরাস	৮	১	৫	১৪

● **ডেভিস কাপে রেকর্ড লিয়েন্ডারের :**

ডেভিস কাপে বিশ্ব রেকর্ড লিয়েন্ডার পেজের। তিনিই ডেভিস কাপের ইতিহাসে ডবলসে সর্বোচ্চ ম্যাচ জিতে নিলেন। তার জয়ের সংখ্যা ৪৩। তার রেকর্ডের দিন চিনকে ২-৩-এ হারিয়ে ওয়ার্ল্ড গ্রুপের প্লে অফে পৌঁছে গেল ভারত। গ্রুপের ডবলসে নেমেছিলেন রোহন বোপন্না ও লিয়েন্ডার পেজ। প্রথম সেট হেরে যায় এই জুটি। প্রতিপক্ষ ছিল মাও-জিন গং ও জে ঝ্যাং। প্রথম সেট ভারতের জুটি হেরে যায় ৫-৭-এ। কিন্তু দ্বিতীয় সেটেই ঘুরে দাঁড়ায় ভারত। তারপর ম্যাচটা পুরোপুরি ছিনিয়ে নেন লি-রা। ডবলসের শেষে খেলার ফল ভারতের পক্ষে ৫-৭, ৭-৬, ৭-৬। এই ম্যাচ জিতেই রেকর্ড করেন লিয়েন্ডার। লিয়েন্ডারদের জয় দেখে পরের আত্মবিশ্বাস ফিরে পান রামকুমার

প্রজনেশরা। সিঙ্গলসে রামকুমার রমানাথন ৭-৬, ৬-৩-এ হারিয়ে দেন ডি উকে। শেষ ম্যাচ জিতে বাজিমাত করেন প্রজনেশ। উলটোদিকে ইবিং উকে দাড়াতেই দেননি প্রজনেশ গুনেশ্বরণ। তিনি ৬-৪, ৬-২-এ হারিয়ে দেন চিনের ইবিংকে। এই নিয়ে পর পর পঞ্চমবার ওয়ার্ল্ড গ্রে-অফে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গেল ভারত। এর আগে চারবারই হারের মুখ দেখতে হয়েছিল। ২০১৪-তে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে, ২০১৫-তে চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে, ২০১৬-তে স্পেনের বিরুদ্ধে ও ২০১৭-তে কানাডার বিরুদ্ধে হারতে হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালে পেজের অভিষেক ঘটেছিল ডেভিস কাপেই।

● **এশীয় ব্যাডমিন্টনে সাইনা ও প্রণয়ের ব্রোঞ্জ :**

এশীয় ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের লড়াই শেষ হয়ে গেল সাইনা নেহওয়াল ও এইচ এস প্রণয় সিঙ্গলস সেমিফাইনালে হেরে যাওয়ায়। সাইনা লড়াই করেও হেরে গেলেন গত বারের চ্যাম্পিয়ন বিশ্বের দু'নম্বর চিনা তাইপের তাই জু ইং-এর কাছে। সাইনা এই নিয়ে তাই জু-র কাছে ১৬ বারের মধ্যে আটবার হারলেন। চলতি বছরে সাইনাকে ইন্দোনেশিয়ান ওপেন ফাইনাল ও অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপে হারতে হয়েছিল তার বিরুদ্ধে। ছেলেদের সিঙ্গলসে অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন চিনের চেন লং-এর বিরুদ্ধে হেরে যান প্রণয়।

● **নাদালের বার্সেলোনা ওপেন জয় :**

রাফায়েল নাদাল। গত ২৯ এপ্রিল বার্সেলোনা ওপেন জিতলেন প্রত্যাশিত ভাবে। এই প্রতিযোগিতায় তার ১১ নম্বর খেতাব। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৬৩ নম্বর গ্রিসের স্টেফানোস টিটিপাস নাদালকে খুব একটা সমস্যায় ফেলতে পারবেন না, ধরেই নিয়েছিলেন অনেকে। ঠিক সেটাই হল। ফাইনালে ৬-২, ৬-১ গ্রিসের তরুণকে উড়িয়ে দেন বিশ্বের এক নম্বর নাদাল। সঙ্গে ক্লে কোর্টে টানা ৪৬-টি সেট জেতার নজির গড়ে ফেলেন। এই প্রতিযোগিতাতেই সেমিফাইনালে ডেভিড গফিনকে হারিয়ে নাদাল ক্লে কোর্টে তার ৪০০-তম ম্যাচ জিতে নজির গড়েছিলেন। নাদালের আগে তিন জন এই রেকর্ড করলেও ম্যাচ জয়-হারের দিক থেকে নাদাল সবচেয়ে এগিয়ে। এবার ক্লে কোর্টে ৪০১ নম্বর ম্যাচ জেতার পরে নাদালের গত দশটি বার্সেলোনা ওপেন জয়ের বিশেষ নজির গড়লেন।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

● **আসন্ন জল সংকটের হুঁশিয়ারি উপগ্রহ চিত্রে :**

পানীয় জল নিয়ে ভারতের কপালে উদ্বেগের ভাঁজ গভীরতর হওয়ার দিন প্রায় দোরগোড়া! হু হু করে নেমে যাচ্ছে ভারত ভূগর্ভস্থ জলস্তর। এতটাই যে, এমন দিন আর খুব দেরি নেই, যখন বাড়ি ও রাস্তার কলে, টিউবওয়েলে, পাতকুয়োয় আর সহজে জল মিলবে না। প্রায় একই অবস্থা হবে মরক্কো, ইরান আর স্পেনের। খোদ উপগ্রহ চিত্রেই খুব সামনের সেই উদ্বেগের দিনের ছবি ধরা পড়েছে। সেই উপগ্রহ চিত্রে ধরা পড়েছে গোটা বিশ্বের প্রায় ৫ লক্ষ বাঁধের হাল-হকিকতও। সেখানে দেখা যাচ্ছে, যে ভাবে জলস্তর হু হু করে নেমে যাচ্ছে বাঁধগুলির, তাতে এমন দিন আর খুব বেশি দূরে নয়, যে দিন ভারতে সহ বিশ্বের বহু দেশকে পুরোপুরি নির্জলা অবস্থায় পৌঁছে যেতে হবে। ভারতের বাঁধগুলির অবস্থা, তাদের জলাধারগুলির জলস্তর, সেই জলের ব্যবহার ও অপচয়ের পরিমাণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কতটা কী পড়ছে বাঁধ ও তার জলাধারগুলির উপর, ওই উপগ্রহের পাঠানো চিত্রে সে সবের খুঁটিনাটিও জানা গিয়েছে। উপগ্রহ চিত্রের ছবি ভারতের পক্ষে যথেষ্টই উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে, কারণ, জানা গিয়েছে, যত দিন পর ভারতকে এই অবস্থার মুখে পড়তে হবে বলে এত দিন ভাবা হচ্ছিল, সেই 'জলাভাব'-এর দিন ভারতে এসে পড়বে আরও অনেক আগেই। জলের সমস্যায় ইতোমধ্যেই কাবু ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্য। ভূগর্ভস্থ জলস্তরের হাল খুব খারাপ মরক্কোরও। সে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জলাধার 'আল মাসিরা'-র জলস্তর পর পর তিন বছরের ভয়াবহ খরা, সেচের পরিমাণ ও কাসাব্লাঙ্কা শহরের জল-চাহিদা বৃদ্ধির জন্য ৬০ শতাংশেরও বেশি নিচে নেমে গিয়েছে। ভয়াবহ খরার জন্য গত ৫ বছরে স্পেনের বুয়েন্দিয়া জলাধারের জলস্তরও নেমে গিয়েছে ৬০ শতাংশের বেশি। নয়ের দশকের পর ইরাকের মসুল বাঁধের জলাধারের জলস্তরও নেমে গিয়েছে ৬০ শতাংশের বেশি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

➢ ৩ অক্টোবর, ১৯৭৮। প্রায় চল্লিশ বছর আগে জন্ম হয়েছিল এক মেয়ের। যার জন্ম বৃত্তান্ত আজও অনুসরণ করে চলেছেন চিকিৎসকেরা। অথচ নিজের গবেষণায় স্বীকৃতি পাওয়া তো দূর, ভারতে ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশনের (আইভিএফ) জনক, দেশের প্রথম টেস্ট টিউব বেবি কানুপ্রিয়া অগ্রবালের (দুর্গা) স্রষ্টা সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে এ জন্য চরম হেনস্থা, লাঞ্ছনা আর অবজ্ঞার শিকার হতে হয়েছিল। এ বার সেই স্রষ্টা এবং তার সৃষ্টিকে সম্মান জানাতে বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসকদের সংগঠন 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাকশন' আয়োজিত চার দিনের কলকাতা সম্মেলনে ডা. মুখোপাধ্যায় এবং কানুপ্রিয়ার ছবি দিয়ে কভার ও স্ট্যাম্প প্রকাশ করা হয় গত ২০ এপ্রিল।

● **ইসরোর নেভিগেশন উপগ্রহ পৌঁছল কক্ষপথে :**

গত ১২ এপ্রিল অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধরন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে আইআরএনএসএস-১আই নামের কৃত্রিম উপগ্রহটিকে নিয়ে মহাশূন্যের দিকে রওনা দেয় পিএসএলভি-সি ৪১। উৎক্ষেপণ একশো শতাংশ সফল বলে দাবি করে ইসরো জানিয়েছে, পিএসএলভি-সি ৪১ রকেটে চেপে আইআরএনএসএস-১আই উপগ্রহটি উনিশ মিনিটের মধ্যেই কক্ষপথে পৌঁছে গিয়েছে। ইসরোর চেয়ারম্যান কে সিভন বলেন যে নেভিগেশনাল স্যাটেলাইট সিস্টেম (NavIC)-এর আটটি কৃত্রিম উপগ্রহেরই নির্ভুল উৎক্ষেপণে সফল হয়েছে ইসরো; এই উপগ্রহ সমাবেশ নেভিগেশন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন ইতিহাস তৈরি করবে।

NavIC সমাবেশে মোট সাতটি কৃত্রিম উপগ্রহ থাকার কথা। কিন্তু প্রায় সাত মাস সফল ভাবে কাজ করার পর আইআরএনএসএস-১-এ নামের উপগ্রহটি বিকল হয়ে যায়। তার জায়গায় আইআরএনএসএস-১আই কাজ করবে বলে জানিয়েছে ইসরো। ১ হাজার ৪২৫ কেজি ওজনের এই উপগ্রহটিকে ইসরোর সাহায্যে তৈরি করেছে একটি বেসরকারি সংস্থা। ইসরোর NavIC নিয়ে ভারতের বিজ্ঞানী মহলের স্বপ্ন দীর্ঘ দিনের। NavIC অচিরেই মার্কিন জিপিএস ব্যবস্থার বিকল্প হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। আগামী আট মাসে গুরুত্বপূর্ণ ন'টি মহাকাশ অভিযানের পরিকল্পনা রয়েছে ইসরোর। এর মধ্যে রয়েছে চন্দ্রযান ২।

● **হাজার হাজার ব্ল্যাকহোলের হদিশ :**

একটা-দুটো নয়। হাজার হাজার 'ব্ল্যাকহোল' বা কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে এই ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের ছায়াপথ 'মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি'র ঠিক মাঝখানে। সংখ্যায় যারা কম করে ১০ থেকে ২০ হাজার। আমাদের সূর্যের চেয়ে অন্তত ১০ থেকে ২৫ গুণ ভারী। রয়েছে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ঠিক মাঝখানে। ঘুরপাক খাচ্ছে মিল্কিওয়ের ঠিক মাঝখানে থাকা একটা প্রকাণ্ড 'সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল'-এর আশপাশে। যার নাম—'স্যাজিটারিয়াস-এ-স্টার'। সেই সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলটি আমাদের সূর্যের চেয়ে অন্তত ১০ লক্ষ গুণ ভারি।

নাসার 'চন্দ্র এক্স-রে অবজারভেটরি'-র ১২ বছরের তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে ও অঙ্ক কষে সম্প্রতি ওই হাজার হাজার 'ব্ল্যাকহোল'-এর সন্ধান পেয়েছে আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষকদল। যার নেতৃত্বে রয়েছেন বিশিষ্ট জ্যোতির্পদার্থবিদ চাক হেইলি। গত ৪ এপ্রিল তাদের গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল 'নেচার'-এ। আমাদের ছায়াপথের ঠিক মাঝখানে থাকা সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলটির আশপাশে যে আরও অনেক ছোটখাটো কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে, ১৯৯৩ সালে তার প্রথম পূর্বাভাস দিয়েছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী মার্ক মরিস। কিন্তু সরাসরি বা পরোক্ষে তা প্রমাণ করা সম্ভব হচ্ছিল না এত দিন। এই প্রথম অঙ্ক কষে তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হল।

মূল গবেষক চাক হেইলি তাদের গবেষণাপত্রে লিখেছেন, আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ঠিক মাঝখানে যে সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলটি রয়েছে, তার আশপাশে গ্যাস ও ধুলোবালির অত্যন্ত পুরু মেঘ রয়েছে। আমাদের সূর্যের মতো তারারা জন্মেছিল যে ভাবে, ঠিক সেই ভাবেই ওই পুরু গ্যাস ও ধুলোবালির মেঘ থেকে জন্ম হয়েছিল আরও হাজার হাজার তারাদের। জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ার পর সেই তারারাই হয়ে উঠেছিল এক-একটা ছোটখাটো ব্ল্যাকহোল। এরা প্রত্যেকেই রয়েছে একটা করে তারার সঙ্গে। জোড় বেঁধে। যাকে বলে—'বাইনারি সিস্টেম'।

● **প্রান্তিক নক্ষত্র 'ইকারাস'-এর খোঁজ মিলল :**

হাজার তারার আলো থেকে অনেকটা দূরে। ব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্তে। খুব চেনা নয়, এমন একটা প্যাঁচানো ছায়াপথে একাকী এক তারা। হিসেব কষে দেখা যাচ্ছে, সেখান থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগছে পাক্কা ৯০০ কোটি বছর! অর্থাৎ, এই গ্রহ থেকে তার দূরত্ব ৯০০ কোটি আলোকবর্ষ। তাদের হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপে সম্প্রতি এমনই এক বিচ্ছিন্ন নীলচে তারার ছবি ফুটে উঠেছে বলে দাবি করেছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। বলা হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত এটিই পৃথিবী থেকে সব চেয়ে দূরের তারা। যার পোশাকি নাম, 'ইকারাস'। বিজ্ঞানীদের দাবি, এর আগে যে তারার অবস্থানকে দূরতম বলে মনে করা হত, ইকারাস তার চেয়েও ১০০ গুণ দূরে। এতখানি দূরত্ব যার, তার ছবি সাধারণত ফিকে হওয়ারই কথা। নাসা যদিও বলছে, তারা স্পষ্ট নীলচে আলো দেখেছে। আর এই 'অঘটন' সম্ভব হয়েছে হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপের অসামান্য দৃষ্টিশক্তির কারণেই। মহাকাশে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের আয়ত্তে অথচ ভাসমান প্রথম এবং একমাত্র দূরবীক্ষণ যন্ত্র এটাই। বিজ্ঞানীরা বলেন, ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হয়েছিল আজ থেকে ১৩৭০ কোটি বছর আগে। সেই হিসেবে সদ্য-আবিষ্কৃত এই তারাটি ব্রহ্মাণ্ডের বয়সের তিন-চতুর্থাংশ সময় আগেকার। ৯০০ কোটি বছর আগে আলো পাঠিয়েছিল ইকারাস। তাই মহাবিশ্বে এখনও সে টিকে আছে কি না, তার খতিয়ান নেই কারও কাছেই।

● **পৃথিবীতে আছড়ে পড়ল চিনা স্পেসল্যাব :**

২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল চিনা স্পেসল্যাব 'তিয়াংগং ১' (যার নামের অর্থ স্বর্গীয় প্রাসাদ)। ২০১৩ সাল পর্যন্ত কাজ করেছিল সে। চিনা নভশ্চরদের তিনটি দল ১২ দিন করে কাটিয়েছিল মহাকাশের ওই প্রাসাদে। ওয়াং ইয়াপিং নামে এক মহিলা নভশ্চর 'তিয়াংগং ১' থেকে চিনের স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে কথাও বলেন। ২০১৭ সালে চিন সরকার রাষ্ট্রপুঞ্জকে জানায়, 'তিয়াংগং ১' অভিযান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তার আগের বছর মে মাসেই। যদিও তত দিনে 'তিয়াংগং ২'-কে পাঠানো হয়ে গিয়েছে (২০১৬ সালে)। গত পয়লা এপ্রিল বিজ্ঞানীরা জানিয়েছিলেন, ২ এপ্রিল পৃথিবীতে আছড়ে পড়বে চিনের স্পেসল্যাব 'তিয়াংগং ১'। তাদের অনুমান ঠিক প্রমাণ করে সেই দিনেই দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে স্পেসল্যাবটি ভেঙে পড়ে। ঘণ্টায় ২৬ হাজার কিলোমিটার গতিবেগে বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সময়ে বায়ুস্তরের সঙ্গে ঘর্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায় মহাকাশ গবেষণাগারটি।

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিনোদন

● **জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার :**

দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেলেন প্রয়াত বিনোদ খান্না। আর মরণোত্তর জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীদেবী। 'মম' ছবিতে অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। সেরা হিন্দি ছবি রাজকুমার রাও অভিনীত 'নিউটন'। সেরা ছবির পুরস্কার পেয়েছে অসমের 'ভিলেজ রকস্টার'। সেরা স্পেশ্যাল এফেক্ট এবং জনপ্রিয় ছবি 'বাহুবলী : দ্য কনক্লুশন'। ৬৫-তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের মঞ্চে বাংলার বাজিমাত। সেরা জুরি অ্যাওয়ার্ড পেল কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি 'নগরকীর্তন'। সেই ছবিতেই অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন ঋদ্ধি সেন। সেরা বাংলা ছবি 'ময়ূরাক্ষী'। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। বাবা-ছেলের সম্পর্কের মধ্যে গল্পের জাল বুনেছেন পরিচালক অতনু ঘোষ।

বিবিধ

● **বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা প্রকাশ করল ইউজিসি :**

দেশজুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে নানা কারিগরি ও ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান। ইন্টারনেট ঘাঁটলেই পাওয়া যাবে এমন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম যেখানে মোটা টাকার বিনিময়ে সহজেই ডিগ্রি পাওয়া যায়। গোটা দেশে রমরম করে চলছে নানা ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয়। সম্প্রতি এমনই তথ্য দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এদের মধ্যে ২৪-টিকে ইতোমধ্যেই চিহ্নিত করে ফেলেছে ইউজিসি। ইউজিসি জানিয়েছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সবই 'স্বঘোষিত'। অর্থাৎ ইউজিসি-র কোনও অনুমোদনই নেই। অথচ, কোনও খোঁজখবর না নিয়েই প্রতি বছরই মোটা টাকার বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে যার আদতে কোন মূল্যই নেই। দিল্লি, কেরল, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, কর্নাটকের নানা জায়গায় রমরম করে চলছে এই ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। কলকাতাতে এমন দুটো বিশ্ববিদ্যালয়কে ভুয়ো বলে চিহ্নিত করেছে ইউজিসি—ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট

অব অলটারনেটিভ মেডিসিন (চৌরঙ্গী রোড) ও ইনস্টিটিউট অব অলটারনেটিভ মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ (ডায়মন্ড হারবার রোড, ঠাকুরপুকুর)। এই ২৪-টি ভুয়ো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮-টি রয়েছে খোদ রাজধানী দিল্লিতে। কমার্শিয়াল ইউনিভার্সিটি লিমিটেড, ইউনাইটেড নেশনস ইউনিভার্সিটি, ভোকেশনাল ইউনিভার্সিটি, এডিআর-সেন্ট্রিক জুরিডিশিয়াল ইউনিভার্সিটি, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, বিশ্বকর্মা ওপেন ইউনিভার্সিটি, আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বারাণসেয়া সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় (বারাণসী, দিল্লি)। ইউজিসি-র তালিকায় রয়েছে, মৈথিলী বিশ্ববিদ্যালয় (দ্বারভাঙ্গা, বিহার), বদাগানভি সরকার ওয়ার্ল্ড ওপেন ইউনিভার্সিটি এডুকেশন সোসাইটি (কর্নাটক), সেন্ট জনস ইউনিভার্সিটি (কেরল), রাজা অ্যারাবিক ইউনিভার্সিটি (নাগপুর)। মহিলা গ্রাম বিদ্যাপীঠ/বিশ্ববিদ্যালয় (প্রয়াগ, উত্তরপ্রদেশ), গান্ধী হিন্দি বিদ্যাপীঠ (প্রয়াগ, উত্তরপ্রদেশ), গান্ধী হিন্দি বিদ্যাপীঠ (প্রয়াগ, উত্তরপ্রদেশ), ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব ইলেকট্রো কমপ্লেক্স হোমিওপ্যাথি (কানপুর), নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস ইউনিভার্সিটি (ওপেন ইউনিভার্সিটি আলিগড়, উত্তরপ্রদেশ), উত্তরপ্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয় (মথুরা), মহারাণা প্রতাপ শিক্ষা নিকেতন বিশ্ববিদ্যালয় (প্রতাপগড়, উত্তরপ্রদেশ)। রয়েছে এমন আরও বিশ্ববিদ্যালয় যেমন, ইন্দ্রপ্রস্থ শিক্ষা পরিষদ, (মকানপুর, উত্তরপ্রদেশ), গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় (বৃন্দাবন, উত্তরপ্রদেশ), নবভারত শিক্ষা পরিষদ, অনুপূর্ণা ভবন (ওড়িশা), নর্থ ওডিশা ইউনিভার্সিটি অব এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি (ওড়িশা), শ্রী বোধি অ্যাকাডেমি অব হায়ার এডুকেশন (পুদুচেরী)। ইউজিসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই সব রাজ্যকে ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, পড়ুয়াদেরও সতর্ক করার কথা বলা হয়েছে সরকারকে। ইউজিসির ওয়েবসাইটে (www.ugc.ac.in) গেলেও পাওয়া যাবে এই সব ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নাম।

● **বিশ্বের দীর্ঘতম বেলেপাথরের গুহা মেঘালয়ে :**

বিশ্বের দীর্ঘতম বেলেপাথরের গুহা হিসাবে নাম উঠে এল মেঘালয়ের 'ক্রেম পুরী'র। খাসি ভাষায় 'ক্রেম' শব্দের অর্থ 'গুহা'। মেঘালয়ের পূর্ব খাসি জেলার মওসিনরামের লেইতসোহাম গ্রামের কাছে গুহাটির খোঁজ মেলে। ২০১৬-তে প্রথম গুহাটির খোঁজ পাওয়া গেলেও এর দৈর্ঘ্য নিয়ে একটা ধোঁয়াশা ছিল। ক্রেম পুরী-তে ২৫ দিনের একটি অভিযানে গিয়েছিলেন মেঘালয় অ্যাডভেঞ্চার্স অ্যাসোসিয়েশন (এমএএ)-এর প্রায় ৩০ জন বিশেষজ্ঞ। এ বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত অভিযান চালানো হয় গুহাটিতে। গুহাটির মাপজোক করে দেখা যায়, এর দৈর্ঘ্য ২৪, ৫৩৮ মিটার, যা এভারেস্টের উচ্চতার প্রায় তিন গুণ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, এই গুহায় ডাইনোসরের জীবাশ্মও উদ্ধার হয়েছে। জীবাশ্মবিদদের ধারণা, ওই জীবাশ্ম মোসাসরাসের। এরা এক প্রকার জলচর মাংসাশী প্রাণী। এদের অস্তিত্ব ছিল সাড়ে ৬ থেকে ৭ কোটি বছর আগে। ক্রেম পুরী বিশ্বের দীর্ঘতম হলেও, জেনারেল ক্যাটেগরিতে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গুহা। ক্রেম লিয়াত প্রা-র পর। এটি একটি চুনাপাথর নির্মিত গুহা। এটা জয়ন্তিয়া পাহাড়ে রয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ৩১ কিলোমিটার। বৈচিত্রময় গুহার কারণে মেঘালয়ের খ্যাতি আছে। এখানে কয়েক হাজার গুহা রয়েছে, যার মধ্যে মাত্র কয়েকটিতে অভিযান হয়েছে। কিছু গুহাতে আংশিক, আবার কয়েকটিতে একেবারেই অভিযান হয়নি। গুহার সংখ্যা বেশি চেরাপুঞ্জি, শেলা, পিনুরসলা, নোঙ্গজি, মওসিনরাম, ল্যাংরিনে। ক্রেম পুরীর আগে বিশ্বের দীর্ঘতম বেলেপাথরের গুহা হিসাবে রেকর্ড ছিল ভেনেজুয়েলার কিউয়েভা ডেল সামান-এর। এর দৈর্ঘ্য ১৮,২২০ মিটার বা ১৮.২ কিলোমিটার।

প্রয়াণ

● **উইনি ম্যান্ডেলা :**

গত ২ এপ্রিল চলে গেলেন উইনি ম্যান্ডেলা (৮১)। বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম তার জননীকে হারাল। কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধীনতার লড়াইয়ে তার ভূমিকা ঐতিহাসিক। জাতির জনক ও জননী—এই নামে বাস্তবিকই দেশবাসীর কাছে পরিচিত ছিলেন উইনি ম্যান্ডেলা ও তার প্রাক্তন স্বামী নেলসন ম্যান্ডেলা (নেলসন ম্যান্ডেলা মারা গিয়েছেন সাড়ে চার বছর আগেই)। ২০১৬ সালে জুমা সরকার উইনি ম্যান্ডেলাকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করে। উল্লেখ্য, বাবা নাম রেখেছিলেন, নমজামো উইনিফ্রেড মাদিকিজেলা। আফ্রিকার জনজাতীয় ভাষায় নমজামো মানে, যাকে জীবনভর পরীক্ষা দিতে হয়।

মা মারা গিয়েছিলেন আট বছর বয়সেই। বাবা ছিলেন শিক্ষক। উইনির ছোটবেলা কেটেছিল ইস্টার্ন কেপের পন্ডোল্যান্ড অঞ্চলে। স্কুলের পঠনপাঠন শেষ করে তিনি জোহানেসবার্গে চলে আসেন সমাজসেবা নিয়ে পড়াশোনা করতে। ভাল ছাত্রী, আমেরিকায় পড়তে যাওয়ার স্কলারশিপও পেয়েছিলেন। যাননি। উইনরি সঙ্গে তখনই ধীরে ধীরে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস, বর্ণবিদ্বেষ-বিরোধী আন্দোলনের কর্মীদের যোগাযোগ তৈরি হচ্ছে। নেলসন তখন আন্দোলনের নেতৃপদে। নেলসন-উইনির বিয়ে হল ১৯৫৮ সালে আর ১৯৬৪ সালে আজীবন কারাবাসের শাস্তি হয়ে গেল নেলসনের। তার বন্দিদশায় উইনিই হয়ে উঠলেন দলের মুখ। ১৯৬৯ সালে তাকেও গ্রেফতার করে পাঠিয়ে দেওয়া হল ঘুপচি সলিটারি সেল-এ। সঙ্গে মারধর, নির্যাতন। ১৭ মাস পরে মুক্তি। আবার গ্রেফতার ১৯৭৬-এ। এ বার একেবারে নির্জন দুর্গে নির্বাসন। পাঁচ মাস পরে মুক্তি।

● **বারবারা বুশ :**

গত ১৭ এপ্রিল ৯২ বছর বয়সে মারা গেলেন জর্জ হারবার্ট ওয়াকার বুশের স্ত্রী, জর্জ ডব্লিউ বুশের মা, প্রাক্তন মার্কিন ফার্স্ট লেডি বারবারা বুশ। মার্কিন ইতিহাসে দ্বিতীয় নারী (প্রথম অ্যাবিগেল অ্যাডাম), যার স্বামী ও সন্তান, দু'জনেই দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সিনিয়র বুশের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সাউথ ক্যারোলাইনার বোর্ডিং স্কুলে। স্কুল ডান্সে আলাপ। বারবারা তখন ১৬, আর বুশ ১৭। স্বামীর ৩০ বছরের রাজনৈতিক জীবনে বরাবর তার পাশে থেকেছেন বারবারা। টেক্সাসের মার্কিন প্রতিনিধি ছিলেন সিনিয়র বুশ। তার পর রাষ্ট্রপুঞ্জে মার্কিন দূত হওয়া, রিপাবলিকান পার্টির চেয়ারম্যান, চিনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত, সিআইএ-র ডিরেক্টর। রোনাল্ড রেগনের সময়ে দু'বারের ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। হোয়াইট হাউসের অধিপতি হন ১৯৮৮ সালে। ১৯৯৩ পর্যন্ত মার্কিন প্রেডিসেন্ট ছিলেন। ওই বছর বিল ক্লিন্টনের কাছে হেরে যান তিনি। গোটা পর্বে যেমন স্বামীর অন্যতম সমালোচক ছিলেন, তেমনই ছিলেন পরামর্শদাতা। আবার একই সঙ্গে নিজের মতো করে চালিয়ে গিয়েছেন নারীর অধিকার নিয়ে আন্দোলন। তার প্রকাশ্য মতামত কখনও সাড়া ফেলে দিয়েছে, কখনও লোকে বাঁকা চোখে দেখেছেন। ❑

সংকলক : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

WBCS-2016 এর রেজাল্টে আবার সাফল্যের শীর্ষে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

একটি মাত্র সেন্টার থেকে চূড়ান্ত সফল ১৩৩

OUR SUCCESS IN WBCS 2016		
Group	Our Success	Result Published on
A	21	27.07.2017
C	75	13.03.2018
D	37	27.03.2018
Total	133	

* There was no vacancy in WBCS-2016 Gr. B

সামিম স্যারের তত্ত্বাবধানে হেডঅফিসে (কলেজস্ট্রীট) WBCS-2019 এর দ্বিতীয় ব্যাচে ভর্তি চলছে। ক্লাস শুরু ১২ই মে, ২০১৮। আসন সংখ্যা সীমিত

Practice Set for WBCS Mains-2018

ACADEMIC TEST SERIES

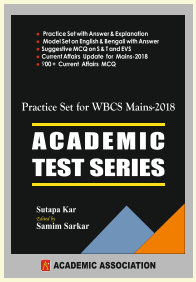

- Practice Set with Answer. Complete
- 600 Math & GI Solution
- Model Set on English & Bengali with Answer
- Suggestive MCQ on S & T and Computer
- Current Affairs Update for Mains-2018
- 900+ Current Affairs MCQ

To be published on : 11th May 2018

8599955633
9038786000

পোস্টাল কোর্স

দূরবর্তী ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে আমাদের '**Inclusive Postal Course**'। পাবেন প্রিলি ও মেনসের প্রতিটি বিষয়ের ওপর কমনযোগ্য উৎকৃষ্ট মানের নোটস। সঙ্গে থাকছে অজস্র ক্লাসটেস্ট এবং মকটেস্ট। নোটসগুলি তৈরি করেছেন ডব্লুবিসিএস বিশেষজ্ঞরা এবং সম্পাদনা করেছেন **সামিম সরকার**। মেদহীন, টু দ্য পয়েন্ট, আপ-টু-ডেট এবং কোয়ালিটি নোটসগুলি আপনার সাফল্যকে সুনিশ্চিত করবে। সঙ্গে থাকছে বেশ কিছু ক্লাস করার সুযোগও। **কোয়ালিটির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে না চাইলে আপনার নিশ্চিত গন্তব্য হবে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন।** পোস্টাল কোর্সে রয়েছে— • প্রিলি এবং মেনসের ১০০% কমনযোগ্য নোটস্ • ১৫০টিরও বেশি ক্লাসটেস্ট এবং মকটেস্ট • ডব্লুবিসিএস অফিসার দ্বারা ইন্টারভিউয়ের জন্য বিশেষ গ্রুমিং সেশন • নির্বাচিত কিছু ক্লাস। • প্রিলি এবং মেনস্-এর জন্য স্ট্র্যাটেজি এবং নেগেটিভ কন্ট্রোলের বিশেষ ক্লাস।

অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের সাহায্যে ডব্লুবিসিএস এর পাহাড় প্রমাণ সিলেবাসের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। সিলেবাসের বিশালতা এবং প্রিলিমিনারি - মেইন - ইন্টারভিউ - ফলপ্রকাশ পদ্ধতির দীর্ঘসূত্রিতার ঘূর্ণিপাকে মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলতাম। অবশেষে এলাম সামিম স্যারের অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে। তিনি শেখালেন কিভাবে ডব্লুবিসিএস এর মতো বিশাল পরীক্ষার প্রস্তুতি স্মার্টলি নেওয়া যায়। তাই ২০১৬ সালের গ্রুপ - 'এ' তে ডাক পাওয়ার পর চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়েও যখন ফাইনাল লিস্টে নাম এল না, তখন ভেঙ্গে পড়িনি। সেই ধৈর্যের ফল হিসাবে গ্রুপ-'সি' তে সফল হয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্সিয়াল ট্যাক্স অফিসার পদে চাকরিটা পেলাম। ধন্যবাদ জানাই সামিম স্যার ও তাঁহার প্রতিষ্ঠান অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনকে।

- Shaikh Alamgir Ali
ACTO, WBCS - 2016, Gr-C

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

H.O : The Self Culture Institute 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073
Website : www.academicassociation.in

9038786000
9674478600
9674478644

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

May, 2018
R.N.I. No. 19740/69

INDIA 2018

A Comprehensive Digest for Government of India's policies, programmes and achievements

Also available as eBook on amazon.in, play.google.com

PUBLICATIONS DIVISION
Ministry of Information & Broadcasting
Government of India
8, Esplanade East, Kolkata - 700069

For placing order online
please visit: www.bharatkosh.gov.in
website: www.publicationsdivision.nic.in
or please contact:
Phone : 033-2248-2576/6696
e-mail : bengaliyojana@gmail.com, kolkatase.dpd@gmail.com

Please visit our Sales Emporium at Esplanade, Kolkata
@ DPD_India
www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।